পদাঙ্কদূত।

নামক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থঃ।

কলিকাতা নিবাসী লব্ধ প্রতিষ্ঠ

শ্রীযুক্ত বাবু গোরাচাঁদ দত্ত মহাশয়ের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় দ্বারা

পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে বিরচিত হইয়া

ইদানীং

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দত্ত দ্বারা

প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা।

নীল এণ্ড ব্রাদর্স যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৬৮

মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই পুস্তক যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা শ্যাম-পুষ্করিণী [illegible] [illegible] [illegible] ষ্ট্রীটে ১২[illegible] নং ভবনে অথবা বটতলা ২২৬ নং শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible]লাল [illegible] পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আভাস।

বিদ্যা পরম সম্পত্তি। বিদ্যা হইলেই জ্ঞানরত্ন লাভ হয়। জ্ঞানরত্ন লাভ হইলেই ধর্ম্ম প্রাপ্তি হয়। ধর্ম্ম প্রাপ্তি হইলেই অখণ্ড মহিমার্ণব যে কারুণিক জগদীশ্বর তাঁহার নিয়মিত কার্য্য সমূহের নিখিল মর্ম্ম উপলব্ধি হয়। মর্ম্ম উপলব্ধি হইলেই তদনু-কম্পা অর্থাৎ পরমাত্মার দয়া প্রাপ্ত্যন্তে মুক্তি প্রাপ্তি

কিন্তু জ্ঞানগর্ভ পাঠ ব্যতিরিক্ত কাল্পনিক গল্প সমূহ সংযুক্ত গ্রন্থ সকল উক্ত সদ্বিদ্যাভ্যাসের উপায় প্রদান ও বদান্যতা প্রদর্শন করিতে পারে না।

অব মনুষ্য সকলের কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রকাশক গ্রন্থঃ সমূহ অধ্যয়ন করিয়া পারলৌকিক উপায়ার্থে ঐশ্ব-রিক তত্ত্বাধার বিদ্যারত্নকে লাভ করেন।

প্রাচীন কবিগণ প্রণীত ইংরাজি, উর্দ্দু, পারসী, বাঙ্গালা, ও সংস্কৃত সর্ব্ব সাধারণের উপকারিণী সুললিত ভাষা সংযুক্ত যে সক লসুধাময় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ আছে, সেই সকলের ভাব সিন্ধু হইতে মণ্য

বিন্দু লাভ করিয়া, পৃথগ্বিধ রস সঞ্চারের দ্বারা এই "পদাঙ্কদূত নামক,, পদ্য গদ্য গ্রন্থ বিরচন করিলাম।

পয়ার।

যে আছে পদাঙ্কদূত, সংস্কৃত সার।
তাঁর সেই অবিকল, রস ভিন্ন তার॥
বিবিধমত উপাখ্যান, বিবিধমত রস।
বিবিধমত উপদেশ, করিলাম শেষ॥
বিবিধমত দৃষ্টান্ত, দার্ষ্টান্ত বিধমত।
আর হয় বিবিধমত, রূপক সংগত॥
শুদ্ধ মত রচিলাম, বুদ্ধি অনুসার।
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, আমি কোন ছার
পাঠকগণের প্রতি, এই নিবেদন।
থাকে দোষ গুণে হৈতে, করিবে শো
কি জানি রচিতে আমি, মূঢ়মতি ধিক
কাযেতে কিছুই নাই, নামেতে রসিক
নাহি জানি রসিকতা, নাহি জানি রস
এ ছার রসিক নামে, কিসের পৌরষ।
শুনেছ বিষের নাম, অমৃত যেমন।
আমার রসিক নাম, জানিবে তেমন।

শ্রীরসিকচন্দ্র রায়
প্রণীত।

বাবু গোরাচাঁদের গুণ বর্ণনা।

সবে [illegible] শুদ্ধ চিত, শুনহ নূতন গীত,
বাবু গোরাচাঁদের বর্ণন।
সুযশঃ ধনের ধনী, রসিকের শিরোমণি,
ভাবুকের ভাবের ভবন
শীলতার তরুবর, নানা গুণে গুণাকর,
দয়ার ভূষণে ভাল সাজে।
গৌরবের দ্বিজরাজ, লয়ে যত দ্বিজরাজ,
দ্বিজরাজ সমান বিরাজে ।।
ধরা হ'তে ধৈর্য্যধর, ধরা যায় ধরাধর,
ভারিত্ব তুলনা দিতে যাঁর।
প্রেমময় দাতার শেষ, নাহি গর্ব্ব নাহি দ্বেষ,
দেশ দেশ গুণের প্রচার ।।
লক্ষ্মী দয়া অনুসার, লয়ে অনেকের ভার,
পালন করিছে মহাধীর।
ধরায় ধরে না রস, কত কব গুণ যশঃ,
ধন্য ধন্য দয়ার শরীর ।।
চণ্ডী নামে এক সুত, অতি রূপ গুণ যুত,
চণ্ডীর দ্বিতীয় সুত প্রায়।
যার বিভা উপলক্ষে, দুই লক্ষ সংপক্ষে,
হয়েছে রজত মুদ্রা ব্যয় ।।

ধন্য বাবু গোরাচাঁদ, কেবল পুণ্যের ফাঁদ,
দ্বিজ পাদ পদ্মের ভ্রমর।
কায়স্থ কৌস্তুভ মণি, ধরায় ধরায় ধ্বনি,
ধন্য ধন্য শুনিতে সুন্দর ॥
হৃদয়ে ধরিতে যাঁয়, পরাণ [illegible] চায়,
সার মাত্র গুণের কারণ।
রসিকেই বলে ধন্য, রসিকের অগ্রগণ্য,
রসিকের হৃদয়ের ধন ॥
কৃষ্ণলীলা চমৎকার, রচিতে সঙ্গীত সার,
আজ্ঞা দিল সেই মহাশয়।
সেই আজ্ঞা শিরে ধরি, বিশেষ বর্ণনা করি,
রসিকে রসিকচন্দ্র কয় ॥

সূচীপত্র সমাপ্তঃ।

সূচীপত্র।

নির্ঘণ্ট।

প্রথম সর্গ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় সর্গ আরম্ভ।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্তঃ।

তৃতীয় সর্গের প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় সর্গীয় প্রথম অঙ্ক সমাপ্তিঃ।

পদাঙ্কদূত

প্রথম সর্গ

ব্রহ্মশাপ যুক্ত অভি,-মন্যুর কুমার।
যুগল নয়নে ধারা, বহে বার বার॥
মিনতি পূর্ব্বক অতি, প্রণতি করিয়া।
কহিছেন শুকদেবে, বিনিয়া বিনিয়া॥
কি করি উপায় গুরু, কি হবে আমার।
এভব-জলধি-জলে, কিসে হব পার॥
ক্রমেতে নিকট হৈল, বিকট সে দিন।
ভাবিয়া ভাবিয়া তনু, হইতেছে ক্ষীণ॥
না বুঝিয়া সারতত্ত্ব, না স্মরিয়া কায়।
এ বুঝি মায়ায় মজে, পাইলাম লাজ॥
আমার আমার করি, কাটাইয়া কাল।
এখন বুঝিনু সব, মায়ার জঞ্জাল॥

কার ভাই কার বন্ধু, কার কোথা ঘর।
আমি কে জানি না আমি, থাকুক অপর॥
এটি হাত ওটি পদ, আরটি নয়ন।
তবে শরীরের মাঝে, আমি কোন জন॥
আমি নহি আমার, অপরে কেন চাই।
কেবা কার দারা সুত, কেবা কার ভাই॥
অহিকের পরিচয়, দিনেক দুদিন।
তবে কেন হয় লোক, মায়ার অধীন॥
এ দুঃখে আবৃত লোক, কি সুখ পাইয়া।
আমি কিছু না বুঝিনু, ভাবিয়া ভাবিয়া॥
কি করিনু মুনিরাজ, কি করিব আর।
এ বুঝি মায়ায় মজি, হারাইনু সার।
কেমনে পাইব সার, কেমনে তরিব।
বল বল গুরুদেব, আমি কি করিব॥
শুনাইলে কৃষ্ণকথা, শুনিলাম তায়।
আর সে কিঞ্চিৎ বলি, ঘুচাও জঞ্জাল॥
তোমার বদনে গুরু, জগমনোনীত।
শুনিনু সে পিতামহ, মথার চরিত॥
যখন মথুরা গেল, ব্রজের কানাই।
কি করিল গোপীগণ, কি করিল রাই॥
শ্যামের পদাঙ্ক হেরে, বনের ভিতর।
কি করিল কমলিনী, কহ অতঃপর॥
না জানি ভকতি আমি, না জানি পূজন।
শ্রবণে যদি সে পাই, গোলোকের ধন॥

পদাঙ্কদূত।

তোমার কৃপায় যদি, ভবে হই পার।
পামরে তারিতে গুরু, উচিত তোমার॥
আজ্ঞা দিল গোরাচাঁদ, গুণের ঠাকুর।
রচিল রসিকচন্দ্র, সংগীত মধুর॥

শুকদেব গোস্বামির উক্তি।

ভাব সেই পরমশক্তিমন্ত পরম পুরুষ তিনি বেদে যাঁর গুণ গায়॥ যিনি ব্রহ্ম তিনি তিনি, তিনি ব্রহ্ম আদি তিনি, নিশুম্ভ ঘাতিনী তিনি, পুরুষ প্রকৃতি তায়॥

পয়ার।

শুকদেব বলে শুন, শুন মহারাজ।
ইহার অধিক নাহি, ভুবনের কায॥
শুনিলে অবশ্য হয়, অহিকের ধন।
পারত্রিকে পরম ভোগ, ব্যাসের বচন॥
সেই বা কেমন ভোগ, শুন দিয়া মন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, ফলের কথন॥
শুনেছ ব্যাসের কৃত, ভাগবত নাম।
যাঁহার শ্রবণে সিদ্ধি, হয় মনস্কাম॥
সেই সে পরম তত্ত্ব, সর্ব্ব লোকে কয়।
বর্ণনা করিতে যাঁর, বর্ণ না মিলয়॥

বিহার করেছি যত, তুইতো জানিস্ তত,
মিথ্যা নয় দেখ রে ভাবিয়া ॥
মাধব বলেছে যাহা, মাধবি জানিস্ তাহা,
আরে রে নিষ্ঠুর তরুবর।
ছেড়ে রস কৌতুহলী, মাধব গিয়াছে বলি,
আজ কি মাধবি হৈলি পর ॥
তোর ভাব নিরখিয়া, আমার দহিছে হিয়া,
আর কি বুঝিতে কথা রয়।
এখন বুঝিনু রস, সময়ে সকল বশ,
অসময়ে কেহ কার নয় ॥
এখন গিয়াছে হরি, অবলার সুখ হরি,
তুই কেন থাকিবি সদয়।
সুখের অধিনী ছিলি, অসময়ে পাসরিলি,
বুঝিনু ভাগ্যের ফলোদয় ॥
তুই পাসরিলি মোরে, আমি না ছাড়িব তোরে,
তলায় পড়িয়া রব তোর।
বঁধুর বিশ্রাম ঠাই, কখন ছাড়িব নাই,
যে হয় অদৃষ্টে হবে মোর ॥
সকল জান রে তুমি, এ রসের ব্রজ ভূমি,
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া সমুদায়।
শ্যাম সঙ্গে আসিতাম, এই খানে বসিতাম,
পাইতাম মলয়ার বায় ॥
গিয়াছে সুখের কাল, আর কি হইবে ভাল,
দিন দিন বাড়িছে অসুখ।

ভ্রমিনু সকল ঠাঁই, আপন বলিতে নাই,
বিপক্ষে আমায় দেয় দুঃখ ॥
সুধাইব কার কাছে, কে আর আমার আছে,
চৌদিক দেখিনু অসম্ভব ।
ছিলি জুড়াবার স্থল, সে রস কোথায় বল,
আগুণ জ্বলিছে যেন সব ॥
প্রবেশিতে তোর ছায়া, শীতল হইত কায়া,
গোকুল বিদিত এই স্থান ।
এখন আগুণ জ্বলে, কান্দিয়া রসিক বলে,
হায় কি করিলে ভগবান ॥

শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক প্রতি শ্রীমতীর খেদ ।

কেমনে পাব সে কাল কালদমনীয় । রমণীর মণি মণি মণি মুনি রমণীয় ॥ বিবিধ সুগুণযুত, পিরীতি কারণীভূত, রূপ রূপ কিমদ্ভুত, সৌভাগ্যদ কমনীয় । বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ খনি, যাঁর হাস্যানন গণি, রসিক রসিকমণি, রসিকের পুজনীয় ॥

পয়ার ।

এই রূপ নানা মতে, করিয়া ভ্রমণ ।
বিনাইয়া বিনোদিনী, করেন রোদন ॥

ভ্রমিতে কাননে সব, বিহারের ঠাঁই।
হরির চরণ চিহ্ন, দেখিলেন রাই॥
কেশব গিয়াছে পদ, চিহ্ন রয় পড়ি।
তাহার উপরে রাই, দেন গড়াগড়ি॥
বলে রে পদাঙ্ক বল, সুমধুর ধ্বনি।
নিদয় হইল কেন, হৃদয়ের মণি॥
আরে রে বক্ষের ধন, সত্য করি কও।
আজি কেন ধূলায় পড়িয়া তুমি রও॥
যে পদ ভাবিয়া মুনি, ধ্যানে নাহি পায়।
সে পদের চিহ্ন কেন, পড়িয়া ধূলায়॥
মুনির আরাধ্য ধন, সকলের সার।
চিহ্ন তোর এ চিহ্ন, দেখিতে নারি আর॥
সেই এক চিহ্ন গয়া,—সুরের মাথায়।
মাহাত্ম্য বর্ণন যাঁর, না হয় কথায়॥
সেই পদ-কমলের, চিহ্ন তুমি সার।
এমন অবস্থা কেন, হইল তোমার॥
চৌদিক আঁধার হৈল, বিনা এক জন।
কে আছে রাধার বিনা, মদনমোহন॥
যে দশা তোমার চিহ্ন, সে দশা আমার।
চিহ্ন রে পূর্ব্বের চিহ্ন, কিছু নাহি আর॥
আসিয়া অক্রূর মুনি, ঘটাইয়া দায়।
হরিয়া নারীর ধন, গেল মথুরায়॥
ধরিয়া রথের চক্র, নারিনু রাখিতে।
নিদয় হইল কৃষ্ণ, দেখিতে দেখিতে॥

পদাঙ্কদূত।

যাবার সময় বঁধু, না করিল দয়া।
সে দিন হইতে যেন, ঘটেছে বিজয়া॥
কারে কই সারা হৈনু, ভাবিয়া ভাবিয়া।
কে লবে দুঃখের ভার, আমার হইয়া॥
সময়ে সিন্ধুর ভাব, সকলেই বয়।
অসময়ে বিন্দুতে, কাতরাপন্ন হয়॥
তার সাক্ষী যখন, সুদিন ছিল সেই।
সেই তা করেছে যারে, বলিয়াছি নেই॥
সুদিন কুদিন মাত্র, হইতে ঘটন।
স্বপক্ষে বিপক্ষ হয়ে, পোড়াইছে মন॥
এই মতে বিশেষিয়া, পদাঙ্কের ঠাঁই।
কহিতে ভাবের কথা, মূর্চ্ছা গেল রাই॥
সখীরা কাঁদিয়া কয়, অধিক অধিক।
আজ্ঞা দিল গোরাচাঁদ, রচিল রসিক॥

পদাঙ্ক প্রতি মথুরা গমনের যুক্তি।

একবার মধুপুরে যাও রে। দাসীর দুর্গতি সেই শ্যামেরে জানাও রে॥ বৃন্দাবন পরিহরি, গিয়াছে পরাণ হরি, আনিয়া পরাণ হরি, পরাণ বাঁচাও রে॥ পরাণের যে পরাণ, পর হয়ে সে পরাণ, দুঃখ-হার না পরান, পরাণে জানাও রে॥ পরাণ বলেছি যায়, পরাণ

সঁপেছি পায়, পরাণ না আসে তায়, সে প-
রাণ চাও রে ॥

পয়ার।

চেতন পাইয়া রাই, কহিছেন পুনঃ।
আমার মনের দুঃখ, আর কিছু শুন ॥
শ্রবণ করেছি কৃষ্ণ, মথুরায় গিয়া।
হয়েছে ভূপতি রাজা, কংসেরে বধিয়া ॥
পাইয়া নূতন রাজ্য, নূতন আচার।
নূতন রাজার হৈল, নূতন বিচার ॥
নূতন তক্তের রাজা, নূতন কপাল।
নূতন রমণী নাকি, পাইয়াছে ভাল ॥
ধর্ম্ম জানে দেখি নাই, শুনিয়াছি এই।
যেমন আপনি বাঁকা, সেই মত সেই।
সে পরিচারিকা ছিল, কংসের সভায়।
কেমনে প্রবৃত্তি হৈল, এমন জনায় ॥
পূর্ব্বের চলিত কথা, বেদ সম ধরি।
যাতে যার মজে মন, সেইতো সুন্দরী ॥
কি করে রূপেতে আর, কিবা করে গুণে।
যখন পোড়ায় কায়, কন্দর্প আগুণে ॥
কি করে সে কায়ে আর, কি করে কথায়।
যাও রে পদাঙ্ক তুমি, বারেক তথায় ॥
নিদয়ের পদরেখা, হৃদয়ের ধন।
রমণী বাঁচাতে কর, অমনি গমন ॥

আমার মাথার কিরা, না করিও ভয়।
করিলে পরের ভাল, পরে ভাল হয়॥
পরের লাগিয়া যেবা, ভোগ করে দুঃখ।
অবশ্য জানিবে তার, পরে হয় সুখ॥
দয়ার ঠাকুর হয়ে, দয়া করি যাও।
কি আছে দয়ার চায়ে, বুঝিয়া বুঝাও॥
কি দীন দরিদ্র প্রভৃতি, অথবা নিষ্ঠুর।
অবশ্য করিবে দয়া, সাধ্য যত দূর॥
যে করে তোমার মন্দ, সে করুক তাই।
তুমি তার ভাল কর, দেখুন গোসাঞি॥
পরের মঙ্গল চেষ্টা, কর বার বার।
সকলি অনিত্য বিনা, পর উপকার॥
তেঁই সে তোমারে বলি, বিনয় করিয়া।
বারেক গমন কর, আমার লাগিয়া॥
এ পক্ষ হইয়া নর, বিপক্ষের ধন।
আনিয়া মিলায়ে দেহ, মদনমোহন॥
ঠনঠনে নিবসতি, গোরাচাঁদ নাম।
নির্ম্মল যশের চাঁদ, সেই গুণধাম॥
আজ্ঞা দিল বিরচিতে, সুছন্দ সংগীত।
রচিল রসিকচন্দ্র, মাধব চরিত॥

ব্রজের দুর্গতি বিজ্ঞাপন।

আছে কিরে গোকুলে গোকুল। বিহনে গোকুলচাঁদ কে রাখে গোকুল॥ কে লয়ে গোকুল ভার, গোকুল ভ্রমিবে আর, এ গোকুলঅন্ধকার, বিনা সে গোকুল॥ একি গোকুলের কষ্ট, গোকুল হইল নষ্ট, গোকুল বাসিনী দেখি, গোকুল অকূল।

পয়ার।

আর কিছু বলি শুন, পদাঙ্ক তোমায়।
যে রূপে আনিতে তাঁরে, পারহ হেথায়॥
বিশেষ করিবে চেষ্টা, অশেষ প্রকার।
হইয়া আমার দূত, যাহ একবার॥
ব্রজের দুর্গতি তুমি, দেখিলে যেমন।
সুধাইলে ব্রজনাথে, কহিবে তেমন॥
আর এক কথা তুমি, জিজ্ঞাসিবে তায়।
কি তুমি বলেছ তারে, মাধবী তলায়॥
সে ভাব কোথায় তব, সে রস কোথায়।
কহিবে রাধার বুক, বিদরিয়া যায়॥
এই রূপে শুনাইয়া, শুনিয়া কারণ।
কথায় না পার যদি, ধরিবে চরণ॥
বলিবে বিস্তর করি, ব্রজের রোদন।
না খায় গোধনে তৃণ, না যায় কানন॥

ব্রজের রাখালগণে, ভাবিয়া তোমায়।
ভ্রমেতে ভ্রমিছে সব, মরীচিকা প্রায়॥
বিচ্ছেদে দহিয়া সব, তব প্রাণাধিকা।
যমুনার জলে আর, না যায় গোপিকা॥
না ডাকে কোকিলগণে, হুঙ্কার ছাড়িয়া।
কে যেন মধুর ধ্বনি, লয়েছে কাড়িয়া॥
গিয়াছে ব্রজের শোভা, ঘটেছে প্রমাদ।
এখন গোকুলে চল, গোকুলের চাঁদ॥
এই মতে বুঝাইয়া, সুঝাইয়া সার।
কর রে নারীর কুল, রক্ষা এইবার॥
পরের হিতৈষী হও, পরে দাও সুখ।
অবশ্য হরিবে হরি, তোমার যে দুঃখ॥
হও রে সরল হও, না হও নিঠুর।
সরলতা হৈতে নহে, মোক্ষ বড় দূর॥
কঠোর সাধনে আমি, পাইয়াছি যায়।
সে কেন আমার হয়ে, ত্যজিল আমায়॥
যাঁর লাগি করিয়াছি, ষট্‌চক্র ভেদ।
কখন সহিতে নারি, তাঁহার বিচ্ছেদ॥
আন্তরিক সাধনের, শুন সমাচার।
কহিছে রসিকচন্দ্র, বিশেষ তাহার॥

ষড়চক্র ভেদের পরিচয়।

গদ্য।

পৃষ্ঠ দেশের মধ্যস্থিত যে প্রধান অস্থি কশেরু অর্থাৎ যাহাকে মেরুদণ্ড কহে। সেই মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে ইড়া পিঙ্গলা নামক দুই নাড়ী আছে। ইড়ার দক্ষিণ এবং পিঙ্গলার বামে যে নাড়ী মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপিত আছে, তাহার নাম সুষুম্না। সুষুম্নার মধ্যে বজ্রাখ্যা ও তদন্তর চিত্রিণী নাড়ীর কল্পনা করিয়াছেন।

সর্ব্ব সাধারণ দেহের মধ্যে সুষুম্না নাড়ীতে গাঁথা সপ্ত পদ্ম আছে, তাহাদিগের নাম, আধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, এবং সহস্র দল। ঐ সপ্ত পদ্ম যে যে স্থলে স্থিতি করে তাহার পৃথক্ ২ পরিচয়।

প্রথম পায়ূর্দ্ধ দেশ, দ্বিতীয় লিঙ্গমূল, তৃতীয় নাভিমূল, চতুর্থ হৃদয়, পঞ্চম কণ্ঠদেশ, ষষ্ঠ ভ্রূমূল, এবং সপ্তম ব্রহ্মরন্ধ্র, পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা এই অবধারণ করিয়াছেন।

আধার নামে যে পদ্ম সে গুহ্যেন্দ্রিয় অর্থাৎ পায়ুদেশের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে স্থিতি করে। তাহার চারি দল। সেই চারি দলে বং, শং, ষং, সং, চারি বর্ণ আছে। সেই পদ্ম মধ্যে একটী চতুষ্কোণ চক্র আছে। তাহার নাম ধরাচক্র। সেই চক্রের অষ্ট দিগে অষ্ট শূল। মধ্যে লং বর্ণ এবং কর্ণিকা মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র আছে তাহাতে লিঙ্গাকৃতি শিবের বাস। সেই শিবের অমৃত বহির্গত স্থানে বদন

দিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি বাস করেন। তাহার আকৃতি সর্পের ন্যায়; এবং তিনি সর্ব্বদাই নিদ্রাগতা।

লিঙ্গমূলে স্থিতি যে পদ্ম আছে তাহার নাম স্বাধিষ্ঠান। তাহার ছয় দল। সেই ছয় দলে বং, ভং, মং, যং, রং, লং, ছয় বর্ণ আছে। মধ্যে বরুণমণ্ডল, তাহার আকৃতি গোল। ভিতরে অর্দ্ধচন্দ্র মধ্যে রং বর্ণ আছে। সেই পদ্মে বারুণী শক্তির বাস।

নাভিমূলে যে পদ্ম আছে তাহার নাম মণিপুর। তাহার দশ দল। সেই দশ দলে ডং, ঢং, ণং, তং, থং, দং, ধং, নং, পং, ফং, বর্ণ আর মধ্যে ত্রিকোণ অগ্নি মণ্ডল; সেই মণ্ডলের তিন পার্শ্বে স্বস্তিকাকার তিন ভূপুর মধ্যে রং বর্ণ আছে। সেই পদ্মে লাকিনী শক্তির বাস।

অনাহত নামে যে দ্বাদশ দল পদ্ম হৃদয়ে আছে; সেই দ্বাদশ দলে কং খং, গং, ঘং, ঙং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, টং, ঠং, দ্বাদশ বর্ণ আছে। মধ্যে ষট্ কোন বায়ু মণ্ডল। তন্মধ্যে যং স্থিতি করে। তাহাতে শিব সহ কাকিনী শক্তির বাস।

কণ্ঠদেশে যে পদ্ম আছে তাহার নাম বিশুদ্ধ। তাহার ষোড়শ দল। সেই ষোড়শ দলে অং, আং, ইং, ঈং, উং, ঊং, ঋং, ৠং, ঌং, ৡং, এং, ঐং, ওং, ঔং, অং, অঃং, এই ষোড়শ বর্ণ আছে। মধ্যে গোলাকার চন্দ্র মণ্ডল; তদন্তর নভোমণ্ডল; তাহাতে হং, বর্ণ এবং শাকিনী শক্তির বাস।

ভ্রু মূলে যে পদ্ম আছে সেই দুই দল। তাহার নাম আজ্ঞা। সেই দুই দলে হং, ক্ষং, দুই বর্ণ মধ্যে ত্রিকোণাকৃতি

শক্তি। তন্মধ্যে শিব স্থিতি করেন। সেই পদ্মে হাকিনী শক্তির বাস।

সেই আজ্ঞার ঊর্দ্ধ্ব দেশে প্রণবাকৃতি পরমাত্মা আছেন। তদূর্দ্ধ্বে চন্দ্রবিন্দু; তদূর্দ্ধ্বে শংখিনী নাড়ী এবং তদূর্দ্ধ্বে সহস্রদল পদ্ম। তাহার পঞ্চাশৎ দলে অ আদি ক্ষ পর্য্যন্ত সবিন্দু পঞ্চাশৎ বর্ণ আছে। সেই পদ্ম মধ্যে গোলাকার চন্দ্রমণ্ডল; মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র ও সর্ব্ব মধ্যে শিব স্থানে পরম শিব স্থিতি করেন।

গুরু উপদেশানুসারে নিষ্পাদক গণ; শরীরস্থ স্ববায়ু অগ্নির গতি দ্বারা কুণ্ডলিনীকে সচেতনা ও চঞ্চলা করিবেক। হুং বীজোল্লেখে চিত্রিণী নাড়ীর মধ্য পথ দিয়া চতুর্দ্দল অবধি দ্বিদল পর্য্যন্ত এবং মূলাধার, অনাহত ও আজ্ঞা স্থিত তিন শিব ভেদ ও কুণ্ডলিনীকে সহস্রদলে আনিয়া পরম শিবের সহ সংযোগ করিবেক। উভয় সংযোগের গলিতামৃত পান করিয়া কুণ্ডলিনীকে পুনর্ব্বার স্বস্থানে আনিবেক। এই প্রকার অন্তর্যাগে আমি কৃষ্ণধন প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজের দুঃখ শুনাইবার অনুমতি।

বলো২ তারে। কে আর দুস্তারে তারে॥
পায়েছিনু তারে, পূজে নগেন্দ্রসুতারে। ধিক
ধিক বিধাতারে, দিয়ে হরে নিল তাঁরে, আছে
টান মম তারে, সে ভাবে কি মমতারে॥

পয়ার ।

এই রূপ বিধিমত, সাধনের ফলে ।
পায়েছিনু কৃষ্ণচন্দ্রে, হৃদয়কমলে ॥
অক্রূর নিষ্ঠুর জনে, কে বলে অক্রূর ।
হরিয়া নারীর ধন, গেল মধুপুর ॥
না জানি তাহার সনে, আছিল কি বাদ ;
হায় মরি ঘটাইল, একি পরমাদ ॥
কি আর বলিব তারে, জানি সমুদয় ।
চোরের শরীরে কোথা, দয়া মায়া রয় ॥
হরিয়া পরের ধন, পরে দেয় যেই ।
যে শুনে তাহার কথা, কেমন বা সেই ॥
কি করে এ খেদে আর, কি করে কথায় ।
কৃষ্ণেরে আনিতে তুমি, যাহ রে তথায় ॥
আর এক কথা তাঁরে, করিবে জিজ্ঞাসা
সেখানে করেন তিনি, কিসের প্রয়াস ॥
যদি কন রাজ্যসুখ, কহিবে তাঁহারে ।
রাধার হৃদয় রাজ্য, দিয়াছে তোমারে ॥
সে রাজ্য হইতে নয়, এ রাজ্যের সুখ ।
তবে কেন রাধিকায়, হইলে বিমুখ ॥
উত্তর উত্তরে তাঁরে, শুধাইবে ছলে ।
কুবুজা পাইল তোমা, কোন পুণ্যফলে ॥
কোন পাপে গোকুলের, এত কষ্ট হয় ।
কোন পুণ্যে মথুরায়, সুখের উদয় ॥

কোন ভাবে মত্ত হয়ে, মদনমোহন ।
কোন প্রেমে ভুলাইলে, কুবুজার মন ॥
ভুলেছ কি ব্রজে রাই, দুঃখিনীর সেবা ।
কুবুজায় কুবুঝায়, সুবুঝায় কেবা ॥
তোমার অদৃষ্ট শ্যাম,—সুন্দর সুন্দর ।
হায় কি মিলালে বিধি, কুবুজার বর ॥
রসিকা নারীর প্রেমে, রসিয়া রসিয়া ।
সুখেতে রাজত্ব কর, বসিয়া বসিয়া ॥
তোমার হইল সুখ, মহিষীর সুখ ।
কে ঘুচাবে দুঃখিনীর, কপালের দুঃখ ॥
তোমার জন্যেতে আছে, রাধা বিনোদিয়া
কানন ভ্রমিছে রাই, কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
পর কি আপন হৈল, আপন সে পর ।
কৈ তব করুণা হরি, কৈতব বিস্তর ॥
এমনি কৌশলে তাঁরে, কহিবে ত্বরায় ।
এসব শুনিয়া যেন, ত্বরায় তরায় ॥
বলিলে হবে না কিছু, মনে লয় মোর ।
নিঠুরের দয়া হওয়া, সে বড় কঠোর ॥
সুজন হইলে বুঝে, সুজনের ছল ।
মধু হীন চাকে কাটি, দেওয়ায় কি ফল ॥
কাযেতে হবে না কিছু, মনে করে দিস্ ।
দয়া হীন জনেরে, মিনতি লাগে বিষ ॥
আমি সে সকল জানি, তাঁহার যে মন ।
কুবুজা পেয়েছে মন, তাঁহার যেমন ॥

যদি বল কেমনে, জানিলে বিবরণ।
আকার যেমন যার, প্রকার তেমন॥
সরলে সরলে মিলে, কঠিনে কঠিন।
সরলে কঠিনে প্রেম, নহে এক দিন॥
এই মতে কমলিনী, বিস্তর কহিল।
চাঁদের আদেশে গীত, রসিক রচিল॥

হরিপদে ঊনবিংশতি চিহ্নের নাম।

কত গুণ ধরে পদ। যে পদ ভাবিলে লোক হয় নিরাপদ॥ অমূল্য অতুল্য পদ, আপদের সে আপদ, শাস্ত্রে কয় ব্রহ্মপদ, শিবের সম্পদ॥ নারদ গায় যে পদ, বর্ণিয়া সে রাঙ্গাপদ, পদ দেই চিরপদ, বিনাশে বিপদ। কারে বা ইন্দ্রত্ব পদ, কারে দেয় বিষ্ণুপদ, ভাবয়ে সে বিষ্ণুপদ, সংসার গোষ্পদ॥

পয়ার

এই রূপে পদাঙ্কেরে, বিস্তর কহিয়া।
পুনশ্চ কহিছে রাই, কান্দিয়া কান্দিয়া॥
আরে রে পদাঙ্ক শুন, হয়ে এক চিত।
আর সে কৃষ্ণের কথা, কহিব কিঞ্চিৎ॥

ভূপতি হয়েছে বলি, সেই নিরদয়।
উত্তর করিতে যেন, না করিও ভয়॥
ছলে হকু বলে হকু, অথবা কৌশল।
সাধিতে আপন কায, লজ্জায় কি ফল॥
কৃষ্ণের কৃপায় তুমি, জনমিলে সার।
আমি বা কতই কব, মহিমা তোমার॥
যে পদে গঙ্গার জন্ম, সেই সে চরণ।
হইতে জনম তুমি, করেছ গ্রহণ॥
তুমি যাঁর চিহ্ন সেই, জগতের সার।
সেই পদে চিহ্ন ঊন,—বিংশতি প্রকার॥
ঊর্দ্ধ ভাবে সুশোভিত, ঊর্দ্ধ রেখা পায়।
ধ্বজ, বজ্রাঙ্কুশ, আর, অহি ফণা তায়॥
শঙ্খ, চক্র, মীন, জাম্বু, নামে যেই ফল।
কলাতরু, শ্রী, পতাকা, জাহ্নবী কমল॥
সুধা, রত্নছত্র আর, সুধাকর যব।
এ ঊনবিংশতি চিহ্ন, কহিলাম সব॥
এক এক চিহ্নের, মাহাত্ম্য কহা দায়।
বেদের অতীত গুণ, কি কব কথায়॥
সেই পদ-কমলের, চিহ্ন তুই সার।
তোর চিহ্ন কি রহিল, ভুবনে এবার॥
থাকুক যশের চিহ্ন, রসের নাগর।
মিলাইয়া দেহ কৃষ্ণ, গুণের সাগর॥
পদের প্রধান তুমি, মনে সুখ দাও।
আসিয়াছ ভবে যদি, চিহ্ন রাখি যাও॥

এই যে সংসারে দেখ, কেহ কার নয় ।
কার ভাই কার বন্ধু, কার বা তনয় ॥
ক্ষণেক সুখের জন্য, বিধির সৃজন ।
বালকের খেলাঘর, যেমন তেমন ॥
লতায় শিশির যেন, দেখিতে সুন্দর ।
সে কোথায় থাকে বল, উঠিলে ভাস্কর ॥
তেমনি বুঝিবে এই, সংসারের আশ ।
যেই মত বৃদ্ধি হয়, সেই মত নাশ ॥
কখন বালির শয্যা, হইবে শয়ন ।
দেখিতে দেখিতে মুদে, যাইবে নয়ন ॥
তবে যদি সংসার, সাগরে চাহ পার ।
এখন কর রে তুমি, পর উপকার ॥
পর পর উপকার, মানস ভূষায় ।
উপকারে উপকার, অবশ্য ঘটায় ॥
আজ্ঞা দিল গোরাচাঁদ, গুণের ঠাকুর ।
রচিল রসিকচন্দ্র, সংগীত মধুর ॥

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় সর্গ।

পরোপকারের প্রকরণ

চৌপদী।

শুন হয়ে এক চিত, কথা নহে অনুচিত,
করিতে পরের হিত, ভুল না রে ভুল না।
অনিত্য কাযে কি হবে, সেই কর যেই রবে,
কলঙ্ক নিশান ভবে, তুল না রে তুল না॥
যে আছে বেদের মর্ম্মে, মতি রাখ সেই ধর্ম্মে,
পরের অহিত কর্ম্মে, যেও না রে যেও না।
দেখ শুন সাবধানে, পর মন্দ যেইখানে,
কখন সে দিক পানে, চেও না রে চেও না॥
পর দুঃখে দুঃখী হয়ে, ভাল কর ভার লয়ে,
কদাচ নিশ্চিন্ত হয়ে, রৈও না রে রৈও না।
কর করি নিজ হানি, পর পক্ষে টানাটানি,
পরের অহিত বাণী, কৈও না রে কৈও না॥
কথায় রাখিয়া রস, অই কাযে হও বশ,
ভবে এসে অপযশ, নিয় না রে নিয় না।

পাইলে পরম ধন, তথাপি রাখিয়া পণ,
পরের মন্দেতে মন, দিও না রে দিও না ॥
কিবা দুঃখ কি আনন্দ, সকলি বিধির ফন্দ,
পরকে কদাচ মন্দ, বল না রে বল না।
যদি মনে থাকে ভার, ত্যজ সেই ফের ফার,
এমন কুপথে আর, চল না রে চল না ॥
দিন যাবে ক্ষণ যাবে, লোকেতে কুযশ গাবে,
এমন ভাবের ভাবে, মজো না রে মজো না।
তুমি গুরু বল যাঁয়, পরেরে মজাতে চায়,
রসিক কহিছে তায়, ভজো না রে ভজো না ॥

প্রমাণ।

সর্ব্ব শাস্ত্র পরোদক্ষঃ সর্ব্ব শাস্ত্রার্থবিৎসদা।
সুবচাঃ সুন্দরঃ সাঙ্গঃ কুলীনঃ শুভ দর্শনঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্ত মানসঃ।
পিতৃ মাতৃ হিতেযুক্তঃ সর্ব্ব কর্ম্ম পরায়ণঃ।
আশ্রমী দেশস্থায়ী চ গুরুরেব বিধীয়তে ॥

দয়ার প্রকরণ।

পয়ার।

শুনিলেত উপকারে, যেবা হয় সার।
পশ্চাতে দয়ার কিছু, শুন সমাচার ॥
কি আছে দয়ার চায়ে, দয়া বড় ধন।
কি ক্ষণে করিল বিধি, দয়ার সৃজন ॥

এই যে দেখিছ দেহ,-রূপ সরোবর।
ফুটে যদি দয়ার, পঙ্কজ মনোহর॥
গৌরব সৌরভ পায়ে, হাজার হাজার।
গুঞ্জরে মানব অলি, চৌদিকে তাহার॥
হইলে কমল হীন, দীর্ঘ সরোবর॥
না পায় সেখানে সুখ, না যায় ভ্রমর॥
তেঁই সে কারণে বলি, শুন দিয়া মন।
হৃদয়ে কর রে দয়া, পঙ্কজ ধারণ॥
সেই জানে সার তত্ত্ব, সেই দয়াবান।
দয়া হীন জনার, নিকটে নাহি ত্রাণ॥
যেখানে দয়ার বাস, সেই খানে সুখ।
কে দেখেছে দয়ার, নিকটে যায় দুঃখ॥
দয়ায় আবৃত হয়, যে জনার মন।
অনন্ত পুণ্যের লাভ, করে সেই জন॥
দয়া ত গৌরব ছাড়, নহে এক দিন।
যশঃ রস যত বল, দয়ার অধীন॥
যার আছে দয়া মায়া, তার আছে সব।
কি করিবে দয়া হীন, জনার বৈভব॥
ধন আছে দয়া নাই, মান নহে সুচি।
নাহিক তাহার কর্ম্মে, বিধাতার রুচি॥
কি করিবে জাতি কুল, কি করিবে ধন।
দয়া না থাকিলে মানী, হয় কোন জন॥
জাতি কুল ধন জনে, ছোট হয় যেই।
থাকিলে দয়ার দয়া, বড় বড় সেই॥

৪

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ আদি ছয়।
হয়েছে দয়ার কাছে, কার কোথা জয়॥
কামেতে লওয়ায় পর, ভার্য্যারে হরণ।
দয়া ত বিবাদী হয়ে, করয়ে বারণ॥
রাগ চাহে পর মন্দ, করিতে ত্বরায়।
এমনি দয়ার দয়া, ধৈরজ ধরায়॥
হরিতে পরের দ্রব্য, লোভের প্রতাপ।
দয়া বলে কোথা যাও, ইথে আছে পাপ॥
এই রূপ ছয় রিপু, দয়ার অধীন।
কখন দয়ার তনু, নহেত কঠিন॥
রসিক কহিছে দয়া, এসো রাখি শিরে।
ধৈর্য্য ধরি থাক গোরা-চাঁদের শরীরে॥

গদ্য।

দয়া পরম ধন। দয়া না থাকিলে শীলতা থাকে না; সৌজন্যও থাকে না; যশঃ ও থাকে না; কৃতকর্ম্ম সকলের সুশ্রীকতা ও প্রকাশ পায় না। দয়ার সলক্ষ ধনই ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি দয়াকে অবলম্বন করিয়া থাকেন, তিনি অবলীলা-ক্রমেই ঐহিক পারলৌকিক সুখ সম্ভোগী হইতে পারেন। অতএব সকল লোকেরই কর্ত্তব্য যে সর্ব্বদা দয়া ভূষণে মনঃ ও বাক্যকে সুসজ্জিত করিয়া রাখেন॥

বিনয়ের প্রকরণ।

পয়ার।

কহিনু দয়ার গুণ, অশেষ প্রকার।
বিনয়ের পরিচয়, শুন কিছু আর॥
দয়া যে এমন বস্তু, ভুবন বিজয়।
কি করে দয়ায় যদি, না থাকে বিনয়॥
দয়াকে গণনা কর, সাগর বলিয়া।
বিনয় তাহার জল, শুন মন দিয়া॥
সিন্ধু হয় বিন্দু জ্ঞান, শুকাইলে জল।
তেমতি বিনয় বিনা, দয়ায় কি ফল॥
দয়াতে করায় যদি, বিস্মিত দান।
তথাপি বিনয় বিনা, বিষের সমান॥
অন্তরেতে দয়া যার, বদনে বিনয়।
নিদানে তাহার ভাল, অবশ্যই হয়॥
মনে নাই দয়া মুখে, বিনয় বচন।
সেই সে জানিবে তুমি, চোরের লক্ষণ।
ভুবন পূজিত দয়া, ভুবনের মূল।
যদি থাকে বিনয়ের, প্রণয় অতুল॥
যেমন পর্ব্বত হয়, চূড়ায় শোভিত।
ভূষণে দেহের শোভা, হয় মনোনীত॥
কুসুমে বিষম শোভা, তরুর যেমন।
বিনয়ে দয়ার শোভা, হয় রে তেমন॥

বিনয় পরম বস্তু, যদি থাকে রস।
যে দেখ সংসারে সব, বিনয়ের বশ॥
ভব বনে জীব পক্ষী, উড়িয়া বেড়ায়।
পাতিলে বিনয় ফাঁদ, কে কোথা এড়ায়॥
প্রথমে বিনয় বাক্য, দয়া তার পর।
যে জন বুঝিতে নারে, দয়া তার পর।
নতুবা সে পরমাত্মে, প্রবৃত্তি যেমন।
দয়ার সঙ্গেতে হয়, প্রণয় তেমন॥
যদি বল বিনয়, দয়ারে কোথা পাই।
আগে হও রাগে ক্ষান্ত, তবে বলি তাই॥
রাগ যেন বাঘ সম, বিনয় সে নর।
দয়ার বিষম রাগ, রাগের উপর॥
রাগের উপরে রাগ, হইবে যখন।
দয়া বিনয়ের গুণ, জানিবে তখন॥
রাগে কর রাগ আর, বিনয়ে বিনয়।
দয়াকে করিলে দয়া, তবে বশ হয়॥
রসিক কহিছে আমি, বুঝিলাম সার।
দয়া থাক গোরাচাঁদ, বিনয় আমার॥

গদ্য।

বিনয় বড় পদার্থ। যে ব্যক্তি বিনয়ের সহ সর্ব্বদাই রাগানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাকে প্রিয়ম্বদ কহে। কারণ, বিনয় ব্যতিত বাক্যের মধুরতা কোন মতেই গৃহিত হওয়া যায় না। আর দেখ, প্রণয়রূপ যে এক পরম পদার্থ, সে

নির্ম্মল চন্দ্র; বিনয় তাহার চন্দ্রিকা এবং যশকে সিন্ধু তরঙ্গ বলিয়া নিরাকরণ করা গিয়াছে। এমন যে বস্তু বিনয়, সে যাহাতে বাক্যের সহিত দৃঢ় আলিঙ্গিত হয় তাহা কর্য্যাই কর্ত্তব্য।

প্রণয়ের প্রকরণ।

পয়ার।

বিনয়ের সুসম্বাদ, কহিনু তোমায়।
কহিব প্রণয় তত্ত্ব, শুন সমুদায়॥
যাহাতে প্রণয় হয়, যার যে প্রকার।
রীতি নীতি পদ্ধতি, কহিতে শক্তি কার॥
প্রণয় পরম বস্তু, চিনে কোন জন।
যথার্থ প্রণয় হয়, মোক্ষের কারণ॥
যদি নম্র প্রণয়ের, সম্ভব কি রূপ।
তাহারি বিশেষ কথা, কহিব স্বরূপ॥
শুনিয়াছ পঞ্চভূতে, আত্মার সৃজন।
প্রণয়ের সেই মত, পঞ্চের ঘটন॥
ধর্ম্ম দয়া ভাব রস, বিনয় লইয়া।
পাঁচে পাঁচ মিশাইবে, সম ভাগ দিয়া॥
রাখিবে মনের মাঝে, জানিবে নিশ্চয়।
যে হয় তাহার কান্তি, সেইত প্রণয়॥
কি করে চাঁদের আলো, কি করে ভাস্কর।
ভুবন ভুলায় সেই, দিপ্তি মনোহর।

কদাচ প্রণয় নয়, সাধারণ ধন।
ঐহিক পারথিক হয়, উভয়ে মিলন॥
পুরুষে পুরুষে কিম্বা, পুরুষ রমণী।
যাতে রাখ তাতে থাকে, প্রণয় এমনি॥
এমনি আভার গুণ, বুঝে দেখ দড়।
প্রণয়ের কাছে নাই, ছোট আর বড়॥
নাহি তার লজ্জা ভয়, নাহি তার জাতি।
নাহি তার দিবা সন্ধ্যা, নাহি তার রাতি॥
নাহি তার অহঙ্কার, নাহি তার দেষ।
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আছে, ভিন্ন ভিন্ন বেশ॥
সবে দেখি এক ভাবে, হাস্য পরিহাস।
কেবল কুকাযে হয়, ধরমের হ্রাস॥
ধরম প্রধান অংশে, যদি হৈল হানি।
পাতক আসিয়া তায়, হইলেন মানী॥
পাপ যদি আইল ভবে, তাপ কোথা যায়।
ক্রমেতে নরক আদি, আসিয়া যোগায়।
শুনিলে প্রণয় তত্ত্ব, কহিলাম ঠিক।
যে জানে ইহার মর্ম্ম, সেইত রসিক।
ঐহিক পারথিক রসে, হইলে নিপুন।
তবেত রসিক গায়, রসিকের গুণ॥
রসিক রসিক নহে, রসিকের দাস।
রসিক সে গোরাচাঁদ, চাঁদের প্রকাশ॥

গদ্য

যে সংখ্যাতীত গুণ বিশিষ্ট প্রণয়ের কথা কহিলাম ; পণ্ডিতেরা তাহাকে পীযূষ উল্লেখে বর্ণনা করিয়া থাকেন। পীযূষ শব্দার্থ অমৃত। অমৃতের এই গুণ, কোন ব্যক্তি তাহাকে আহার করিলে তাহার মৃত্যু হয় না, তিনি অমৃত গুণে অমৃত হয়েন। আর প্রণয় রূপ যে অমৃত তাহারও এতদ্রূপ গুণ। যে কোন মহদ্ব্যক্তি হউন, সেই প্রেমামৃতকে দেহ মধ্যে ধারণ করিলেই তাহার গৌরব অমৃত হয় অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে। অতএব সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য যে, প্রণয় পীযূষকে অবলম্বন পূর্ব্বক দেহের গৌরবকে চিরজিবী করিয়া দেশ প্রসিদ্ধ করেন।

ধর্ম্মের প্রকরণ।

গদ্য।

বিবিধোপদেশান্তর শ্রীমতী পুনর্ব্বার কহিতেছেন পদাঙ্ক ! দয়া বিনয় প্রণয় ও পরোপকারের গুণ যে সকল শ্রবণ করিলে সে সমস্তের আশ্রয় ধর্ম্ম। বিনা ধর্ম্ম সে কোন কিছুতেই হৌক অর্থাৎ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক সমূহ কর্ম্মেতেই কেহ কখন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সেই ধর্ম্ম পদার্থ অতি সূক্ষ্ম, তাহার ভার ভঙ্গি রীতি নীতির কথা কর্ণ কুহরে স্থাপন করিলেই একটি সূক্ষ্ম বিবেচনা লাভ

হইবেক।' তদ্বিষয়ে নিরালস্য হইয়া মনোনিবেশী হও; আমি কহিতে উদ্যত হইলাম।

এই যে বিদ্যুতের ন্যায় সাতিশয় চঞ্চল অনাদি সংসার, জগদীশ্বর হইতে নিঃসৃত এবং তন্নিয়ম পালিত হইয়া অত্যুৎ-কৃষ্ট রূপে চলিতেছে, তাহার আদৌ মূল ধর্ম্ম। দেখ, পূর্ব্ব শাস্ত্রকারকেরা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিবেচনা দ্বারাও জানা যাইতেছে, যে ধর্ম্ম সকলেতেই অববৃত আছেন; তাহার ফলাফলই কারণ। তিনি জগদীশ্বরের দৃষ্টিরূপ মাত্র। যে সকল বস্তু পরমাণু হইতে পরমাণু এবং প্রকাণ্ড হইতে প্রকাণ্ড সেই পরমাণু প্রকাণ্ড সকল তাহার নিকটে পরমাণুই গণ্য; কিন্তু কার্য্যক্রমে পরমাণু প্রকাণ্ড ও প্রকাণ্ড পরমাণু হইয়া থাকে, তাহা সুক্ষ্ম বিচারে বহির্ভূত নহে।

বহু মূল্য অলীক সুখদ সামগ্রী গ্রাহক ব্যক্তিরা, বিষয়-মদের মাদকতায় দুষ্কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও আপনাদের ধন্য জ্ঞান ও পরমানন্দকে লাভ করিয়া থাকেন। তৎকা-লীন তাহাদের পারলৌকিক পথের চিন্তা মাত্র থাকে না। হায় হায়! নিত্য সুখকে বিসর্জ্জন করিয়া অনিত্য সুখের পর-তন্ত্র হওয়া কি নির্ব্বোধের কর্ম্ম! কি মূর্খত্ব প্রকাশ! কি পাগ্‌লামি! বিবেচনা কর। দুষ্কর্ম্মি সকল স্ব স্ব দুষ্কর্ম্ম লোক সমীপে ও রাজ বিচারেও গোপন করিয়া আপনা-দিগকে পাপে হইতে মুক্ত অর্থাৎ পরম পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন; কিন্তু সর্ব্ব সাক্ষী যে ধর্ম্ম তাহার নিকট কখনই অপ্রকাশ থাকে না। তিনি সেই পাপের প্রতিফল জন্য জ্বলন্ত পাবকের প্রায় রহিয়াছেন।

ধর্ম্ম অতি যত্নের ধন। তাঁহাকে অধিক যত্ন না করিলে ক্রমে লুপ্ত হইয়া যান, যেমন শীতাভ্র অর্থাৎ কর্পূর। ধর্ম্মকে আহরণ ও যত্ন করণের কারণই বিদ্যা। বিদ্যা না থাকিলে ধর্ম্ম যে কি পদার্থ কেহই জানিতে পারেন না। বিদ্যা অমূল্য ধন। বিদ্যা হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে সত্য, সত্য হইতে ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্ম হইতে পরমাত্মা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা ব্রহ্মজীবী অথবা ধর্ম্মজীবী বলিয়া আখ্যা প্রসিদ্ধ করেন, যে জীবী হউন;" ধর্ম্মের উপাসনা ভিন্ন কিছুতেই কৃতকর্ম্মা হইতে পারেন না।

সেই ধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপী হইয়াও অজ্ঞানীর নিকটে প্রকাশিত নহে। কিন্তু সূক্ষ্ম জ্ঞান চর্চ্চাকারী লোক সকল নিষ্ঠা বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধ হয়েন। যদ্রূপ উর্ব্বরা ভূমিতে উত্তম বৃক্ষ রোপণ করিয়া কৃষকেরা উত্তম ফলভোগী হয়; নতুবা বিবিধ অপকারী তৃণে আবৃত হইয়া চিরপতিত থাকে; তদ্রূপ মনুষ্য দেহরূপ ভূমিতে জ্ঞানবৃক্ষ রোপণ করিলে অবশ্য ধর্ম্মফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। তা না করায় কি পর্য্যন্ত অমঙ্গল লাভ করিতেছেন; বলিতে পারি না।

ধর্ম্মোপার্জ্জন ও অধর্ম্ম লাভ করণের কর্ত্তাই মনঃ। মনের দুই প্রকার বৃত্তি, বহির্ব্বৃত্তি ও আন্তর্ব্বৃত্তি। বাহ্যে-ন্দ্রিয় হইতে যে সকল বৃত্তি উৎপত্তি হয় সে বহির্ব্বৃত্তি, যথা দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, গ্রহণ, কথন ইত্যাদি এবং অন্তরি-ন্দ্রিয় হইতে যে সকল উৎপত্তি হয় সেই আন্তর্ব্বৃত্তি; যথা মনন, তুলনা, বিবেচনা, কল্পনা, সন্দেহ, বিশ্বাস, ইচ্ছা, ঘৃণা, দয়া, প্রীতি প্রভৃতি। এই সকল বৃত্তি দ্বারা বৈষয়ীক ধর্ম্মকে

প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে; কিন্তু বৃত্তি নিবৃত্তি করিয়া যে ধর্ম্ম লাভ হয়, সেই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরমাত্মায় লয় হইবার নিমিত্তভূত।

ঈশ্বরের কৃত দুই প্রকার কর্ম্ম। সকাম এবং নিষ্কাম। মনুষ্য সকল কল্পনা পূর্ব্বক যে কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহার নাম সকাম এবং কামনা রহিত হইয়া ঈশ্বর তত্ত্বে যে কর্ম্ম করে তাহার নাম নিষ্কাম। সেই সকাম ও নিষ্কাম উভয় কর্ম্মেই ধর্ম্ম আবৃত আছেন। তবে যে কোন২ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন "আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী" ও কোন কোন ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন "আমরা ধর্ম্মজ্ঞানী" সে ভ্রান্তিমাত্র। কারণ, ধর্ম্মজ্ঞান না হইলে কদাচই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। দেখ, বৃক্ষের গোড়া ধরিয়া না উঠিলে কেহ কি আগায় আরূঢ় হইতে পারে? কখনই না, এও তদ্রূপ জানিবে। অগ্রে ধর্ম্মজ্ঞানী হইয়া, পরে ব্রহ্মজ্ঞানী হইবামাত্রই পরব্রহ্মে লয় হয়। তবে ব্রহ্মজ্ঞানী বা ধর্ম্মজ্ঞানী বলিয়া দলবদ্ধ হওয়া, কোন মতেই সাধকের কর্ম্ম নহে। আর দেখ, কোন ব্যক্তি অত্যন্ত ধনাঢ্য ও বিদ্বান্ হইলে সে কি বলিয়া থাকে "আমি বড় ধনবান্ ও জ্ঞানবান্ হইয়াছি" এমন কথা কখনই শুনি নাই। এতদ্রূপ সাধুদেরও জানিবে; তাহারা আত্মাভিমান কখনই করে না।

সে যাহা হৌক। সকাম কর্ম্মি সকল বহু জন্মান্তর স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন। স্বর্গ দুই প্রকার, ধূমময় স্বর্গ এবং রশ্মিময় স্বর্গ। যাঁহারা কেবল কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন; সেই ধূমময় স্বর্গ এবং যাহারা জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন; সেই

স্বর্গকে রশ্মিময় স্বর্গ বলা যায়। নিষ্কাম কর্ম্মি সকল স্বীয়২ কর্ম্ম ফলে পরব্রহ্মে লয় হয়েন। সে বড় কঠোর সাধনের কর্ম্ম। অগ্রে বাক্য প্রভৃতিকে মনেতে, মনকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে জীবাত্মাতে, এবং জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে লয় করণের জ্ঞান প্রাপ্ত যে ব্যক্তি; তাহাকেই ব্রহ্মজীবী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী কহে।

মনুষ্য সকল দুই মতে কর্ম্ম করে, কেহ বা শ্রেয়ঃ কেহ বা প্রেয়ঃ। দুইয়ের মধ্যে শ্রেয়ঃ কল্যাণকারী অর্থাৎ জগদীশ্বরের যে উপাসনা তাহাই শ্রেয়ঃ এবং ইন্দ্রিয় সুখের অনুষ্ঠেয় প্রেয়ঃ শব্দে বাচ্য হয়। ইন্দ্রিয়গণ দুই ভাগে বিভুক্ত হয় তাহা পূর্ব্বে কহিয়াছি, অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। যে হেতু ইহাদিগের হইতে শব্দাদি জ্ঞানের প্রাপ্তি হয় এবং পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পাদ, বাক্য ইহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়। উক্ত উভয়বিধ ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক স্বরূপ মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। এই সকল ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি হইতে যে সকল কর্ম্ম হয় তাহাদিগকে বৈধকর্ম্ম বলে।

তত্ত্ব নিরাকরণ।

স্মৃতিকর্ত্তা মনু কহিয়াছেন ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন সপ্ত প্রকার তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, এবং সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক তত্ত্ব। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার জন্য যে মহদাদির সৃষ্টি করেন, তাহাকে

মহত্তত্ত্ব, মনের অভিমান প্রভৃতি যে উৎপন্ন করেন তাহাকে অহঙ্কার তত্ত্ব এবং শরীর সম্পাদক অংশ যে পঞ্চভূত, তাহা-দিগকে ভূতপঞ্চক তত্ত্ব বলিয়া লিখিয়াছেন। ভূত সকলের নাম আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, এবং তাহাদিগের গুণ সকলের নাম শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। প্রথম ভূত আকাশ; তাহার গুণ এক শব্দ মাত্র, দ্বিতীয় ভূত বায়ু তা-হার গুণ শব্দ, স্পর্শ, তৃতীয় ভূত তেজ তাহার গুণ শব্দ স্পর্শ, রূপ, চতুর্থ ভূত জল তাহার গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, পঞ্চম ভূত পৃথিবী তাহার গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। বেদান্তীদিগের এইমত আর নৈয়ায়িকেরা বলিয়া থা-কেন পাঁচের পাঁচ গুণ মাত্র। কিন্তু বেদান্তীদিগের বাক্যই গুরুতর। যথা "শ্রুতি স্মৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী।"

সৃষ্ট্যুৎপন্নের বিষয়।

পঞ্চভূত প্রথমত সৃষ্টি হইয়া পরে জগৎ সংসার তদ্দ্বারা নির্ম্মিত হয়। সেই জগৎ সংসারের কারণ যিনি অবিনাশি পরমাত্মা, যাঁহার মায়া হইতে জীবাত্মার সৃজন হয়; যাঁহার নিয়মানুসারে গগণমণ্ডলে শশী ভাস্কর ভ্রমণ করে; যাঁহার কৃপায় মহাশাস্ত্র বেদের উৎপন্ন হয়; যাঁহার ইচ্ছায় জীবাত্মা সকল নাশ হইলেও তিনি নিত্য অবিনাশি অবিকৃত থাকেন; সেই অন্তরাত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর, তিনি সৃষ্টি করণাভিলাষী হইয়া প্রথমেই স্বশরীর হইতে জল সকল জাত এবং সেই জল

মধ্যে মহাশক্তিরূপ বীজ আরোপিত করিলেন। সেই বীজ হইতে প্রদীপ্ত কলধৌতের ন্যায় এক অণ্ড হইল। তাহাতে আপনিই সেই পরমাত্মা সর্ব্বলোক পিতামহ নামক ব্রহ্মা রূপে জাত হইলেন।

সেই অণ্ড মধ্যে সেই সত্ব রজ তমো গুণ বিশিষ্ট ব্রহ্মা সংবৎসর কাল অবস্থান করিয়া, পরে অণ্ডকে দ্বিখণ্ড করিলেন। সেই দ্বিখণ্ডের দ্বারা উপরি খণ্ডে স্বর্গ, নিম্ন খণ্ডে ভূমি এবং উভয় খণ্ড মধ্যে শূন্য সৃজন করিয়া ক্রমে মনুষ্যাদি সৃষ্টি করিলেন। সেই সমুদায় বস্তুতেই ধর্ম্ম আবির্ভূত আছেন।

মনুষ্য সকলের কর্ত্তব্য গুরুর নিকটে ধর্ম্ম বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। গুরু তিন প্রকার। অর্থ শাস্ত্রের জ্ঞানদাতা, ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞানদাতা, এবং ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানদাতা। তাঁহারা পর পর উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাপেক্ষা ধর্ম্ম, ধর্ম্মাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানদাতা শ্রেষ্ঠ বলা যায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্ব মতে জননী শ্রেষ্ঠা হয়েন। তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞান সুশিক্ষিত হইয়া কার্য্য করিবেন। নতুবা একে আর ঘটনা হইতে পারে। দেখ, এমন যে সৌগন্ধ বিশিষ্ট চন্দন, নয়ন নিকটে আনিলে তাহার কষ্ট বোধ হয়; কিন্তু বায়ুযোগে সেই চন্দনের সুবাস নাসিকায় প্রবেশ মাত্র নাসিকা বিপুল হর্ষ প্রাপ্ত করে।

এই রূপ কহিতে কহিতে শ্রীমতী কহিলেন পদাঙ্ক! তো-

মার জ্ঞানোৎপন্ন হইবার জন্য এই সকল ধর্ম্মনীতির কথা তোমাকে শ্রবণ করান যাইতেছে; অন্য জন্য নহে। কারণ দেহ মধ্যে জ্ঞানের সম্ভব হইলেই সকল ব্যক্তিই পরোপকারী হইয়া থাকেন, তাহার প্রমাণই শাস্ত্র। তাহা ইতি পূর্ব্বে তোমাকে কহিয়াছি যে, বিদ্যা হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে সত্য, সত্য হইতে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম হইতে পরমাত্মা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব এই সকল ধর্ম্ম বিদ্যা সুশিক্ষিত হইয়া ক্রমে ধর্ম্মকে লাভ কর; ধর্ম্মলাভ করিলেই ধার্ম্মিক হইবে, ধার্ম্মিক হইলেই ধর্ম্মভরে নম্র হইবে, নম্র হইলেই পর হিতকারী হইবে, সন্দেহ নাস্তি। তার সাক্ষী দেখ, বৃক্ষ ফলিত হইলে; তার ডাল সকল চেষ্টা করিয়া নম্রমান হয় না এবং নম্রমান করিয়াও দেয় না; স্বভাবতঃ ফলভরেই নম্রমান হইয়া যায়। সে যাহা হৌক, এক্ষণে আর কতগুলী হিতোপদেশ শ্রবণ কর।

ধর্ম্মবিষয়ের নানাবিধি হিতোপদেশ।

উত্তম কুলোদ্ভব, উত্তম বেশে ভূষিত, উত্তম সম্পত্তিভোগী এবং উত্তম ক্রিয়াবন্ত হইলেই লোক সকল স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন; এমত বোধ করিবে না। নীচ জাতী ও দরিদ্র হইয়াও যদি কেহ ভক্তি পূর্ব্বক একটা ক্ষুদ্র কর্ম্ম করে; সেই ক্রিয়া উত্তরকালে তাহার মঙ্গলদায়ক হয়। যেমন, সময়ানুসারে, শুক্তি মধ্যে জলবিন্দু প্রবেশ করিয়া পরিনামে মুকুতা হইয়া থাকে।

সদ্ব্যক্তি সকলের নির্ম্মল অন্তঃকরণের স্বাভাবিক ধর্ম্মে পরোপকার স্বোপকারের তুল্য প্রকাশ পায়। দেখ, গোলাকার দর্পণে মুখ দেখিলে মুখও গোল দেখায় এবং দীর্ঘাকারে দীর্ঘাকার উপমিত হয়।

ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের সকল কর্ম্মই ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হয় তাহা কদাচ নহে। অসদ্ব্যবহারে পাপকেও লাভ করেন। দেখ, চন্দন সৌগন্ধযুক্ত বটে কিন্তু অগ্নি যোগে দগ্ধ হইলে তাহার ভস্ম কখনই সুগন্ধি হয় না।

কোন ব্যক্তি বিদ্বান্ ও ধনী হইলেও কৃপণ হইলে অর্থাৎ সৎপাত্রে বিদ্যাদান ও ক্রিয়ার্থে ধন বিতরণ না করিলে; সেই বিদ্যা ও ধন অবশ্যই নিষ্ফল হয়। দেখ, দন্তহীন কুক্কুর যদি একখানি অস্থি প্রাপ্ত হয়, সে খেতেও পারে না; বাক্যাকে দিতেও পারে না; কেবল জিহ্বা দ্বারা অবলেহনই করিয়া থাকে।

এক কুলে উদ্ভব হইলেই লোক সকল সমভাবে মান্য হয়, এমত নহে, স্ব স্ব গুণানুসারে মান্য হয়। দেখ, চন্দ্র আর উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব, দুই জনেই সমুদ্র মন্থনে উৎপন্ন হয়, কিন্তু চন্দ্র মহাদেবের চূড়ামণি হইয়াছেন; উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক দেবরাজের বাহকতায় নিযুক্ত আছে।

এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে জগদীশ্বর যে ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায়। যাঁহারা সেই ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ জানিয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহাদিগের সেই ধর্ম্মকালে অনলীলা ক্রমেই শুভদায়ক হয়েন। যেমন

অমৃত সংসর্গে থাকিলে সকল ব্যক্তিই অমৃত অর্থাৎ রোগ শোক, তাপ, মৃত্যু পরিত্যাগ হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বকালাবধি এককালপর্য্যন্ত দেখ ধার্ম্মিক ব্যক্তি সকল স্থানেই শোভা পায়। তার সাক্ষী মাণিক, হস্ত, কর, কণ্ঠ অথবা মস্তক, যেখানে রাখ সেইখানেই জাজ্জ্বল্যমান হইয়া থাকে।

মনুষ্য সকলের অন্তঃকরণে যখন পুণ্যের উদয় হয়; তখনি তাপ, তাপ, রোগ শোক প্রভৃতি আপনারাই দূরীভূত হইয়া যায়। যেমন প্রভাকর প্রকাশ হইবামাত্রেই তারাগণ আপনা হইতেই অস্ত প্রাপ্ত হয়।

এই যে জগৎপাতা জগদীশ্বরের করুণারচিত সুচারু নিয়ম সকল প্রভাকরের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া আছে। যাহারা এই সকল নিয়মাধীন হইয়া সাংসারিক কার্য্য নিষ্পন্নকার করেন, তাহারা অবশ্যই কালে স্বর্গ লাভ করেন। স্বর্গে গমন করিলেই স্বর্গপ্রাপ্ত এমত নহে; সৎকার্য্য ফলেরই অন্তর্গত স্বর্গ অর্থাৎ যাহার মন ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্রাম করে; পরোপকারে রত থাকে ও সত্যের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা যত্নবান, সেই ব্যক্তির নিকটে এই পৃথিবীই স্বর্গ। মনুষ্য সকলের কর্ত্তব্য ধর্ম্মাবলম্বিত হইয়া কর্ম্ম করে; যে হেতুক শ্রুতি ও স্মৃতি কহিয়াছেন, ধর্ম্ম সকলের মূলাধার বস্তু, তাহার মর্ম্ম ধার্ম্মিকরাই জানে। ইন্দ্রিয় বশীভূত সন্নিধানে তাহার স্বরূপ অতি দুর্জ্ঞেয় হয়। যে প্রকারে হউক ধর্ম্মকে বশীভূত করা অথবা ধর্ম্মের বশীভূত হওয়াই আবশ্যক। যে যাহাতে বশীভূত হয় পণ্ডিতরা সব নিরাকরণ করিয়া লিখিয়াছেন।

মিত্রকে সদ্ব্যবহার, লুব্ধকে ধন, প্রভুকে কার্য্য, শত্রুকে নীতি, ব্রাহ্মণকে আদর, মূর্খকে কথা, যুবতীকে প্রেম, গুরুকে প্রণাম, রসিককে রস, এবং ধার্ম্মিককে সৎকর্ম্মের দ্বারা বশীভূত করিবেক। যে ব্যক্তি অধর্ম্ম পথে গমন করে তাহার নরকেই অধিকার। যেমন অহঙ্কারী হইলেই লঘুতা, উচ্চ হইলেই পতন, কামাতুর হইলেই গঞ্জনা, লুব্ধ হইলেই অপৌরুষ নির্ধন হইলেই প্রতারণা, অন্যমনস্ক হইলেই বিকলতা, শোকাকুল হইলেই সংশয়, দুর্ব্বাক্যবাদী হইলেই অপ্রিয়তা, দ্যূত বশ হইলেইযাতনা, এবং অধার্ম্মিক হইলেই নরক প্রাপ্ত হয়।

ধর্ম্মের বিষয় সমাপ্তি।

সত্যের প্রকরণ।

পয়ার।

কহিনু ধর্ম্মের কথা, নিশেষ করিয়া।
সত্য পরিচয় কিছু, শুন মন দিয়া॥
পরম পদার্থ সেই, সত্য নাম যাঁর।
কি আছে সত্যের চায়ে, সুসাধনা আর॥
কি করে বিনয়ে আর, কি করে প্রণয়।
সত্য বিনা ধর্ম্ম কার, বশীভূত নয়॥
ধর্ম্ম নামে আছে সেই, বৃক্ষ মনোহর।
ঊর্দ্ধেতে তাহার মূল, পরম ঈশ্বর॥

অধরে শোভিত সন্ধ্যা, পল্লব তাহার
ফল রূপে শোভা পায়, মুকতি যাহার ॥
যে জানে তাহার মর্ম্ম, সেই নরবর ॥
পল্লব ধরিয়া উঠে, বৃক্ষের উপর ॥
ক্রমশঃ উঠিতে তার, কত দিন যায়।
মূল ধরে নাড়া দিলে, তবে ফল পায় ॥
যদি বল কোথা বৃক্ষ, কোথায় পল্লব।
আপনার মনে মন, বুঝে দেখ সব ॥
মিথ্যা ছল প্রবঞ্চনা, চাতুরির রীতি।
ত্যজিলে সত্যের সঙ্গে, হইবে পিরীতি ॥
সত্যেরে পাইলে আর, ধর্ম্ম কোথা যায়।
ধর্ম্ম হৈতে পরমাত্মা, নিকট বুঝায় ॥
আর এক কথা বলি, সৎপথে যাও।
জ্ঞানেরে করিয়া চক্ষু, চারি দিকে চাও ॥
শুনিয়াছি বেদাদিতে, এই কথা কয়।
জ্ঞানের নিকট সত্য, বড় দূর নয় ॥
জ্ঞানেরে জানিতে যদি, নাহি থাকে জ্ঞান
কথায় রাখিয়া কর্ণ, হৃদে ধর ধ্যান ॥
আমি জানি ঈশ্বরের, মায়ায় সৃজন।
যাহারে জীবাত্মা কয়, জ্ঞান সেই ধন ॥
জ্ঞানের সহিত নাহি, জীবাত্মার ভেদ।
বার বার এই কথা, কহিয়াছে বেদ ॥
যেমন ধরম পুণ্য, অভেদ উভয়।
জীবাত্মা জ্ঞানের সহ, তেমনি নির্ণয় ॥

সেই সে জ্ঞানেরে পাওয়া, বড়ই দুষ্কর।
আগে চাই বুদ্ধি সূক্ষ্ম, জ্ঞান তার পর॥
বিদ্যা না শিখিতে বুদ্ধি, কদাচ না হয়।
তবে সে কিঞ্চিৎ ঘটে, কুবুদ্ধি নিশ্চয়॥
সে বুদ্ধি করিতে নারে, জ্ঞানের সাধন।
মিথ্যায় ঘটায় আনি, অহিকের ধন।
যে ধন সঞ্চয়ে দেখি, কিছু নাহি ফল।
লাভের মধ্যেতে হয়, পাপের প্রবল॥
বিদ্যা হৈতে বুদ্ধি হয়, বুদ্ধি হৈতে ধন।
তার দাতা যদি হয়, সত্য পরায়ণ॥
তবে সে ধর্ম্মেরে পায়, শুনিয়াছি ঠিক।
আজ্ঞা দিল গোরাচাঁদ, রচিল রসিক॥

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্তঃ।

তৃতীয় সর্গ।

প্রথম অঙ্ক

অক্রূরাগমন উপাখ্যান।

গদ্য

এবম্প্রকার বহুবিধ উপদেশান্তর শ্রীমতী কহিতেছেন পদাঙ্ক! যে সকল হিতবাক্য তোমার কর্ণগোচর হইল, সেই ধর্ম্ম বশবর্ত্তী; প্রণয়ের প্রায় গৃহীত, এবং সত্য স্বপরায়ণ হইয়া, আমার উপকারাসনে উপবিষ্ট হও। সেই যে সুচারু নব নীলাঙ্গের বিচ্ছেদানল "দাবানল দগ্ধা হরিণীর ন্যায়" আমায় বিদগ্ধ করিতেছে। আর, তদ্বিরহ বায়ু সঞ্চালিত হইয়া সেই পাবককে প্রদীপ্ত করিতেছে। কি করি, কুলরমণী; কুলের বহির্দেশ গমনে অসমর্থা এবং গোপ্য মনস্তাপে নিমগ্না হইয়া, বিস্মৃত নিমিষ লোচনে মথুরার পথ নিরীক্ষণ করিতেছি দেখ। তাহাতে বিষমবাদী যে মদন "নব তারুণ্য সুরুচির ভ্রূলতা তুল্য" ধনু ধারণ পুরঃসর, পুষ্পশর ক্ষেপণে আমার প্রাণ দণ্ডী হইতেছে।

সে যাহা হৌক, এই মূর্ত্তিশালী বিপদ হইতে উদ্ধারের অনেক উপায় করিয়াছিলাম, কিন্তু তরঙ্গ মুখে সিকতার সেতু সকল যেমন ভগ্ন হইয়া যায় তদ্রূপ আমার উপায় বিফল হইয়া গিয়াছে। তুমি অধিনীর প্রতি সহকারিতা প্রকাশ পূর্ব্বক, অয়স্কান্ত মণি দ্বারা যদ্রূপ লৌহাকর্ষণ হয় তদ্রূপ বিনতি বাক্য দ্বারা সেই কৃষ্ণের মনাকর্ষণ করিতে যত্নবান্ হও। এতদ্ব্যতীত আর উপায়ের পন্থা দেখি না। বাসরান্তে তিমির যেমন রজনীকে আচ্ছন্ন করে, সেই রূপ মালিন্য আমার মনকে আচ্ছন্ন করিতেছে, কি করি! নির্ব্বাণাঙ্গারের ন্যায় লঘুতাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মৃত আছি এবং শরীরও কঙ্কালসার হইয়াছে।

আর এই বৃন্দাবনের পূর্ব্বাবস্থা যাহা অবগত আছ, সেই যথাপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত ভাব আছে কি না! অবনত নয়নে দৃষ্টিক্ষেপ কর। যখন আমরা কৃষ্ণসুখে গৌরবান্বিত৷ ছিলাম, তখন সেই কুঞ্জবনেরই কি শোভা ছিল; আর ইদানীন্তন শোভা কি হইয়াছে, আহা! দেখ দেখি। সেই বৃক্ষগণ সেই লতাবৃন্দ, এই প্রেমাশ্রিত রত্নবেদী সকলই আছে; কিন্তু, এক কৃষ্ণাভাবে দিবা প্রদীপের ন্যায় অপ্রজ্বলিত হইয়া গিয়াছে। সেই যে নবঘন নিন্দিত শাখাগণ নম্রমান্ হইয়া থাকিত; বিকশিত কুসুমে তরুগণ সুসজ্জিত হইয়া শোভমান হইত; দ্বিরেফগণ গান করতঃ২ কুঞ্জ পরিভ্রমণ করিত; কলাপাগণ কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া কি নৃত্য করিত: এবং শারী শুক নিঃশঙ্ক চিত্তে কি বিহাররসে মাতিত: সেই

সব অনির্ব্বচনীয় শোভা কোথা গিয়াছে কিছু দেখিতে পাও ?

এক্ষণে সে কুঞ্জবন নাই, সে শোভা নাই, সে গৌরব নাই, সে সুখের সমাগমও নির্ভূত হইয়া গিয়াছে। দেখ, বৃক্ষগণ ভগ্ন শাখা হইয়া ক্রমে নিরস প্রাপ্ত হইতেছে ; পত্রগণ দ্রবী-ভূত হইয়া ভূমি লগ্ন হইয়াছে, পক্ষীগণ নিমীলিতনয়নে বসিয়া আছে, সখীগণের প্রগল্‌ভতা কোথায় পলায়ন করিয়াছে ; দুঃখের প্রবলতা দেখিয়া সুখ নিভৃত স্থানে নিভৃত হইয়াছে ; মৃত্যু যেন কর সঞ্চালন পূর্ব্বক আমায় আহ্বান করিতেছে. আর দেখ, যে নয়নে সুখময় প্রেমের ইঙ্গিত করিতাম, সে নয়ন দুঃখময় বারিতে নিমগ্ন হইয়াছে, এই সকল ভাবিয়া চমৎকৃতা ও বিস্ময়াপন্না হইতে হয় কি না, বিবেচনা কর। যদিয় বিরহ হইতে এই পরিণাম ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে ; আর কি তদীয় সমাগমে সমুৎসুক হইয়া বিহাররস লাভ করিতে পাইব ? আর কি সুখের কাল উপস্থিতে, কুঞ্জবনের যথা পূর্ব্ব রমণীয় শোভা লক্ষিত করিতে পাইব ? আর কি কুসুমহার গ্রথিত করিয়া শ্যামের কণ্ঠদেশে সমর্পণ করিতে পাইব ? এমন অভিপ্রায় হইতেছে না, কেন না, শ্রবণ কর। এই যে কুঞ্জবন আনন্দ কোলাহল মাত্রই শূন্য হইয়াছে ; শিবাতীত কলরবময় হইয়াছে। কোন দিকে পেঁচক ধ্বনি, কোন দিকে দ্রোণ ধ্বনি, কোন দিকে গৃধিনী সাবক ধ্বনি শ্রবণ করা যাইতেছে।

কি করি, কান্ত সমাগমের কোন সম্ভাবনা দেখি না, কিম্বা দূত প্রেরণ দ্বারা আনয়নের নিমিত্ত উৎসাহিনী হই-

সেও কেহ সহায়তা প্রকাশ করে না এবং আপনিও গমনে অসমর্থা, যে হেতু নারীজাতী স্বাভাবিক লজ্জা ভয়ের পরতন্ত্র; অতএব বিনীতভাবে আবেদন করিতেছি পদাঙ্ক! ইহার উপায় উদ্ভাবন কর। ওহো, কি দুঃখ! কি দুঃখ! যদি বল এ আক্ষেপ করিলে কেন, দেখ, প্রণয় কালীনের একটি কথাকে আহ্বান করিয়া, আমারে স্মরণ আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল, কি কথা তাহা শুন।

যৎকালীন এই বৃন্দাবন দাবানল সংশ্লিষ্ট হইয়া দগ্ধ হয়, তৎকালীন ভগবান দামোদর সেই অনলকে আহার করিয়া গোপীগণের পরিত্রাতা হইয়াছিলেন; বোধ করি তুমি তখন জন্মাও নাই। দেখ, অধুনা তাহারই বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হইয়া গতায়ু প্রাপ্ত হই; ইহাতে কোন উপায় দর্শাইলেন না এবং আপনিও দর্শিলেন না। না হয় তিনিই অপ্রসন্ন; তাহার ভাব, রস, দয়া, অনুরক্তিও কি প্রতিকূল হইল! হৌক, জানা গেল প্রাচীন কবির বাক্যই পূজিতব্য "যস্য দেবস্য যদ্রূপ, যথা বাহন ভূষণ"।

সেই যে ভাব, রস, প্রসন্নতা প্রভৃতি সকলে যাউক বা থাকুক তাহাতে দুঃখ করি না; কেবল এই দুঃখ যে প্রেম কি বলিয়া গমন করিল, কি নিষ্ঠুর! কি নির্দ্দয়! ভাব দেখি! যে প্রেমের অনুরোধক্রমে, লজ্জা ভয় পরিত্যাগ ও কুলকথা বিরুদ্ধ সাহসাবলম্বন করিয়া বনবাসিনী হইতাম; সে প্রেমের মনে কি সে প্রেমের উদয় হইল না? আর কি বলিব। যাহার শরীরে প্রেমের চিহ্ন নাই, তাহার প্রেমাখ্যা খ্যাত করাই হাস্যাস্পদ মাত্র। যাদৃশ চিকিৎসকেরা হলাহলকে অমৃতো-

ল্লেখ করিয়া থাকেন, এও তাদৃশ। যাহা হউক মনে মনে অনুধ্যান করিয়া দেখিলাম কেহ কার নয়; কেবল কাল বশতঃ বশীভূত মাত্র।

আহা! আহা! মরি মরি মরি! পদাঙ্ক! সেই যে মধ্যাদি উত্তম২ ভাব কোথায় রহিয়াছে, সে ভাব সকলের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভাবিনী আখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলাম; সে সে ভাবের সে ভাব নাই,ইহার স্বভাব কি কিছু জান? আমি কেবল ভাবিয়া২ ভাবনাই বৃদ্ধি করিতেছি;ভাব কি ভাবের ভাব ভাবে না? বুঝি ভাবে না, শুনিয়াছি ভাবের ভাবনা থাকিলে ভাবের ভাবনা থাকে না, ইহাই সত্য। এ ভাব কার কাছে কহিব? কে বুঝিবে! আর কি ভাবের ভাবক আছে? যে জন ভাবসাগরে অবগাহন করিয়াছে সেই ভাবানুগত সন্নিধানে ভাবের ভাব প্রকাশ করিলে ভাব বুঝিতে পারে; নতুবা অভাবার্ণবে পতিত হওয়া মাত্র।

সে যাহা হৌক, তুমি একবার মধুপুরে গমন করিয়া, আমার আদ্যোপান্ত দুঃখ কৃষ্ণকে বিজ্ঞাপন কর। কি বিজ্ঞাপন করিবে তাহা শুন। তাঁর সভামণ্ডপে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এই সম্বোধন করিয়া কহিবে হে নবগুণবৎ যুবভাষ্য! তোমার পদ পরিচারিণী বৃন্দাবন বাসিনী রাধা, যাঁহার কোমল হৃদয়কে বিচ্ছেদ সমিন্ধানল সম্প্রদান করিয়া আসিয়াছ; সেই বিচ্ছেদ ধর্ম্মাবলম্বিনীর চরমকাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব দর্শনার্থে একবার গমন করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া বাক্যের সহিত অপরিচিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ থাকিবে। তাহাতে প্রেমভঙ্গ লজ্জাকে আকর্ষণ করিয়া, যদিও আ-

সিতে অস্বীকৃত হয়েন ; ছিছি লজ্জা কি ! বলিয়া এই কথাগুলি তাহাকে কহিবে "আপনাকে সেখানে কোন নিন্দা পরিগৃহীত হইতে হইবেক না। যে হেতুক উভয়ে উভয় ঋণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন. কি পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন তাহা শুন। রাধিকা যেমন ধন, মন, লজ্জা, ভয়, কুল, শীল, জীবন, তারুণ্যাদি আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন ; আপনিও প্রত্যুপকারার্থে দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, বিচ্ছেদ, বিরহ প্রভৃতি তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, তবে গমনে লজ্জা কি ? চলুন "।

যখন এই কথাগুলী সেই ত্বক্‌মায়ঃ কৃষ্ণকে আবেদন করিবে, তৎকালীন তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান হইবে, কদাচ সম্মুখবর্ত্তী হইবে না হইবে সাবধান না। কারণ তাঁহার নয়ন দুটি বাঁকা, এজন্য সরল পথ প্রায় তাঁর আলোকিত হয় না ; বাঁকার গতি বাঁকাই হইয়া থাকে ইহা দেশ প্রসিদ্ধ আছে ! তার সাক্ষী আমরা গোপীবৃন্দ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়াও সেই সুচারু বিকশিত পদ্ম চারুনলকে স্থানাপ্রাপ্তা হইয়াছি ; কিন্তু কংস পরিচারিণী যে কুব্জা তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়াও রাজাসনে উপবিষ্টা হইয়াছে ; অতএব পার্শ্ববর্ত্তী হওয়াই কর্ত্তব্য।

আর একটি কথা স্মরণাভ্যন্তরে স্থায়ী কর। যদিও সেই কৃষ্ণ, কোন অমায়িকতা দর্শাইয়া প্রেম সংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন অর্থাৎ গোপীগণের পূর্ব্বভাব আছে কি না ? গাভীগণ বিপিন গোষ্ঠে যায় কি না ? বৃক্ষগণ মুকুলিত, ও পল্লবিত আছে কি না ! শারী শুক বিহার রসে মগ্ন আছে

কি না? অলিগণ কুসুম কিঞ্জল্কে উপবেশন করে কি না? এবং রত্নবেদী ইন্দু আভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে কি না? এই২ কথা শ্রবণান্তে তুমি কহিবে "যাদৃশ অবলোকন করিয়া আসিয়াছেন তাদৃশই আছে, তাহার কিয়দংশও পরিত্যক্ত হয় নাই। বরং সুখ সম্বন্ধীয় বিষয়াগ্রে নীর বৃদ্ধি হইয়াছে"। যদি বলেন সে কেমন নীর। তুমি লজ্জাব বহির্দ্দেশে থাকিয়া এই কথা কহিবে "আনন্দ স্থলে নিরানন্দ, আশয়ে নিরাশয়, আমোদে নিরামোদ, এবং আশ্রয়ে নি-রাশ্রয় দেখিয়া আসিয়াছি। আর সব গোপিনীর চক্ষুর নীর দুঃখের নীর বহির্গত হইয়া যমুনারও নীব বৃদ্ধি হই-য়াছে। সে যাহা হৌক, যে স্থলে আপনার অনুকূলতা দেদীপ্যমান রহিয়াছে; সে স্থলে কি অশুভ ঘটনা উপস্থিত হইতে পারে? তা না, অতএব সমস্তই মঙ্গল"।

আর একটি কথা স্মরণ করিয়া বলিবে "তোমার চরণা-শ্রিত জনের কখনই অমঙ্গল হয় না এবং আপনিও স্বভাব-সিদ্ধ কৃপানুসারে ভাল করিয়াই থাকেন, ইহা কূটার্থভা-ষিতা ও বচনীয়তা নহে। দেখ গয়নামে অসুর, কালীয়ে নামে ভুজঙ্গ এবং বলি নামের সম্রাটের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিলেন; অধুনা গোপিনীদেরও মস্তকে করিয়াছেন, তবে ব্যসনের বিষয় কি? কেবল দৈব প্রতিকূলতা বশতঃ রাধিকা কালাবাস গামিনী হইবেন, এই মাত্র। আপনি তার কি করিবেন; মৃত্যু অগ্রসর হইলে নিষ্ফলে প্রত্যাগত হয় না"।

এইরূপ বিস্তর আক্ষেপ করিয়া শ্রীমতী কহিতেছেন

পদাঙ্ক! সেই অক্রূমায়ের সন্নিহিত হইয়া, অগ্রে প্রত্যাখ্যান নিবন্ধন মুক্তির অভিসন্ধি জানিবে, তাহাতে সঙ্কুচিত হইবে না হইবে না, কি অভিসন্ধি তাহা শ্রবণ কর। যে কংস পরিচারিণী কুবুজা তাঁহার নব রাজ্ঞী হইয়াছে, সে রসার্দ্রবাদিনী কি না; মধু নির্ব্বিশেষ ভাবিনী কি না; বিনয়ের বশবর্ত্তিনী কি না; এই সকল সন্দেশ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। যে হেতু তুমি তার কৃত্ত মহাসংকারের যোগ্য। যদিও নব ভূপতি অকৃপালু হয়েন; সেই লব্ধ প্রতিষ্ঠা রাজ্ঞীর দ্বারা এ অভাগিনীর দুঃখ অবলীলাক্রমেই নিষ্পাদন করিতে পারিবে; বোধ হইতেছে। কারণ, হতভাগিনীর দুঃখ সুভাগিনী শুনিলেও কি ফিরে চাহিবে না? বিবেচনা কর। এক্ষণে তাঁহার কৃপাদৃষ্টিই আমার নিষ্কৃতির হেতুভূত ও শ্রেয়স্কর।

তবে বিলম্ব কি! "শুভস্য শীঘ্রং" অবিলম্বেই গমন কর। একবার মনে মনে স্মরণকে স্মরণ কর। কিয়দ্দূর গমন করিয়া যেন বিস্মৃত হইও না, কি জানি, এক্ষণে অভাগিনীর ভাগ্যই স্মৃতিভ্রংশের মূল। অতএব তোমার স্মরণকে সাবধান কর। আমি অভীষ্ট লাভের প্রত্যাশায় রহিলাম; দেখ, যেন কোনমতে পরিহসিতা হইতে হয় না।

রাজ পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বিচারের প্রতি অবলোকন করিয়া দেখিবে, কি রূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন; কি মধু মাখা বাক্য রাজ্ঞীকে কহিতেছেন; কারুণ্য বশীভূত আছেন কি না, সময় বিবেচনা করিবে। যখন রোষাবিষ্ট থাকিবেন; তখন কোন কথা কহিবে না। কি জানি, কহি-

লেই মন্দই ঘটিতে পারে। এখন মন্দের সঙ্গেই সম্বন্ধ। ভালর ভাল দেখিতে পাই না। যখন কোন অট্টালিকা, নগ, ও নদীপুলীন ভগ্ন প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে থাকে; কোন মতে সুলগ্ন হয় না। এক দিক রাখিতে আর দিক ভগ্ন হইয়া যায়। মনুষ্যের কপালও তাদৃশ, দুঃখের সময় কদাচ সুখ ঘটে না। এই ভাবিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিবে? তা নয়, চেষ্টা করিবে। চেষ্টার বহির্ভূত কোন কর্ম্মই লক্ষিত করা যায় না।

দেখ, সাবধানে গমন কর। তিনি বড় সরল হৃদয় নন। সাবধানেও জিজ্ঞাসা পড়া করিবে। কি জানি, অহঙ্কৃত হইয়া যেন বিকৃত ফল প্রাপ্ত হইও না। অতি নম্র হইয়া চলিবে। কার্য্য সকল নম্রতার বশীভূত। স্বকার্য্য সাধনে নীচ ব্যক্তির নিকটেও নম্রতাশ্রয় করিলে লঘুতা লাভ হয় না। মহৎ২ ব্যক্তিরাও করিয়া থাকে। বিশেষত তাঁহার সন্নিকটে আমরা লঘুতাই প্রাপ্ত আছি, যে হেতু তুমি চরণ চিহ্ন ও আমি দাসী। কথাগুলিকে স্মরণের অধীন কর। বার২ কেন বলি; সর্ব্ব সাধারণে বলিয়া থাকে "সাবধানে বিনাশ নাই।" কর্ম্ম সম্পাদনের পূর্ব্বেই বিবেচনা করা ভাল; সম্পাদনের পর যে বিবেচনা করে তাহাকে তৃণ হইতে তৃণ বলিয়া গণনা করা যায়।

এই কথা কহিতে২ অনতিক্ষণ নিরবে থাকিয়া, পুনর্ব্বার কহিতেছেন পদাঙ্ক! আমি এত কথা কহিলাম তুমি কোন উত্তর প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে কেন বল। ইহাতে অভিপ্রায় হইতেছে তুমিও হতভাগিনী সদৃশ বিচ্ছেদে জড়ি-

ভূত হইয়া আছ, আ! এত কেন। দুঃখের সময় অমৃত সদৃশ কথাও বিষবৎ জ্ঞান হয় বটে; কিন্তু যে ভাবের লাগিয়া কাতরাপন্ন তদ্বিষয়ে তাদৃশ হয় না। বরং রোদন ও আক্ষেপ হইতে অনেক নিবারণকে পাওয়া যায়; বুঝে দেখ। বিশেষত আমার দুঃখ হইতে তোমার দুঃখ অধিক প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাই এবং হইবেও না; তবে দুঃখের কথা মনোনীবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

তৃতীয় সর্গীয় প্রথম অঙ্ক সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

পদ্য।

আমার দুঃখের কথা, পদাঙ্ক এখন।
ব্যথায় ব্যথিত হয়ে, কর রে শ্রবণ ॥
তুই বিনা কে বুঝিবে, কে শুনিবে বল।
কে করে স্বজন বিনা, পরের কুশল ॥

গদ্য।

একদা মুকুলিত নয়নে আমি নিভৃত স্থানে বসিয়া, সেই অলৌকিক কালরূপ চিন্তায় মগ্ন আছি। এবম্বিধ সময়ে, আমার প্রিয়সখী বৃন্দা আসিয়া, কি সর্ব্বনাশ! কি বিপদ! হায় হায়, কি হইল! এই বলিয়া কহিল রাধে! গাত্রোত্থান কর। তোমার যে নব প্রেমানুরাগ প্রিয়, যাঁহার রূপ নীরধি মধ্যে কুল, শীল, লজ্জাদি, বিসর্জ্জন দিয়া সুস্থ আছ; যাঁহার দর্শনে সাতিশয় প্রীত ও পুলকিত হও; যাঁহার দর্শনাভাবে চিত্ত বৈকুণ্ঠ উপস্থিত হইলে বনগামিনী হইতে উৎসুকা হও; যাঁহার বংশীধ্বনি শ্রুতিপথ গামি হইলেই অটবী গামিনী হও; যাঁহার প্রেমকলঙ্কে ভূষিতা হইয়াও দুঃখে পরাঙ্মুখী হও, সেই কৃষ্ণ বুঝি বা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান। মধুপুর হইতে অক্রূর আসিয়াছেন। তিনি কংস

প্রেরিত দূত। কংসরাজ ধনুর্যজ্ঞ করিবেন উল্লেখে নন্দ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ ও রামকৃষ্ণকে গমনের আহ্বান করিবাতে, রামকৃষ্ণও অঙ্গীকৃত হইয়াছেন। কল্য প্রভাতেই কর্ম্ম সম্পান্ন হইবেক।

পয়ার।

এখন জানিলে যদি, ঘটিবেক দায়।
সময় থাকিতে কর, ইহার উপায়॥
যে আছে অদৃষ্টে লেখা, ফলে বটে তাই।
তথাচ ক্ষণেক কাল, চেষ্টা দেখা চাই॥

গদ্য।

বৃন্দার এই কথা শ্রবণমাত্রে, আমার ইন্দ্রিয়গণ হইতে যেন অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। গাত্র লোমাঞ্চিত ও নেত্র স্পন্দন রহিত হইল। তনূকূপ হইতে বিন্দু২ ঘর্ম্মও নির্গলিত হইতে লাগিল। শরীরের সন্ধি বন্ধ সকল শিথিল হইয়া গেল। আমি মৃগতৃষ্ণাকার ন্যায় উতলা হইয়া ভাবিতে লাগিলাম কি করি। যেমন পথভ্রমে বিদেশিনী দিগ্দেশিনী নিরীক্ষণ করিয়া থাকে; কিয়ৎক্ষণ সেইরূপ থাকিয়া, পরে উন্মূলিত তরুর ন্যায় ধরাশয্যা শায়িতা হইলাম। নিশ্বাস, প্রশ্বাস, জ্ঞান, কিছু মাত্রই ছিল না। আমার ভাব দেখিয়া প্রিয়সখী হায় হায়, কি করিলাম! আমি কি এই অপমৃত্যুর উপলক্ষ ছিলাম! ভরত কেকয়ী যেমন রাম বনগামীর উপলক্ষ. এই বলিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে আমার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া রাধে! হেৌক মেনে গাত্রোত্থান কর। তুমি যে উন্মিলিত নয়নে পুনঃ চাহিয়া দেখিবে, আমার মনেই ছিল না। এই বলিয়া করে আমার করপল্লব ধরিয়া উত্তোলন করিল। আমি দণ্ডায়মানা হইয়াও এমনই জড়তায় আবির্ভূতা ছিলাম; আমার বাকশক্তি মাত্রই কিছু ছিল না। পিন্ধন বসন খানি খসিয়া পড়িল। বিনোদবেণী সকল আকুল হইয়া ভূমি লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। আর বিকশিত নব নব মালিকার গ্রন্থিত হার, আমার কণ্ঠদেশ হইতে ছিন্ন হইয়া ক্ষৌণীতলে পতিত হইল। তথাপি দুঃসহ শোক বশতঃ আমার জ্ঞান ছিল না। তখন প্রিয়সখী বৃন্দা কহিল রাধে! অনর্থক কালক্ষেপ করিয়া কি হইবে; উপায়ের উদ্ভাবন কর। ভাবনায় যদি ভাবনা দূর হইত তবে ভাবনা কি; অনবরত বসিয়া বসিয়া ভাবিতাম। তা হয় না, শ্রম না করিলে কি প্রেম লাভ হইয়া থাকে? আর কি বলিব; মনের বৈক্লব্য প্রত্যাখ্যান করিয়া বঁধুর নিকটবর্ত্তিনী হও।

এই সকল হিতবাক্য শুনিয়া আমার মতিভ্রম মাত্রই রহিল না। তখন সেই আকুলাম্বরকে সম্বরণ, প্রিয়সখী সমভিব্যাহারে গমন, ও ইতঃস্তত দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া দেখিলাম অক্রূর আসিয়াছেন; কৃষ্ণও গমনে স্বীকৃত হইয়াছেন; যশোদার যুগল নয়নে অশ্রুজল নির্গলিত হইতেছে; অন্যান্য গোপিনীরাও চক্ষুর জল বিসর্জ্জন করিতেছে; দেখিয়া শোকোৎফুল্ল নয়নে সেই কেশবের মুখারবিন্দ, তৃষিত চাতকিনীর ন্যায় মেঘাবোলোকনের ন্যায়, আমি নিরীক্ষণ করিয়া

রহিলাম। আমার নয়নকে বাষ্পপূর্ণ দেখিয়া বঁধুও অশ্রু ধারায় ভাসিলেন। আমি কি করি! কি হবে! কেমনেই এই কথা কহিব! ভাবিয়া অধিক মানসিক ও শারীরিক গ্লানিতে অববৃতা হইলাম ও আমার আন্তরিক ভাব সকল বুঝিতে পারিয়া মধুমুখ কপট হৃদয় কৃষ্ণ বিরল হইলেন; আমিও সেই স্থানে সমাগতা হইলাম। একবার মনে করি মানকে আহ্বান করিয়া মৌনাবলম্বন করি, আবার মনে করি সে মানের সে মান নাই "প্রেমকালিন বজ্রকে পুষ্প বৃষ্টি ও বিচ্ছেদকালীন পুষ্পবৃষ্টিকেও বজ্র জ্ঞান হইয়া থাকে" এই সুজন জনিত বাক্য। তবে কি মান করিয়া অপমানি হইব? কোন মতে মান করা শ্রেয়ঃকল্প হইল না। এই ভাবিতে২ গূঢ়াভিমানী হইয়া মনে মনে কতই আলোচনা করিতে লাগিলাম।

তদনন্তর সেই চাতুর্য্য নৈপুণ্য কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন প্রেমাস্পদে! কি ভাবনা করিতেছ? কি হতাশা হইয়াই হুতাশ গণিতেছ? কিছুই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম না। কি আশ্চর্য্য কেনই বা নয়ন যুগলে বারি উদ্গত ও নির্গত হইতেছে? কেনই বা অলৌকিক রূপ লাবণ্য শোভা সম্পাদন করিতেছে না? কেনই বা বিলম্বিত বেণী সকল এলাইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে? কেনই বা মুখচন্দ্র ম্লান হইয়া নিম্নাভিমুখ হইয়াছে? কেনই বা অবনতমুখী হইয়া ব্যাকুলতা ও কাতরতা লাভ করিতেছ? কেনই বা আমার মনোরঞ্জন জনিত ভাব লাভে তোমার সুখ লাভ বোধ হইতেছে না? কেনই বা আমি ভূয়ঃ ভূয় জিজ্ঞাসু হইলে তুমি উত্তর প্রদান

করিতেছ না? সুখানুরোধ কি লজ্জানুরোধবাত্তুনী হইয়াছ! বল। এ রমণীর স্বভাব সিদ্ধ বিদ্যা নহে। কোথায় শিখিলে? যে প্রয়োজনে প্রিয়জনের প্রয়োজন রাখে না, সে প্রিয়োজনে প্রয়োজন কি? বুঝাও।

পয়ার।

জড়তায় আবির্ভূত, যাহার হৃদয়।
প্রকাশ করিয়া কথা, কখন না কয়॥
বল্মীক আগায় আর, সে জনার মন।
তিনে তিন নাশে গৃহ, কায় প্রেম ধন॥

গদ্য।

আমি মনোযোগ পূর্ব্বক এই কথা গুলি শ্রবণান্তে, কিয়ংক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া, বাষ্পাকুল নয়নে গদ২ বচনে কহিলাম হৃদ্য! কি বলিব, বলিবার কি প্রতীক্ষা করিয়াছেন? সেই স্থলে বলিলে কার্য্য সম্পাদিত হইবেক না, সে স্থলে নিরব কথাই বিধেয়। তখন মধু মাখা সুললিত বাক্য প্রয়োগে কৃষ্ণ কহিলেন প্রণয়িনি! ধৈর্য্যাবলম্বন কর। কি অসুখেই শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা না করিয়া উন্মাদিনী প্রায় হইয়াছ? যদিও বিপদাস্থা হওনের সম্ভাবনীয় বুঝিয়াছিলে? তবে প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বাশ্রয়ে কি বাধা ছিল? হায় হায়! তাহা না করিয়া, কেন বৈপরীত্য ফল প্রাপ্তা হইয়াছ? বল। বদন মলিন, নয়ন জলাবৃত, হৃদয় কম্পিত এবং বপু জড়তায় আবির্ভূত দেখিয়া, এতৎ স্বরূপে ঘটনা আমারও হইয়া

উঠিতেছে। যে শরীর জলার্দ্র কমলপত্র, ও তুষারস্থ পাষাণের ন্যায় সুশীতল বোধ হইত, তাহা আতপস্থ সিকতার ন্যায় স্পর্শ করিতেছি, ইহার কারণ কি? ছিছি! স্থৈর্য্য সম্পাদন কর। দেখ মধুকরেরা কোন স্থানে প্রস্থান করিলেও নব নলিনীর প্রণয় রস বিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারে কি? কখনই নয়, অবিলম্বে আসিয়া তাহাতে সমাগত হয়। আমিও তাদৃশ, মনোবর্ত্তী কর্ম্ম বশতঃ যদিও কোন স্থানে প্রস্থানের সমুৎসুক হইয়া থাকি হে প্রণয়িনি! তথাপি কি তোমার নব নলিনীর মকরন্দ রসে পরাঙ্মুখ হইতে পারি, তা নয়, অতএব অনিত্য চিন্তাই প্রত্যাখ্যান করাই কর্ত্তব্য।

পয়ার।

রহিয়াছে কান্তি পুষ্টি, দিব্য কলেবর।
যেচে রোগ কেন আন, ঘরের ভিতর॥
তুমি সে জান না জান, আমি জানি বটে।
নিত্য যে ভাবনা কর, তাই এসে ঘটে॥

গদ্য।

তখন আমি কহিলাম হে কুটিল হৃদয়! তোমার এই কথাগুলী শ্রবণে আমি অধিক চঞ্চল চিত্তা হইলাম। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রেমাধিনী করিয়া অনাপরাধিনীকে অপ্রেমোদ্দিনী করা কদাচই উচিত নহে। যে হেতু আমি তোমাকে কুল, শীল, তারুণ্য, গাম্ভীর্য্য, প্রভৃতি সমর্পণ করিয়াছি তুমি কি সেই ধর্ম্মার্থে এই দয়া দাক্ষিণ্য প্রকাশ

করিলে? যা হউক, ইহাতে অভিপ্রায় হইল যে অলীক বি-লোভনার্থ "আমি তোমার চিরবাধিত" কহিয়াছিলে, বস্তুতঃ নহে। যেমন পণ্ডিতেরা শাস্ত্র তর্ক মিমাংসায় অপটু হইলেই পূর্ব্ব পক্ষই করিয়া থাকেন।

সে যাহা হৌক হে প্রেমধর্ম্ম বিদ্রোহি! ইহাতে আমার প্রতীতি না জন্মাইয়া অনুভব হইতে তুমি আমাকে প্রণয় হইতে একান্তই নিরসন করিতে উৎসুক হইয়াছ। কি বলিব অদৃষ্টই দৈবাধীন। নতুবা দেখ, আমি তোমার দর্শন জন্য বিধাতার উপর এই আক্ষেপ করিয়া থাকি "হে নিদারুণ বিধি! আমার পরমারী নয়নের নিমিক সৃজন জন্য কে প্রার্থনীয় হইয়াছিল! ইহাতে তোমার উপকার কি! সৃষ্টি-রও আনুকূল্য কি? মধ্যে আমারি অপকারই সত্য। যদি না নয়নে নিমিকার্পণ করিতে; তবে নবঘন বিনিন্দিত রূপ দর্শনে কি প্রেমোদিনী হইলাম আর কি আনন্দসাগরে ভাসিতাম কিছুই বলিতে পারি না"। আমি এই খেদে সর্ব্বদা জীর্ণা ও ম্লানা হইতেছি; আবার আপনি কেনই বা গমনবাক্য সমৃদ্ধানলে বিদগ্ধ করিতেছেন? তবে বুঝি হত-ভাগিনীর মৃত্যুই সন্নিহিত হইয়াছে।

এই কথা বলিয়া দুঃখোৎফুল্ল লোচনে কহিলাম হে নীলো-জ্জ্বল বপো! যদি একান্তই গমনেচ্ছুক হইয়া থাকেন; তবে আমি প্রতিবন্ধকতায় নিবেশিতা হইয়া কি করিব; এক কর্ম্ম আছে করুণ। যাহাতে আপনাকে বিস্মৃতা হইয়া থাকি এমত চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য অর্থাৎ চন্দ্র, মেঘ, বিদ্যুৎ, কোকিল, ও পদ্মাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করুণ। কারণ চন্দ্রকে

দেখিলে তোমার পীযূষময় মুখমণ্ডলকে স্মরণ হয়; মেঘাবলোকনে তোমার সুচারু ললিত লাবণ্যাশ্রম বরণকে স্মরণ হয়; বিদ্যুৎ দর্শনে তোমার সুধাময় বিদ্যুৎ হাসিকে স্মরণ হয়; কোকিলের রব শুনিলে তোমার রসনা ক্ষরিত মধুমাখা আধ২ বাক্যগুলীকে স্মরণ হয়; এবং পদ্ম দর্শনে তোমার উনবিংশতি চিহ্নে চিহ্নিত সুকোমল চরণ দুখানিকে স্মরণ হয়, অতএব তোমার রূপানুরূপ স্মরণীদিগকে লইয়া গমন কর।

পয়ার।

ত্রয়োদশাক্ষরাবৃত্তি।

শুন শুন আর এক নিবেদন হে।
এত দিনে হইলে বঁধু নিবেদন হে॥
পাইবে সেখানে কত কুলজায় হে।
লাভে হৈতে আমাদের কুল যায় হে॥
তোমার মিলিবে কত পরিবার হে।
ভাবনা কি প্রেমহার পরিবার হে॥
কি দশা করিলে এই কিশোরীর হে।
মরি ভব দয়া হীন কি শরীর হে॥

গদ্য।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে কৃষ্ণ কহিলেন প্রেমাহ্লাদে। তুমি ধীর প্রভৃতি, বাম নয়না, এবং রাজকন্যা হইয়াও যদি অবিচার কর, তবে অন্যের দোষ গ্রহণ করা অতি অকর্ত্তব্য। আমি তোমার রূপ লাবণ্য মধ্যে কি আশ্চর্য্য নিরীক্ষণ করিলাম,

হায় হায়! জগৎসংসারের যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থ প্রায় ছলক্রমে অনেকেই আশ্রয়ার্পণ করিয়াছ এবং তাহারাও প্রতীয়মান হইতেছে। দেখ, মুখ ছলে চন্দ্র, দন্ত ছলে মুক্তা, কেশ ছলে কাদম্বিনী, হাসি ছলে সৌদামিনী, নয়ন ছলে খঞ্জন, এবং কুচ ছলে দুটি দাড়িম্ব-আশ্রয় দিয়াছ। তবে ধৈর্য্যকে আশ্রয় দিতে অধৈর্য্য হইলে কেন? কি অবিচার। বিবেচনা কর। বিশেষতঃ ধৈর্য্য পরম ধন। কখন কার অপকারী নহে সুজনের উপকার করিলে অবশ্যই প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পয়ার।

ধৈর্য্যেরে আশ্রয় দিতে, না ভাবিও দুঃখ।
যেখানে ধৈর্য্যের বাস, সেইখানে সুখ॥
কে জানে ধৈর্য্যের মর্ম্ম, ধৈর্য্য বড় ধন।
ধৈর্য্য হৈতে পাওয়া যায়, পরম রতন॥

গদ্য।

এই রূপ কথা সকল কহিতে২ দিবাবসান হইল। সূর্য্যও অস্তপাটে বসিলেন। নলিনী মুদিত ও কুমুদিনী প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। পক্ষীগণ নগর ভ্রমণ করতঃ২ উড্ডিন হইয়া জনপদ প্রান্তভাগে বৃক্ষারূঢ় হইতে লাগিল। ভূধার সকল সকল পরমাণু প্রায় অল্প২ ভাগে পতন প্রাপ্ত হইল। মন্দ মন্দ সন্ধ্যার সমীরণ বহিতে লাগিল। আর গোগ্রন্তি হইতে অন্যান্য গাবীশগণ, গোগণ সমভিব্যাহারে করিয়া নগরস্থ

হইতে লাগিল। দিক সকল তমাম্বর টা নিয়া প্রভামুখে অবগুণ্ঠন দিলও ক্রমে অন্ধকার সুবিস্তীর্ণ হইয়া দৃষ্টিপথ এমনই রুদ্ধ করিল; কেহ কার মুখাবলোকন করিতে পাইলাম না। আমি ইত্যবসরে অভিসারিকা হইবার কল্পনায়, স্বীয় করলতায় বঁধুর করপথ বন্ধন করিয়া কুঞ্জাভিমুখী হইতে চেষ্টা করিলাম। সখী সকলেও মিলিতা হইয়া মমানুগামিনী হইল। ক্রমে কুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক, বঁধুকে রত্নাসনে উপবেসন করাইয়া; আমিও তদীয় বামে বসিলাম। কিন্তু তৎকালীন বঁধুর গমন নিবারক উপায় বিরহে এমনই উদ্ভ্রমযুক্তা হইয়াছিলাম, আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি মাত্রই হইল না। যেন প্রগাঢ়াভিমানীর ন্যায় বসিয়া রহিলাম।

তখন আমার ভাবের প্রতি অবলোকন পূর্ব্বক বৃন্দা বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া কহিল বিশখে! দেখ২ শ্রীমতী এই কি মান করিবার সময় পাইলে! কখন ভানু অস্ত যাইবেন মনে করিয়া কি পূর্ব্বাহ্নে বিকশিত কমল মুদিত হইয়া থাকে? কি কখন মেঘ সমূহ ছিন্ন হইয়া গিরি গহ্বরে প্রত্যাগতা হইবে, এই ভাবিয়া কি চাতকিনী জলপানে ক্ষান্ত হইয়া থাকে? কি কোন্ কালে কুহুরজনী হইবেক মনে করিয়া কি, চকোরিণী চন্দ্রামৃত ত্যাগ করিয়া থাকে? হায় হায়! ভবিষ্যতকালের বিপদ ভাবিয়া বর্ত্তমান সুখ ত্যাগ করা কি অবিধেয় কর্ম্ম। যা হৌক এক্ষণে শ্রীমতীকে প্রবোধনার্থে উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য; তাহা কর। বিশখা কহিল সখি! আপনি বহু গুণসম্পন্না, নিগূঢ় রসাত্মিকা, এবং প্রত্যুৎপন্নমতি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তবে আপনি বর্ত্তমানে

আমাকে এমন অযোগ্য অনুমতি করিলেন কেন? সুরসান কলধৌত সমীপে কি রজতের শোভা প্রতীয়মান হইয়া থাকে? কি পৌর্ণমাসীর সুধাংশু উদয়ে রজতের শোভা প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে? তা হয় না, তাদৃশ আপনি বর্ত্তমানে আমাদের চিন্তাই নিষ্প্রয়োজন।

পয়ার।

আপনি যেমন অন্ধ, সেই সে প্রকার।
এমন বুঝিলে তারে, দিও কর্ম্মভার॥
নতুবা কর্ম্মের তরে, অক্ষমেরে ধরা।
পঙ্কেতে মুকুতা যেন, পরিহার করা॥

গদ্য।

বিশাখার এই কথা শ্রবণগোচর করিয়া বৃন্দা, এই কি মানাহ্বান করিবার সময়; না মৌনাবলম্বন করিবার সময়; না অবনত নয়নে ক্ষিত্যবলোকন করিবার সময়, এই বলিয়া আপন হস্তে আমার চিবুকাকর্ষণ করিয়া কহিল রাধে! কথা কও। দেখ রজনী গভীরা হইল। মনুষ্য সকল নিদ্রা পরবশে নিস্তব্ধ হইল। পশু পক্ষীরা কোন শব্দ প্রয়োগ করিতেছে না। আহা! কি সুখের সময় গত হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে মনের আবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক প্রেম রক্ষা পরিচয়ে সমাগতা হও। যদিও স্বকান্তের মনঃকরী একান্তই মত্ত হইয়া থাকে; কি করিবে? যাহাতে প্রেম পঙ্কজিনী উচ্ছিন্ন করিতে না পারে অর্থাৎ বিনয়াঙ্কুশ ক্ষেপণে নিবর্ত্তন কর॥ এবং আপনার মনকেও নির্ম্মল কর।

পয়ার।

এভবে আসিয়া যদি, রাখিবেক যশ।
আপনার মনেরে, বুঝায়ে কর বশ॥
মন বশ হৈলে পণ, সিদ্ধি হয় তার।
ধন জন যত বল, মন মূলাধার॥

গদ্য।

এই কথা কহিয়া পুনরায় হাস্য করিয়া কহিল রাধে! আমি পদপরিচারিচারিকা হইয়া কতই কহিব; বিবেচনা করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিলেই ভাল হয়, তাহা করুণ। আপনি সুশীলা, সদ্বুদ্ধিমতি এবং অশেষ গুণ সম্পন্না হইয়া, এত উতলা হইলে কেন? দেখ, বারি পরিপূর্ণ কুম্ভ আনয়ন করিতে কখন কি চল্‌কিয়া উঠে? যত জলের ন্যূনতা হইতে থাকে তত চঞ্চলতা বৃদ্ধি হয়। আমি ভদ্রবণে কহিলাম সখি! এ এক ভাব বটে, কিন্তু আর ভাবে ঘটে না। যখন সম্যকরূপে দুর্দ্দম্য পবনের গতিবিধি হইতে থাকে; তখন কি কূপ সকল তরঙ্গে প্রবাহিত হয়? তা নহে, কেবল ভীষণ জলনিধির পয়শ্চয় উৎপ্লুত হইয়া উঠে। তবে প্রিয়সখি, সুরসন গলিত মধুর বাক্য প্রয়োগে কহিলা, এই কথাই যথার্থ। কিন্তু সেই যে ভয়ানক তরঙ্গীকণে তরাসে তরণী জলমগ্ন করাই কি কর্ত্তব্য? কি চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য? আমি কহিলাম চেষ্টা দেখাই কর্ত্তব্য।

তদনন্তর কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া প্রীতি পীযূষময় নয়নে

কহিলাম হৃদয়! তুমি কোথায় গমন করিবে? প্রেমাধিনীর প্রতি অনুকূল হইয়া কি সৌহার্দ্য লাভ করিবে? কি রসিকতাই প্রকাশ করিবে? কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। যা হৌক, আপনি প্রেমানুশীলন পরিত্যাগে, এত অশান্ত স্বভাব হইলেন কেন? বিশেষ করিয়া বলুন; শুনি। কৃষ্ণ কহিলেন প্রেমাস্পদে! যদি অনন্যমনস্কা হইয়া শ্রবণ কর তবে ক্ষতি কি, যথার্থই কহিব। আমি কহিলাম তবে বলুন। আমি আপনকার এই বাক্য গমনার্থে, আমার শ্রুতিপথ পরিষ্কৃত করিয়া মনের সঙ্গে সংশ্লেষ করিলাম।

পয়ার।

যে আছে মনের কথা, বল বল তাই।
মনে এক মুখে আর, সে বড় বালাই॥
মনে মুখে এক যার, কাযে আছে রস;
অবশ্য জানিবে তার, বশীভূত যশ॥

গদ্য।

কৃষ্ণ কহিলেন প্রণয়িনি! তবে শ্রবণ কর। প্রথমতঃ এই যে কংসরাজ আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবল প্রতাপ নরপতি, যিনি আমাদের উপরে দৃঢ়তর আধিপত্য স্থাপনা করিয়াছেন, তিনিই ধনুর্যজ্ঞোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিলেন; তাহাও শুনিয়াছি; আমরা তদনুজীবী হইয়া কেমন অস্বীকৃত হইতে পারি, কাযে কাযেই যাইতে হইল। দ্বিতীয়ত এই কংসরাজের প্রেরিত দূত যে অক্রূর আমার প্রধান ভক্ত,

তাহার বাক্যও কোন ক্রমেই হেয়জ্ঞান করিতে পারিব না, এই অভিধাকল্প মাত্র। হে প্রিয়ে! চিন্তা পরিহার কর; আমি কল্যই সভাস্থ হইয়া পরশ্ব প্রত্যাগমন করিব।

পয়ার

কিঞ্চিৎ সহিলে যদি, ভাব যায় জানা।
উতলা হইতে করে, সব শাস্ত্রে মানা॥
উতলা নহেত কার্য্য, সিদ্ধির কারণ।
বুঝে কর ধীরতা, স্থিরতা সম্পাদন॥

গদ্য।

আমি কি করি, অনেক বিবেচনা করিয়া দুঃখোৎফুল্ল লোচনে কহিলাম হৃদ্য! এমন কথা পুনরুক্তি করিবেন না। আপনকার এই বাক্যগুলি বিষায়ুধের ন্যায় আমার সরল হৃদয়কে বিদারণ করিতেছে। আর যেন চাঞ্চল্যও বৈকুণ্ঠকে আহ্বান পূর্ব্বক আমার অন্তঃকরণে স্থাপনা করিয়া দিতেছে। এই দুর্ভাবনা প্রযুক্ত যেন নভোরেণু আসিয়া আমার বিলোকন পথের আবরণ হইয়াছে। কি করি! কোথা যাই! প্রাণ সুস্থ নহে; মন উচাটিত; দেহ ঘর্ম্মাক্ত এবং মস্তক ঘূর্ণায়মান হইতেছে। আমি আপনকার নিকট কি দুষ্কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছি? কি কুপথগামিনী হইয়াছি? কি মনোরঞ্জন জনিত কার্য্য করি নাই? স্পষ্ট বলুন। কৃষ্ণ কহিলেন সুন্দরি! এত কষ্ট পাইতেছ কেন? মনস্থির কর। আমি গমনান্তে প্রতিগমন করিব কি না; এই ভাবনায় জর্জ্জরিত

হইয়াছ। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! বিকারোৎপত্তি হওনের অভিপ্রায়ে কেহ কি গাত্রকণ্ডু হইলে বিষাক্ত বটীকা সেবন করিয়া থাকে? না উত্তপ্ত সলিলে গৃহ দাহ আশঙ্কা করিয়া বাটীকার বস্তু সকল গৃহ বাটীকায় ফেলিয়া দে থাকে? কদাচ নহে। তবে এ চিন্তা পাগলের সমধিক মাত্র।

পয়ার।

ভবিষ্যৎ বিপত্তি, ভাবিয়া যেই জন।
বর্ত্তমান শুভ কাযে, না করে যতন॥
বিচার করিয়া দেখ, সেই জন পাগল।
নিষ্ফল চিন্তায় করে, কাযের নিষ্ফল॥

গদ্য।

আমি কহিলাম হৃদ্য! উত্তম বলিয়াছেন। আমিও সর্ব্বদা এই অনুশীলন করিয়া থাকি যে জ্ঞানী হইলে সকলকে জ্ঞানী; প্রেমিক হইলে সকলকে প্রেমিক এবং পাগল হইলেই সকলকে পাগল বলিয়া অবগতি করিয়া থাকে। কিন্তু অন্তর্গত ভাবানুসারে সকলেই পাগল। তবে যে বিকাশ না করিয়া বিরল রাখে সেই জ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। তাহা কুটিলস্বভাব ভিন্ন সরলে কখনই পারে না। এই বিধায়ে আমি পাগলিনী হইলাম এবং আপনি সুবিজ্ঞ বলিয়া প্রকাশ পাইলেন।

এবম্প্রকার কথা সকল কহিতে২ রজনী শেষা, অন্ধকার ছিন্ন, পক্ষীগণ সযাগ, এবং প্রাতঃ সমীরণ সঞ্চালিত হইলান

উপক্রমে আমার আলস্যতা উপস্থিত দেখিয়া,শরীরস্থ চেতন, মনস্থাভিলাষ, রসনস্থ বাক্য এবং নেত্রস্থ দৃষ্টি সকলেই নিদ্রা পরবশ হইল। তখন আমার প্রিয়সখী বৃন্দা কহিল হায় ২ কি করি নিশি যায় প্রভাতে প্রমাদ হইবে এই কি নিদ্রাবলম্বনের সময় ; ছিছি ! আলস্য ত্যাগ করিয়া উঠ উঠ।

পয়ার

যেখানে আলস্য দেখ, সেইখানে দায়।
দুঃখের অভাব নাহি, আলস্য যথায়॥
যত দেখ দুরবস্থা, আলস্যের বশ।
অতএব কোন মতে, হইও না অলস॥

গদ্য।

তখন আমি চেতন পাইয়া মনে২ নিদ্রাকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলাম নিদ্রে! তোর কি আর নিদ্রা নাই ! কৃষ্ণের সুধাময় চন্দ্রানন হইতে আমার দৃষ্টিকে হরণ করিয়া তোর কি সুখলাভ ; কি রস প্রাপ্তি ! কি বিপুলানন্দোদয় হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রে নিষ্ঠুর ! রে হিংস্রক ! আমার এই দুঃসময় দেখিয়া তোর কি অন্তঃকরণের মধ্যে তিলার্দ্ধ দয়ার সঞ্চার হইল না ? এই অচিরাগত প্রভাতে আমার হৃদয়বল্লভ নিদয় হইয়া মথুরা গমন করিবেন ; তা কি জান না ? হায় হায় ! অবোধের অনেক দোষ ! সে যাহা হৌক, আমি কেনইবা এত কাতরাপন্না হইয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য শ্রবণ কর। দেখ, যদ্রূপ কলানিধি হইতে জল-

নিধির জল তরঙ্গোপরে, অমৃততরঙ্গিনী অর্থাৎ চন্দ্রিকা পতিতা হইয়া, রমণীয় শোভা সম্পাদন করে তদ্রূপ কৃষ্ণাগমনেই এই কুঞ্জারণ্য শোভমান হইয়া থাকে। মরি মরি! আর এ শোভা দেখিতে পাইব না; এ সম্ভোগ করিতে পাইব না; এ বিহাররসে মগ্ন হইতে পাইব না. বোধ হইতেছে ভগ্নাশা করিলেন। রে দুরাত্মন্! ইহাতে অভিপ্রায় হইল, শীতভীত কুক্কুরগণে যদ্রূপ জড়িভূত হইয়া থাকে, কুজনের মনোবৃত্তি ও তদ্রূপ।

পয়ার।

আঁধারে আধার করে, যাহার মনন।
অকর্ম্মে সুকর্ম্ম বলি, করয়ে গমন॥
দ্বেষ করি উপদেশ, দেশে নাহি যায়।
কুজনের এই রীতি, নীতিতে বুঝায়॥

গদ্য।

তখন আমার নিদ্রার আবির্ভাব দেখিয়া কৃষ্ণ কহিলেন প্রণয়িনি! আর কি করিব, যে স্থলে হৃদ্যের প্রতি হৃদ্যতাকে নিদ্রায় রাখিয়া, নিদ্রার হৃদ্যতাকে সজাগ করিয়াছে; সে স্থলে প্রিয়জনের থাকাই নিষ্প্রয়োজন; তবে আসি। দেখ, সরোবরে নলিনী প্রফুল্লিত হইলে মধুকরেরা কতই প্রফুল্লতা লাভ করে; মুদিতে কি তদ্রূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে? আর দেখ, চন্দ্রোদয় হইলে চকোরকলাপ কতই পরিতুষ্টি লাভ করে; অনুদয়ে কি তদ্রূপ হইয়া থাকে? এই বিবেচনা করিয়া আমাকে বিদায় করাই কর্ত্তব্য।

পয়ার।

অযতন হইতে সে, যতনের ধন।
বরঞ্চ বলিয়া স্পষ্ট, করিবে বর্জ্জন॥
যে থাকে অদৃষ্টে যার, শেষে হবে তাই।
দৃষ্টানলে দগ্ধ হওয়া, সে বড় বালাই॥

গদ্য।

এই কথা শুনিয়া আমি কহিলাম হৃদ্য! ভাল২! ভাল ভালবাসাই প্রকাশ করিলেন। আমি যেন নিদ্রাকে ভাল ভালবাসিয়াছি, ভালই, আপনিও রাগের প্রতি কি ভালবাসা না জানাইলেন? বিবেচনা করুণ। রাগ কি এত ভালবাসা হইল? হায় হায়! আমার ভালবাসা হৃদয় মধ্যে, ভালবাসা রাগকে, ভালবাসা অর্পণ করিয়া কি ভালবাসা প্রদর্শন করিলেন? আহা! ভালবাসা জনের এরূপ ভালবাসা, তাহা স্বপনেও জানি না। আর বনীয়কের ন্যায় কতই সাধিব। যখন অনির্ব্বচনীয়, অচিন্তনীয় এবং অদর্শনীয় প্রেমানুরাগ অপ্রাপ্তা হইয়াছি, তখন থাকুন বলিলেই থাকিবেন কেন; তবে আসুন।

পয়ার।

যার প্রতি ভগ্ন স্নেহ, হইয়াছে যার।
তার কাছে থাকাত, উচিত নহে তার॥
ক্রমেতে প্রবল হয়ে, বিপরীত হয়।
কৃষ্ণ পক্ষে চন্দ্র যেন, দিনে দিনে ক্ষয়॥

গদ্য।

এই কথা বলিয়া পুনঃ কহিলাম কান্ত! যদি একান্তই গমন করিবেন, তবে অধিনীর একটি দুঃখের কথা শ্রবণ করুন। সেই যে মহাবল পরাক্রান্ত লঙ্কার অধিপতি রাবণ কহিয়াছিল “এই যে অসাধারণ কলধৌতময় আমার লঙ্কাপুরী ভস্মসাৎ হইয়াছে; কি এমন যে রক্ষণায় মধারাম অর্থাৎ মধুবন ভগ্ন হইয়াছে; কি প্রাণ তুল্য পুত্র পৌত্রগণে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে; এবং রামচন্দ্র কি লক্ষ্মণের শরের শরব্য হইয়াও আমাকে প্রাণানুবর্জ্জন করিতে হয়, তথাপি আমার দুঃখ নাই। তবে এক মর্ম্মান্তিক দুঃখ, এই যে বানর কটক উপহাস প্রয়োগে হি হি শব্দে হাসিতেছে ও হাসিবেক, এ যেন সহস্র বজ্রের ন্যায় জ্ঞান হইতেছে”। হে প্রিয়বর! আমারও ঐ দুঃখ। যদিও আপনি একান্তই আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মথুরায় গমন করেন; কি আপনার বিচ্ছেদ সন্নিক্কানলে দগ্ধ হইয়া যদিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়; কি আপনার দুঃসহ বিরহ সংশ্লিষ্ট হইয়া, যদিও বৃন্দাবন ছারখার হইয়া যায়, কিছুতেই দুঃখ নাই। তবে এক দুঃখ এই যে আপনকার পীযূষময় প্রেম বিবাদিনী কুটিলা, আমার মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাহা শব্দে হাস্য করিয়া কহিবেক “কই লো, তোর কৃষ্ণ কোথা! এখন কেমন আছিস্?” সেই কথাগুলি কদাচ আমার প্রাণে সহিবেক না সহিবেক না [illegible] উপায় করিয়া গমন করুন।

পয়ার।

আপনার জন যদি, হইয়া বিমুখ।
মারিয়া ফিরিয়া চায়, তথাপি সে সুখ॥
অহিত করিয়া পর, সুধা দিলে পর।
কিসের আহ্লাদ তায়, বিষের সোসর॥

তৃতীয় সর্গীয় দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্তি।

তৃতীয় অঙ্ক

গদ্য।

এই সকল কথা কহিতে২ রজনী যথার্থই গতা এবং পূর্ব্ব দিক শঙ্খধবল হইয়া উঠিল। কোকিলগণে সুললিত স্বরে গান করিতে লাগিল। সরোবর সলিলে পঙ্কজিনী প্রস্ফুটিত হইয়া, সৌরভ প্রসারণ করিবা মাত্র, মধুস্বরে মধুপগণে গুঞ্জরিতে লাগিল। তখন অল্প২ নিদ্রা আসিয়া আমার নয়নকে পুনরাশ্রয় করিল; আমিও কাকতন্দ্রা অর্থাৎ স্বল্প নিদ্রা পরবশা হইলাম; দেখিয়া বঁধুও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পয়ার।

সুসময় না সাধিতে, আসে কত জন।
অসময় না বলিয়া, করয়ে গমন॥
এভাব ভাবিয়া জ্ঞান, করিবে নিশ্চয়।
সকলি দশায় করে, কেহ কার নয়॥

গদ্য।

সে যাহা হৌক, আমি সেই নিদ্রাবেশে সাতিশয় কুস্বপন দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলাম, কি কুস্বপন তাহা শ্রবণ কর। কে যেন আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, আমায় বজ্র নিষ্পেষ করিল অর্থাৎ আমার শ্রবণ কুহরে শ্রবণ

করাইল "রাধে! কি কর? তোমার নয়নাঞ্জন কৃষ্ণ মথুরা গমন করিয়া পুনরাগমন করিবে না করিবে না; এতক্ষণ প্রায় রথারূঢ় হইলেন; আর গমনের অপেক্ষা নাই। যদি জন্মশোধ সেই মুখারবিন্দাবলোকনের ইচ্ছা থাকে, তবে এইক্ষণেই গমন করা উচিত; শীঘ্র গাত্রোত্থান কর"।

আমি নিদ্রাবেশে এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিতেছি, এমন সময় বিদ্যুতের ন্যায় আমার প্রিয়সখী আসিয়া হায় হায় হায়, কি হইল! এমন হইবে স্বপনেও জানি না! এই বলিয়া আমায় পুনঃ সজাগ করিয়া কহিল রাধে! আর কত নিদ্রা যাও? উঠ। যদি নিদ্রার প্রতি তোমার এতই যত্ন হইয়াছে; আর কিয়ৎক্ষণ মাত্র অপেক্ষা কর, একবারেই মহানিদ্রা হইবেক; বিলম্ব নাস্তি। তখন আমি সশঙ্কা হইয়া কহিলাম কেন! কি হইয়াছে! কেনই বা এমন কথা কও! আমার কৃষ্ণ কোথায়! তোমার বাক্য শুনিয়া আমার জিহ্বা যেন উদরস্থ হইতেছে; আমি শুষ্ককণ্ঠা হইলাম; আমার তনু যেন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় প্লুষ্ট হইতেছে; আর সহিতে পারি না; কি শীঘ্র বল।

পয়ার।

যখন শুনিলে যার, ঘটিয়াছে দায়।
তখনি প্রকাশ করি, জানাইবে তায়॥
করম বরনা যেন, বলি বলি বলি।
সে বলি শুনিলে পর, সেই হবে বলি॥

গদ্য।

তখন নয়নজল বিসর্জ্জন করিয়া বৃন্দা কহিল কি বলিব; বলিবার সাবকাশ নাই; শীঘ্র করিয়া উঠ; বরং পথে যা-ইতে২ বলিব। আমি তৎক্ষণাৎ স্বকরে বৃন্দার স্কন্ধদেশ অবলম্বন করিয়া, ঘোর উন্মাদিনী প্রায় সেই রাজপন্থা-গামিনী হইয়া বৃন্দাকে কহিলাম, কি বলিবে বলিয়াছিলে বল। বৃন্দা কহিল যদি দেখিতে পাও তবে শুনিয়া কি ফল; ঐ দেখ। ঐ মথুরাভিমুখে রথধ্বজা উড্ডীয়মান হইতেছে; অক্রূরও রথ সুসজ্জিত করিয়া অশ্বগণকে কশাঘাত করিয়াছে এবং অশ্বগণও বায়ুবেগে ধাবমান হইবার উন্মুখ হইতেছে। আর রথের মধ্যস্থলে রত্ন কন্দলের ন্যায় ও শঙ্খ ধবল যে দুই প্রভা বিশিষ্ট তনু নয়ন গোচর হইতেছে, ঐ কৃষ্ণ ও হলায়ুধ রথারূঢ় হইয়াছেন। আর ঐ যে রথের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সিন্ধুস্থ তরঙ্গগত ফেণার ন্যায় আলোকিত হইতেছে, ঐ ব্রজ-গোপিকা সকলে ভূতলশায়িতা হইয়া হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া রোদন করিতেছে। আর গমন করিয়া কি করিবে! কি দেখিবে? হায় হায়! এত দিনে আমাদের কৃষ্ণপ্রেমযজ্ঞ সমাপ্তি হইল; চল, নয়নজলে অবভৃথ করিয়া গৃহে যাই। আর কি করিতে ও স্থলে যাইবে; সময় বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে।

পয়ার।

সময়ের চেষ্টা করে, সুধা বরিষণ।
অসময়ে হলাহল, বুঝহ কারণ॥

অতএব সময়, হইলে গেলে গত।
কদাচ সে কর্ম্মে আর, না হইবে রত॥

গদ্য।

বৃন্দার এই কথা শ্রবণ মাত্র আমি দ্রুত গামিনী হইয়া ওমধুচোর! ওমধুচোর! ও মধুচোর! এই সম্বোধনপূর্ব্বক অক্রূরকে কহিলাম, তুমি অবলার ধন অপহরণ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? কি আশ্চর্য্য! এ ধর্ম্মবর্জ্জিত কর্ম্ম; এ কর্ম্মের অনুমন্তাই কে? তার ধর্ম্মই বা কি? কিছুই জানিতে পারিতেছি না। যা হৌক, রথ চালন করিও না করিও না; ক্ষান্ত হও। আর তোমাকে মধুচোরোল্লেখে, এই অনাদৃত সম্বোধন করিতেছি কেন; তাহা শ্রবণ কর। দেখ, লক্ষ লক্ষ মধুমক্ষিকা একত্রিকৃত অর্থাৎ এক দলবদ্ধ হইয়া বহু পরিশ্রম ক্রমে একখানি মধ্বাধার অর্থাৎ মৌচাককে সুনির্ম্মাণ করে এবং বহুবিধ পুষ্পরসাহরণে, সেই চাককে মধুপূর্ণ করিয়া, আপনারা স্বদলে তদুপরে উপবেশন পূর্ব্বক, আনন্দঝঙ্কার অর্থাৎ ভন্ ভন্ শব্দ করিতে থাকে। কিছু দিনান্তরে মধুমোষকরা সেই মধুকোষের অনুসন্ধান পাইয়া, অগ্নির দ্বারা মক্ষিকাগণের প্রাণ দণ্ডী হইয়া অনায়াস পূর্ব্বক স্বচাক মধুপার্জ্জন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। হায় হায়! রে নির্লজ্জ নির্গুণ! নিষ্ঠুর! তুমিও কি তদ্রূপ হইলে? কৃষ্ণবিচ্ছেদাগ্নিতে আমাদিগের প্রাণান্তক হইয়া, মধুর প্রেমমধু অপহার করিতে কিছু কি দয়ার সঞ্চার হইল না। অহহ! এমন করিয়া কতগুলী রমণীর প্রাণান্ত করিয়াছ? বল।

পয়ার।

ডাকাতি চোরের কোথা, আছে ধর্ম্মজ্ঞান।
কার খাব কার লব, এই মাত্র ধ্যান॥
চোরকে বুঝাতে গেলে, সুনীতির ভাষা।
বলদের সঙ্গে যেন, কথা কহে চাসা॥

গদ্য।

সে যা হৌক, এক্ষণে তুমি যে কর্ম্মে আজ্ঞাপিত হইয়াছ, ইহা নিষ্পাদন করিলেই ত্রিবিধ পাপের পাপী হইতে হইবেক; যদি বল কি কি, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, এবং ব্রহ্মহত্যা। প্রথমতঃ এই যে কৃষ্ণ মথুরাভিমুখে গমন করিলেই, আমরা কৃষ্ণপ্রাণা সে সব গোপীকা, সেই বিরহানলে দগ্ধ হইয়া অবশ্যই প্রাণোৎসর্জ্জন করিবই করিব; এই শত শত স্ত্রীহত্যা, ইহার অধিক দুষ্কৃত আর কি আছে! বল। দ্বিতীয়তঃ এই এই যে গবেশ বিরহে বিদগ্ধ হইয়া গোকুলের গাভীগণেও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে উপপাতক গোবধের ভাগী হইতেও হইবেক; সন্দেহ নাস্তি। তৃতীয়তঃ আমাদের কৃষ্ণই ব্রহ্ম, ইনি মথুরা গমন মাত্রেই সেই যে মহাবল পরাক্রান্ত কংস, অবশ্যই ইহাকে নিধন করিবেন। এই যে মহাপাতিত্ব ব্রহ্মহত্যার ভাগী হইয়া তোমার কি সুখ প্রাপ্তি হইবেক? হায় হায় কাকেই বলি! চোরের ধর্ম্মজ্ঞান কি! বলাই নিষ্ফল মাত্র। এই যে শত শত স্ত্রীহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিছুই দেখিতে পাই না এবং এমন পাপীর

মুখাবলোকন করিতেও শাস্ত্রে নিষেধ আছে। যা হৌক, রে দুরাত্মন্! এই পাপের ভোগ জন্য তোমার মৃত্যুও শীঘ্র হইবেক না।

পয়ার।

'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, সর্ব্বলোকে ঘরে।
কিন্তু সে উৎকট পাপী, শীঘ্র নাহি মরে॥
সেই সে পাপের ভোগে, সুস্থ নহে মন।
বিষেতে আবৃত যেন, বিষক্রিমিগণ॥

গদ্য।

আর এক কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার জনক জননী যে তোমার অক্রূর নাম রাখিয়াছিল তাহার কারণ কি? যাহার অন্তঃকরণ মধ্যে ক্রূরতা না থাকে তাহাকেই অক্রূর বলা যায়, তাহা অবিধানেও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। আর যাহার আন্তর্বৃত্তি সকল কেবল ক্রূরতায় জড়ীভূত, তাহাকে কি অক্রূর বলা সম্ভাবিত হইতে পারে? তা নয়; ইহাতে আমার অবগতি হইতেছে তোমার জননী তোমাকে সর্ব্বদা "ও ক্রূর! ও ক্রূর! ও ক্রূর!" বলিয়া ডাকিতেন; সেই ওকার লুপ্ত হইয়া কালে অকার প্রকাশ হইয়াছে; আদৌ নামটীও সম্বোধনার্থ; সন্দেহ নাস্তি।

আমার এই সকল কথার প্রতি সেই অক্রূর প্রবিধান না করিয়া, ক্রমে রথ চালন করিতে উদযুক্ত হইল। তদ্দৃষ্টে আমরাও সহিষ্ণুতাবলম্বন না করিতে পারিয়া, প্রাণাশঙ্কা

পরিত্যাগিনী হইয়া, শুষ্ককণ্ঠা চাতকিনীর ন্যায় কৃষ্ণ মুখাবলোকন করিয়া, অনায়াস পূর্ব্বক রথচক্র ধরিলাম এবং আমার প্রিয়সখী কহিতে লাগিল বঁধো! এই যে ত্বদীয় পদপরিচারিকা রাধিকাকে কাকে অর্পণ করিয়া, আপনি কোথায় গমন করিতেছেন? দুঃখিনীর দশা কি করিয়া চলিলেন; কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যা হৌক, যদিও একান্ত গমন করিবেন; তবে একবার করুণা দৃষ্টিরূপ নবঘন বরিষণে চাতকিনীকে কুতুকিনী করিয়া গমন করুণ। যদিও কোন অপরাধিনী হইয়া থাকে সে দোষ মার্জ্জনা করাই কর্ত্তব্য।

পয়ার।

সহস্র দোষের দোষী, যদি কেহ হয়।
তথাপি আশ্রিত হৈলে, ত্যজিবার নয়॥
তাহারে ত্যজিতে গেলে, কোথা রয় যশ।
বরঞ্চ বুঝায়ে নীতি, করিবেক বশ॥

গদ্য।

অতএব, ঐ যে বিমলোৎফুল্ল পদকমল হইতে শরণাগতাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না করিবেন না। দিন যাবে সুখ যাবে, সম্পত্তি যাবে, অপার বাসনা যাবে, এবং সুখ দুঃখের আশ্রয় যে তনু তাহাও মৃত্তিকায় মৃত্তিকা হইয়া যাবে; কিন্তু ক্রিয়া হইতে যে বাক্যটী উৎপন্ন হইবেক তাহা কখনই যাইবে না যাইবে না। আর অধিক কি বলিব। সেই যে মাধবী পাদপমূলে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীমতীকে কি অনুমতি

প্রদান করিয়াছিলেন ? একবার স্মরণ করুণ। এমন করিয়া, বিরহরূপ প্রজ্জ্বলিত দাবানল মধ্যে যে নিপতন করিবেন; তাহা কখনই জানি না। জানিলে শঠের প্রেম নিবিড়ারণ্য মধ্যে কে ভ্রমণ করিত ? হায় হায় ! আগে না জানি বিপাক নিবন্ধনে নিপতিতা হইয়াছি। এখন জানিলাম যে শঠের প্রেমশক্তি কখনই গভীর নহে।

পয়ার।

মিষ্টতায় গরীয়সী, শিশুর বচন।
স্থিরতায় গরীয়সী, সুজনের পণ ॥
নম্রতায় গরীয়সী, বিদ্বানের মতি।
লঘুতায় গরীয়সী, শঠের শকতি ॥

গদ্য।

অধিক বলা প্রাচুর্য্য মাত্র। কারণ, ধর্ম্মনীতি শ্রবণে চোর কোথায় সাধু হইয়া থাকে, তা নয়; তথাপি কিঞ্চিৎ বলি শ্রবণ করুণ। ত্বদীয় ভাবের অভব্যতা, প্রেমের বিরাগতা, এবং রসের বিভিন্নতা প্রভৃতি দর্শন করিয়া, আমরা কি পর্য্যন্ত অবসন্নতা ও বিরসতা লাভ করিতেছি এবং বৃন্দাবনের মরীচিমালী কি পর্য্যন্ত মন্দীভূতা হইতেছে, এসব জানিয়াও দর্শনের প্রতি বিয়োগ নিয়োগ করিতেছেন কেন ? দেখুন। গাভীগণে ঊর্দ্ধমুখে রোদন করিতেছে; গোপী সকলেও ভূমিশায়িতা হইয়া, রথচক্রাকর্ষণ পূর্ব্বক তোমার মুখাবলোকন করিয়া রহিয়াছে; তোমার প্রিয় সখাগণে

নয়নজল বিসর্জ্জন করিতেছে ; অঞ্চলে ক্ষীর সর নবনী বা-ন্ধিয়া তোমার মা যশোদা অঞ্চলের নিধি নীলমণি ২ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন ; আর নিয়ত তোমার যে প্রেমমধিচ্ছাকারিণী রাধিকা, তাহার কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা হইতেছে, এ সকল দেখিয়া কি কুটিলতা অবলম্বন করিতেও ইচ্ছা হয় ? হায় হায় ! কি কঠিন হৃদয় ! কিছুই অনুভব হই-তেছে না। ইহাতে সম্পূর্ণাপরাধী আপনি কি না ; বিবে-চনা করুণ।

পয়ার।

আপনার অপরাধ, মানয়ে যে জন।
সে জন পরের মন্দ, না করে কথন ॥
চোর যদি মানে সেই, চুরি করা পাপ।
তবে কি পাপের কূপে, দিতে পারে ঝাঁপ ॥

গদ্য।

আর একটী কথা বলি। আমি আপনাকে দোষাশ্রিত করিয়া যে কথাগুলি কহিলাম সে সকল আক্ষেপ অনুসার মাত্র। নতুবা ত্বদীয় অপরাধ কি, মদীয়দিগের অদৃষ্টের দোষ কি কাল সহকার ঘটনায় ঘটনা হইতেছে এমত নহে। কারণ, সেই যে মহামুনি মার্কণ্ডেয় কৃত মহাচণ্ডী নামক ভুবন প্রসিদ্ধ যে গ্রন্থ, যাহা পাঠ কি শ্রবণ করিলে শরীর শুদ্ধ জীবন পবিত্র ও আপদ সকল আপদগ্রস্ত হইয়া যায়, সেই চণ্ডীর লিখিত একটী কথা শ্রবণ করুণ। যিনি জগত্তারিণী

দুর্গা, তাঁহার নিকটে একটী হরিণ এই খেদ করিয়া কহিয়াছিল “মাতঃ! এই যে ব্যাধ ভয়ে সশঙ্ক হইয়া আমরা ক্রমশঃ নানা স্থানী হইতেছি, তাহাতে আমাদের কপালের দোষ কি ব্যাধের অপরাধ মাত্রই নাই; কেবল আমাদিগের মাংস ও চর্ম্মই আমাদিগের কালের স্বরূপ হইয়া এই সন্ধ্যাতীত ক্লেশদায়ক হইতেছে। যদি মাংস ও চর্ম্ম না থাকিত তবে এ মনঃপীড়া কোন মতে পাইতে হইত না” হে কৃষ্ণ! আমাদেরও তদ্রূপ জানিবেন। আপনার প্রতি আমাদের যে প্রেমের উদ্ভব হইয়াছে সেই প্রেমই আমাদের কালের স্বরূপ; আপনার কোন দোষ নাই। যদি প্রেমের উদ্ভব না হইত, তবে আপনি কি করিতে পারিতেন? হায় হায়! এমন প্রেম যেন কখন কাহারও হয় না, যদিও হয়, তবে সেই প্রেমানুসারে শঠের হাতে যেন কখন পতিত হয় না হয় না।

পয়ার।

শঠের সহিত প্রেম, করে যেই জন।
সেই প্রেম হয় তার, মৃত্যুর কারণ ॥
দুগ্ধ দিয়া সর্প পোষা, যেমন প্রকার।
শঠে মন সমর্পণ, সেই মত সার ॥

গদ্য।

শঠ ও সরলের প্রেম কেমন তাহা শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি শঠ তাহার প্রেম জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় এবং সরল ব্যক্তির

প্রেম অবোধ পতঙ্গকুলের ন্যায়, এই ভাবটির প্রতি সূক্ষ্ম বিবেচনা করিবেন। দেখ, প্রজ্জ্বলিত অনল দর্শনে পতঙ্গকুল পরমাহ্লাদিত ও প্রীত হইয়া, আপনাদিগের মৃত্যু বিবেচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যথার্থই প্রেমালিঙ্গন আকাংক্ষায় লম্ফ দিয়া সেই অগ্নিকুণ্ড মধ্যে নিপতিত হয়, কিন্তু অগ্নি তাহাদিগের সে ভাবের প্রতি দয়া প্রকাশ না করিয়া, স্বভাব সিদ্ধ দাহ শক্তি দ্বারা সেই নির্ব্বোধ পতঙ্গকুলকে দগ্ধ করিয়া প্রাণ দণ্ড করে। হায় হায়! আমরাও সেই নির্ব্বোধ পতঙ্গকুলের ন্যায় উন্মত্তা হইয়া ত্বদীয় প্রেমাগ্নিকুণ্ডে নিপতিতা হইয়াছিলাম; আপনিও তাহার ফল হাতে হাতে সমর্পণ করিলেন। অতএব শঠের প্রেমের অকথ্য জাঁকজমক দর্শন করিয়া আর যেন কখন কেহ নিমগ্ন হয় না হয় না।

পয়ার।

দেখিতে শঠের প্রেম, বড়ই উজ্জ্বল।
জ্ঞান হয় ইহাতে, ফলিবে কত ফল॥
লোভের কারণে যেবা, পড়ে গিয়া তায়।
ধন প্রাণ মান আদি, হারাইয়া যায়॥

গদ্য।

শঠ ও সরলের প্রেমের যে যে পদ্ধতি সমস্তই নিবেদন করিলাম। এক্ষণে সরলের কি রূপ প্রেম তাহা শ্রবণ করুন। দুগ্ধের সঙ্গে জলের যদ্রূপ প্রেম সতের সঙ্গে সতের প্রেমানুরাগ তদ্রূপই জানিবেন। যখন দুগ্ধ মধ্যে জল

প্রদান করা যায় তখন সেই জল সেই দুগ্ধের প্রেমানুরাগ ক্রমে, স্বীয় বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, দুগ্ধের বর্ণই অবলম্বন করিয়া থাকে অর্থাৎ অভেদ হইয়া যায়। আহা কি বন্ধুত্ব! আর দেখ, অগ্নিদ্বারা যখন সেই দুগ্ধকে সিদ্ধ করা যায়, তখন জল আপন বন্ধু দুগ্ধকে রক্ষা হেতু আপনি বিনাশকে পাইতে থাকে, তথাপি আপন জীবন ধারণ পর্য্যন্ত সেই বন্ধুকে বিনাশ করিতে দেয় না এবং দুগ্ধও সেই বন্ধুর ন্যূনতা দর্শনে, তৎক্ষণাৎ আপনি প্রাণ পরিত্যাগ জন্য, অত্যন্ত শোকে উথলিত হইয়া সেই অগ্নিকুণ্ড মধ্যে ঝাম্প দিয়া নিপতিত হয়। তার সাক্ষী তৎকালীন সেই উথলিত দুগ্ধ মধ্যে কিঞ্চিজ্জল প্রদান করিলেই সেই দুগ্ধ পুনঃ বন্ধুলাভ অভিপ্রায়ে চঞ্চলতা হইতে নিবৃত্ত হয়। আহা! সুজনের প্রেমের রীতিই এরূপ।

পয়ার।

সতে সতে হয় অতি, নির্ম্মল পিরিতি।
সুজন বুঝিতে পারে, সুজনের রীতি॥
যায় যদি কুল শীল, সম্পত্তি জীবন।
তথাপি বন্ধুত্ব ত্যাগ, না করে সুজন॥

গদ্য।

সে যাহা হৌক, ইহাতে আপনার কি বিশুদ্ধ প্রেমানুরাগের অপরাধ কি আপনার বুদ্ধীন্দ্রিয় জনিত বৃত্তি সমূহের অপরাধ মাত্রই নাই। কেবল আমাদিগের অদৃষ্টের দোষ

এবং যে নির্দ্দয় বিধি হইতে এই বিকল্পবিশিষ্ট প্রণয়ের উৎপন্ন হয় তাহারই দোষ; সেই বিধাতাকে ধিক্। এই কথা শুনিয়া ললিতা সখী কহিতে লাগিল দূতি! বিধাতার অপরাধ মাত্রই নাই। তুমি যে তাঁহাকে নির্দ্দয় বলিয়া ধিক্ বাক্য প্রয়োগ করিলে, আমার শ্রবণ পক্ষে ও ধিক্ অধিক ক্লেশদায়ক হইতেছে, কারণ তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা সুক্ষ্মানুসুক্ষ্ম। এক সুক্ষ্ম উদাহরণ শ্রবণ করুণ।

কোন সময়ে এক পথিক তপনাতপে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া, সেই ক্লান্তি দূরীকরণ জন্য এক মধ্যবান্তরের মধ্যে একটী বৃহৎ বট-চ্ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক, তাহার কমনীয়তলস্থ অতি সুশীতল মাটুপরে নয়ন প্রসারণ করিয়া আ! আ! শব্দ প্রয়োগে নয়ন মুদিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। তখন তাহার শরীরে বিন্দু২ ঘর্ম্ম নির্গলিত হইতে লাগিল; মন্দ২ সমীরণ সঞ্চালিত হইয়া যেন স্বর্গীয় সুখ প্রদান করিতে লাগিল; এবং শরীর সুশীতল ও লোমাঞ্চিত হইবা মাত্র সেই ক্লান্তি তাহাকে পরিহার করিয়া নিভূর্ত হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব পরেই সেই পথিক ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া মনে মনে কি কহিতে লাগিল; শুনুন।

সার উদাহরণ।

পথিক এই কথা কহিল "হায় হায়, বিধাতার কি অবিচার! তাহার পাত্র বিবেচনা নাই। এমন যে বৃহৎ বটবৃক্ষ যাহার গুঁড়ি গিরি শৃঙ্গের ন্যায় শোভমান হইতেছে; যাহার

প্রসারিত ডাল সকল স্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতেছে; যাহার পল্লব সকল নম্রমান হইয়া নব নীরদের ন্যায় তপনকে আচ্ছাদন করিতেছে, আহা! ইহার ফল বদরিকার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র, আর তৃণের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র লতা তাহার ফল তরমুজ, এসব দৃষ্টি করিয়া সেই বিধাতাকে কি প্রকারেই ধন্যবাদ দি; তাঁহার বিবেচনা অতি অল্প"। এই বলিয়া ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টে শয়ন করিয়া রহিলেন। এমত কালীন সহসা সেই বৃক্ষ হইতে একটী পক্ক ফল খসিয়া সেই পথিকের নাসাগ্রে নিপতিত হইল। তখন সেই পথিক দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কহিল "হায় হায়! জগদীশ্বরের যাহা বিবেচনা তাহাই সত্য ও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম: কারণ বৃহৎ বৃক্ষের ফল যদি বৃহৎ হইত তবে নিঃসন্দেহ অদ্যই আমার মৃত্যু হইত এবং সুশীতল ছায়ার আশ্রিত হইতে পান্থগণ কখনই পারিত না। সেই যে জগৎপাতা জগদীশ্বর বিধাতা তাহা করিবেন কেন, করিলে তাহা অখণ্ড মাহাত্ম্য রূপ পতাকা কখনই উড্ডিয়মান হইত না। সেই বিধাতাকে ধন্য তাঁহার বিবেচনাকেও ধন্য এবং তাঁহার কার্য্য প্রতি শত২ ধন্যবাদ প্রদান করিলাম" এই বলিয়া পথিক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অতএব দূতি! বিধাতার অপরাধ নাই, যত কিছু আমাদের অদৃষ্টের দোষ।

পয়ার।

যত কিছু কর্ম্ম, ফলাফলের কারণ।
যে আছে অদৃষ্টে সেই, বিধির লিখন॥
আজি হোক কালি হোক, অথবা পশ্চাৎ।
অবশ্য ফলিবে তাই, ক্রমে বা হঠাৎ॥

তদনন্তর বৃন্দা কহিতে লাগিল বঁধো! যদি একান্তই থা-কিবেন না তবে কাষ্ঠরথে কষ্টলব্ধি করিবার প্রয়োজন কি? রাধার মনোরথারূঢ় হইয়া গমন করুণ। এমন রথ আর নাই; এ মনোরথে আরোহণ করিলে উভয়েরই মনোরথ সুসিদ্ধি হইবেক। এই দেখ আশারূপ অশ্বকে প্রেমবন্ধনীতে নিগড় রোধন করিয়া রসরূপ পন্থা মধ্যে স্থিতি করিয়াছেন এবং কামরূপ যে সারথী সেই অশ্বকে কশাঘাত করিবা মাত্র অশ্বও ধাবমান হইবার উন্মুখ হইয়াছে; আপনি এ রথ ত্যাগ করিবেন না করিবেন না; শীঘ্র আসিয়া আরূঢ় হউন। যদিও না হয়েন তবে ত্বদীয় প্রেমকাঙ্গালিনী রাধিকার মৃত্যু ঘটনার বড় বিলম্ব নাই; শব দর্শন করিয়া গমন করিলে সব কার্য্য সুসিদ্ধি হইবেক; কিঞ্চিৎ কালক্ষেপ করুণ। এই সকল কথা শুনিয়াও অক্রূর রথ চালন করিতে লাগিল এবং কৃষ্ণও কোন উত্তর প্রদান করিলেন না।

পয়ার।

যখন সুখের দশা, ভঙ্গ হয়ে যায়।
কাযে থাক বন্ধু লোক, না তোষে কথায়॥
যেমন কমলে অলি, শত শত ধায়;
হইলে পাবড়ি খসা, ফেলিয়া পলায়॥

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গারম্ভ।

মানভঞ্জন

পয়ার।

এই রূপে কৃষ্ণচন্দ্র, ত্যজিয়া আমায়।
নিদয় হইয়া নাথ, যান মথুরায়॥
সে সব দুঃখের কথা, কত কব আর।
শুন শুন পদ্মাক্ষ! মানের সমাচার॥
কোথায় রহিল প্রেম, কোথা গেল রস!
তারা কি আছিল সব, সময়ের বশ॥
সময়ে সিন্ধুর সম, যদি হয় দোষ।
বিন্দু জ্ঞানে বন্ধুলোক, না করয়ে রোষ॥
যশঃ রস যত বল, সময়ের গুণ।
অসময় জল মধ্যে, জ্বলয়ে আগুন॥
কিবা ছিনু কি হইনু, আর কিবা হব।
শুন সে মানের কথা, বিশেষিয়া কব॥
এক দিন গোষ্ঠ হৈতে, মদনমোহন।
রঙ্গেতে আসিছে ঘর, সঙ্গেতে গোপন।
সূর্য্য যায় অস্তগিরি, চাঁদের উদয়।
কমল মুদিল দিন,-প্রভা দূর হয়॥

হাস্যমুখে হিমাংশুর, কিরণ ছুটিল।
কুমুদিনী প্রমোদিনী, হইয়া ফুটিল॥
চকোরিণী আদরিণী, চাঁদের আভায়।
চাতকিনী কুতুকিনী, যেন বরিষায়॥
এমন সময় চন্দ্র,-বলীর গমন।
রমণী রমণ সঙ্গে, আশয়ে রমণ॥
হইল দুজনে দেখা, আর কোথা যায়।
ধরিল বঁধুর করে, কথায় কথায়॥
ধরিয়া লইয়া গেল, হাসিয়া হাসিয়া।
রসিয়া বঁধুর মন, উঠিল রসিয়া॥
পশিয়া সুখের কুঞ্জে, আদরে বসিয়া।
দোঁহে দোঁহা রাঙ্গে রসে, কসিয়া কসিয়া॥
এই রূপ দুইজনে, করয়ে বিহার।
এখানে আমার কিছু, শুন সমাচার॥
সখীর সহিতে আমি, স্বহিতের তরে।
করিনু বাসর সজ্জা, বনের ভিতরে॥
না আইল বনমালী, না পূরিল আশ।
ভাবিয়া ভাবিয়া মনে, হইল উদাস॥
বৃন্দারে কহিনু সখি!, এ আর কেমন!।
এখন না আইল কেন, মদনমোহন?॥
আজ্ঞা দিল গোরাচাঁদ, গুণের ঠাকুর।
রচিল রসিকচন্দ্র, সংগীত মধুর॥

কৃষ্ণাদর্শনে শ্রীমতীর খেদ ।

লঘু-ত্রিপদী ।

না ফেরে শ্রীধর, গুণের আকর,
বৃন্দে গো কি হৈল মোরে ।
কোথায় যাইব, কেমনে পাইব,
কে দিবে সে মনোচোরে ।
দেখ গো সজনি, যাইল রজনী,
আইল সে জন কই ।
কেমন নিদয়, নিদয় হৃদয়,
হৃদয় বিঁধয়ে সই ।।
গাঁথিয়াছি ফুল, ফুল নাহি তুল,
কুল-হরা ফুলমালা ।
কে বলে সরল, যে বর্ষে গরল,
কি ছার বিছার জ্বালা ।।
যে করে চন্দন, বিপাকে বন্ধন,
কি করে নাগের পাশে ।
শয্যা ফুলময়, সহ্য নাহি হয়,
শুলে যেন শূলে নাশে ।।
উঁহু মরি মরি, এই নীলাম্বরী,
কামড়ে করিছে খুন ।
কজ্জলে কি দায়, বিষ মাখা প্রায়,
কার কব দোষ গুণ ।।

দেখে এ বিরহ, বসিয়া কি রহ,
কি রহ চাহিয়া শ্যাম।
হৃদয়ের মণি, নিল কোন ধনী,
না জানি কোথায় ধাম॥
যে করে এমন, সে মেয়ে কেমন,
কেমন তাহার রীতি।
নারী হয়ে নারী, স্বজাতি আপনারি,
বধিতে নাহিক ভীতি॥
বৃন্দা যত কয়, বচন বিনয়,
ততই প্রবল দুঃখ।
ধৈরয না ধরি, বিনা সেই হরি,
রসিকের নাহি সুখ॥

তোটক ছন্দ।

গুণ সাগর নাগর কৃষ্ণ বিনা।
হইলাম বনে স্বদুঃখে মলিনা॥
কহিলাম পুনঃ ললিতায় দুঃখে।
সখি কে ধনী বঞ্চিল সার সুখে।
রস কেনই এসব পাসরিয়া।
বল না কভু আইল লম্পটিয়া॥
অতি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর মান হরে।
মম জীবন কাতর তার তরে॥

শুন হে সখি জান কি কোন বনে।
বল যাইব পাইব কৃষ্ণধনে॥
মম জীবন যৌবন যাবৎ লো।
পদ পঙ্কজ আশয় তাবৎ লো॥
বল পাব কি কেশব দোসর লো।
চিত চঞ্চল বিদ্যুৎ সোসর লো॥
করি সে ধন বিস্তর আশয় লো।
দুঃখ না সয় না সয় না সয় লো॥
হরি সংস্থিতি সঙ্গম বাঞ্ছিত লো।
কর বেদন ছেদন কিঞ্চিৎ লো॥
রসিকের মনে, রস মাধব লো।
সখি এক্ষণ সংঘট সম্ভব লো॥

মালতী ছন্দ।

উহু মরি সজনি লো, আর জ্বালা সয় না।
কামিনীর অনুরোধে, যামিনীত রয় না॥
মঙ্গল হইবে আর, মনে কভু লয় না।
দুঃখের সময়ে কভু, ভাল কথা কয় না॥
পরের দুঃখের বোঝা, পর কভু বয় না।
হাজার করিয়া মরি, মনোমত হয় না॥
আনিতে আমার বঁধু, কোন ধনী চায় না।
পিরিতির পথে লয়ে, আমারে নাচায় না॥

কহিছে ললিতা খেদ, এত শোভা পায় না।
তোমার মঙ্গল গীত, কেবা কোথা গায় না॥
ভাল করি মন্দ বল, আর সহা যায় না।
রসিক কহিছে বুঝি, আর কার দায় না॥

দশাক্ষরাবৃত্তি।

আমি কহিলাম কি করি লো।
কে হরিল মন সে হরি লো॥
কি লয়ে এখন শিহরি লো।
কামে তনু উঠে শীহরি লো॥
প্রহারে কোকিল কুহরি লো।
চোর ধরি যেন প্রহরী লো॥
দারুণ বিরহ লহরি লো।
কোথায় করিব শ্রীহরি লো॥
বিফলে পোহালে যামিনী লো।
কেমনে বাঁচিবে কামিনী লো॥
আমার এ দুঃখ ভামিনী লো।
জানে কালী অন্তর্যামিনী লো॥
কি করি ও গজগামিনি লো।
মন যেন সে সৌদামিনী লো॥
কোথা যাব পাব নাথ সঙ্গ।
ভণয়ে রসিক রস তঙ্গ॥

তূণক ছন্দ।

হায় হায়, এ কি দায়, কৈব কায়, হায় লো।
প্রাণ যায়, যার দায়, সেই নাহি, চায় লো॥
একি রঙ্গ, প্রেম ভঙ্গ, শত্রু পায়, পায় লো।
আসি কুঞ্জ, পুঞ্জ পুঞ্জ, দুঃখ লাভ, তায় লো॥
প্রেম যার, কণ্ঠ হার, সেই দেই, দায় লো।
ভাল ভাল, সেই কাল, কাল বা ঘটায় লো॥
যায় রাত্র, যেন গাত্র, পাবকে পুড়ায় লো।
যুক্তি তায়, দেহ যায়, ভাবিনী জুড়ায় লো॥

দ্রুতগতি ছন্দ।

মদন শরে তনু দহিছে।
ঘন নয়নে জল বহিছে॥
সুখ রজনী হইল গতা।
কই বল তার সুজনতা॥
সরল মনে গরল দিয়া।
মদন করে দিল সঁপিয়া॥
কত শত সাধ ছিল মনে।
কি করিল সে কপট জনে
নটবর সে কি সুখ বশে।
পশিল গিয়া কভই রসে॥

সুখ সময়ে পশিনু বনে।
দুঃখ উপজে কতই মনে॥
হরির পদে করি ভরসা।
নয়নজলে হয় বরষা॥
কত দুঃখ বা সহিব চিতে।
রসিক ভণে দ্রুত গতিতে॥

ভুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দ।

কহে আর খেদে দহে কাম সেনা।
সহে না সহে না সহে না সহে না॥
বিধাতা মজায় বিষাদে অরণ্যে।
কি ঘোরে ঘূরালে কি পাপের জন্যে॥
শশী অস্ত যায় প্রভাতের কালে।
কি দুঃখের লেখা অভাগীর ভালে॥
কি কাযে কি সাজে কি আশার আশে।
কি রঙ্গ প্রসঙ্গে রহে সে অনাসে॥

তরল ত্রিপদী ছন্দ।

বৃন্দে কহে রাই, কিছু চিন্তা নাই,
ধৈরজ ধরিয়া রহ গো।

বিচ্ছেদের শর, সয়েছ বিস্তর,
আর কিছু ক্ষণ সহ গো ॥
তোমার হইয়া, তোমারে ত্যজিয়া,
সে কেন মজিবে পরে গো।
যথা ভালবাসা, তথা ভালবাসা,
ভালবাসা জনে করে গো ॥
তোমার যেমন, তার প্রতি মন,
তারত তেমন হয় গো।
তবে দৈব ক্রমে, যদি কোন ভ্রমে,
মাতিলে তাও কি রয় গো ॥
পর কি আপন, যত কিছু মন,
মনে বুঝে দেখ রাই গো।
থাকে ভালবাসা, কত তার আশা,
না থাকে তাহার নাই গো ॥
জানিয়া শুনিয়া, যামিনী জাগিয়া,
কেন কর এত খেদ গো।
সে জন তোমার, তুমি সে তাহার,
দুই তনু প্রাণাভেদ গো ॥
থাক থাক সয়ে, অনুকূল হয়ে,
এলো এলো তোর বঁধু গো।
প্রেম অনুসারে, ভুলিতে কি পারে,
ভ্রমর কমল মধু গো ॥
হেলায় হেলায়, যদিও খেলায়,
মনের সহিত নয় গো।

অলির যেমন, কৃষ্ণের তেমন,
রসিক সে রসময় গো ॥

পজ্ঝটিকা ছন্দ।

১২৩—৪৫৬৭৮৯—১০১১১২১৩—১৪১৫—১৬

দুঃখ না কর তব মাধব জন্যে
রস আকর বর কেবলয় অন্যে।
গুণ সাগর নব নাগর রাজে।
অপরে কখনই না কভু সাজে।
তিনি চাতক তুমি নীরদমালা।
তুমি পাদপ তব মূলত কালা॥
তুমি মীনত তিনি সাগর বারি।
তুমি কানন তিনি কাননচারী।
সুখদায়ক হরি নায়ক সারে।
ধনি এখনি ধরি গাঁথ স্বহারে॥
রজনী গত কভু না হয় রাধে।
রসিকের রচিত এরূপ সাধে॥

গজগতি ছন্দ।

শুন তবে সযতনে। যদি লবে নিজ ধনে॥
রহ সয়ে অসময়ে। দিব হৃদে রসময়ে॥
ফুল তুলে ফুলবনে। ধনি পরাব দুজনে॥
পরম আশয় মনে। হব সুখী দরশনে॥
থুইব আদর রথে। লব পিরিতির পথে॥
ন ত্বরা। গজগতি রস ভরা॥

কুসুমমালিকা ছন্দ।

দূতি! কি করি কি করি, আমি কহিলাম তায়।
প্যারি! ভেব না ভেব না বলি, বৃন্দাও বুঝায়॥
দূতি! সহে না সহে না জ্বালা, রহে না জীবন।
প্যারি! কিঞ্চিৎ সঞ্চিত কর, ধৈর্য্য হেন ধন॥
দূতি! মন যে বুঝে না আমি, কি করিব তায়।
প্যারি! আপনার মনেরে, বুঝাতে কিবা দায়॥
দূতি! আপন হইয়া সে যে, আপনার নয়।
প্যারি! বুঝাইয়া কর যাতে, আপনার হয়॥
দূতি! পর কি আপন হয়, হাজার বুঝাই।
প্যারি! বুঝাতে জানিলে পর, কে না বুঝে তাই॥
দূতি! কথায় অনেকে বলে, কাযে কই ঘটে।
প্যারি! কিসের অভাব যদি, বুদ্ধি রয় ঘটে॥

দূতি! কি হয় বুদ্ধিতে ধরে, যাতনা যখন।
প্যারি! গম্ভীর বুদ্ধিতে করে, যাতনা বারণ॥
দূতি! এমন গম্ভীর বল, কেমন প্রকার।
প্যারি! গম্ভীর হইলে সয়, অনেকের ভার॥
দূতি! কেমনে গম্ভীর হব, এত বড় দায়।
প্যারি! না দিলে ক্ষেত্রের আলি, ফসল কে পায়
দূতি! কোথায় বান্ধিব আলি, চারি দিকে জল
প্যারি! করিলে চেষ্টায় কর্ম্ম, না হয় নিষ্ফল॥
দূতি! করিতে কাযের চেষ্টা, নাহি দেয় দুঃখ।
প্যারি! সহিলে দুঃখের ভার, তবে হয় সুখ॥
দূতি! কতই সহিব আর, অহরহঃ এই।
প্যারি! যেই সয় অতিশয়, মহাশয় সেই॥
বাহে, এরূপে দুজনে কথা, অধিক অধিক।
শুন, কুসুমমালিকা ছন্দ, রচিল রসিক॥

অনুষ্টুপ্ ছন্দ।

আমি বলি স্মরো দহে। অবলা কত বা সহে।
কখন সরলা নহে। প্রাণ না বুঝি বা রহে॥
কি হবে বা কিবা করি। দ্বন্দ্বে গো গেল শর্ব্বরী॥
কখন আসিবে মরি। পিরিতি প্রহরী হরি॥

ললিত ছন্দ।

বৃন্দা কহে কেন আর, অই কথা বার বার,
ক্ষান্ত হও কমলিনি,
তব নাথ আসিবে।
থাক থাক থাক সয়ে, সুখী হবে রস লয়ে,
উতলা হইয়া কেন,
সব কর্ম্ম নাশিবে॥
সঙ্কেত পূরিবে আঁখি, আলিঙ্গন মাখামাখি,
বিধুমুখ বিধুমুখী,
বিধুমুখে হাসিবে।
যশঃ হবে ঠেলাঠেলি, প্রেম যাবে ফেলাফেলি,
ভাবে রসে গলাগলি,
কত ভাল বাসিবে॥
চখোচোখি মুখমুখী, হইয়া পরম সুখী,
রসের তরঙ্গ মাঝে,
দুইজনে ভাসিবে।
তুমি তার সে তোমার, রসিক কহিছে সার,
জানিবে যখনি তার,
হৃদয়েতে পশিবে॥

চামর ছন্দ ।

হও ক্ষান্ত বিধুমুখি তুমি রাজবালিকা ।
লীলায় হইলে ব্রজে মহারস শালিকা ॥
জানিয়া শুনিয়া বলি প্রেমবাছ্য তালিকা ।
ভয় কি মঙ্গল তব করিবেন কালিকা ॥
সবাই তোমারে বলে মহাযশ ভালিকা ।
আর বলে ভাবরূপ ফুল্ল ফুল মালিকা ॥
তব গুণ জানে কালী সুর নর পালিকা ।
তুমি গো সুরসময়ি শ্যামহৃদি লালিকা ॥

মালঝাঁপ ।

জ্বালি তায়, বলি হায়, মম কায়, জ্বলিছে ।
নাহি ত্রাণ, ভগবান, কেন প্রাণ, দলিছে ॥
জাল ঘোরে, ফেলে জোরে, আজি মোরে, ছলিছে ।
প্রাণ তাই, সুস্থ নাই, যাই যাই, বলিছে ॥
দিয়া টান, ফুলবাণ, ফুলবাণ, হানিছে ॥
নাহি সুখ, যত দুঃখ, চতুর্ম্মুখ, জানিছে ॥
মরি পাছে, কেবা আছে, কার কাছে, জানাব ।
ভাবি যাঁরে, কি প্রকারে, আজি তাঁরে, আনাব ॥
সদা চিত, উচাটিত, সেই পীত,-বসনে ।
দরশন, পরশন, আলিঙ্গন, বিহনে ॥
কোথা যাব, কোথা পাব, দূতি ভাব, কি করি ।
বিনা হরি, পদতরী, আজি মরি, গুমরি ॥

মানের উদ্ভব।

দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দ।

আমি কান্দি নিরাইয়া, বৃন্দা কয় বুঝাইয়া,
এলো এলো রসিক নাগর।
আমার অন্তরে গোল, কি করে তাহার বোল,
উথলিল দুঃখের সাগর॥
রজনী প্রভাত হৈল, কে যেন হরিয়া নৈল,
শ্যামের উপরে মোর টান।
উরু কাঁপে গুরু২, হিয়া করে দুরু দুরু,
রাগে রাগে উপজিল মান॥
মহামান অনুসারে, ত্যজে শয্যা অলঙ্কারে,
বসিলাম ঘোমটা টানিয়া।
দেখিয়া মানের ধারা, আছিল সঙ্গিনী যারা,
পলাইল সঙ্কট জানিয়া॥
যেমন মানের ধূম, তেমনি কামের ঝুম,
আমায় দংশিল যেন ফণী।
কোকিলের কল কল, পাপিয়ার কোলাহল,
গুণ২ ভ্রমরের ধ্বনি॥
ফুল যেন ফুল্ল মুখে, হাসিতে লাগিল সুখে,
নাচে শিখী পেখম ধরিয়া॥

পবনের তাড়াতাড়ি, সৌরভের বাড়াবাড়ি,
কাঁপে কায় থাকিয়া থাকিয়া ॥
সখীরা আসিয়া পুনঃ, বলে রাই শুন শুন,
এ কার উপরে কার মান।
পোড়া মান নাহি ছাড়ে, যত বলে তত বাড়ে,
ক্রমে যেন পর্ব্বত সমান ॥
রাগেতে সকল নষ্ট, যার হয় তার কষ্ট,
ভাবিলে কিছুই নাহি ফল।
বুঝে দেখ গুণরাশি, পঞ্চ জন অবিশ্বাসী,
বাঘ রাগ নাগ অগ্নি জল ॥
নিবসতি চুঁচুড়ানে, বিদিত সকল জনে,
গোরাচাঁদ গোরাচাঁদ প্রায়।
ডাকিয়া দিলেন ভার, সেই আজ্ঞা অনুসার,
রচিল রসিকচন্দ্র রায় ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার পরিহাস।

কোথায় গমন কর ভ্রমর চিকণকালা নবপ্রেমে প্রমোদী সে কুমুদীতো আছে ভাল। যেখানেতে ভালবাসা, তথা কর ভালবাসা, এ পথে আসিয়া কেন, মনের আগুণ জ্বাল ॥

পয়ার।

এই রূপে মানব্রত, করিয়া তখন।
ত্যজিলাম কালময়, বসন ভূষণ॥
আছিল সঙ্গিনী কাল, নিকটে আমার।
রাগে তাপে তাহারে, করিনু পরিহার॥
অভিমানে মৌনভাব, আশ্রয় করিয়া।
বসিলাম অধোমুখে, ঘোমটা টানিয়া॥
কোথায় সে চন্দ্রাবলী, কুঞ্জ হৈতে শ্যাম।
আসিছেন প্রভাত, সময়ে গুণধাম॥
পথমধ্যে বৃন্দার, সঙ্গেতে দরশন।
বৃন্দা কহে এসো এসো, মদনমোহন॥
আহা মরি কি ভাব, দেখিনু চমৎকার।
কোথাকার বাসি হাসি, বদনে তোমার॥
নূতন নূতন ভাব, এ আর কেমন।
কোথা হৈতে আগমন, কোথায় গমন॥
শিবের সমান দেখি, আঁখি ঢুল ঢুল।
ঘুমেতে আবৃত কিবা, ভাবেতে আকুল॥
না জানি খাইয়া এলে, কোন ফুলে মধু।
দেখ যেন ঢলে টলে, পড় না হে বঁধু॥
অনুমানি বসেছিলে, হেলায় হেলায়।
কে জানে হে কোন ধনী, এ খেলা খেলায়॥
পাইলে খাইলে ভাল, বুঝা গেল সার।
পেটার্থী লোভার্থী হৈলে, না থাকে বিচার॥

বঞ্চিয়ে রজনী এলে, প্রকাশিলে দিবা।
পেলে ফুলে খেলে ভাল, পাপ পুণ্য কিবা॥
সেই সুখে সুখী হও, সুখের রতন।
দুঃখিনীর কুঞ্জে আর, না কর গমন॥
নূতন ধনীর ধন, নূতন নাগর।
হয়েছ নূতন প্রেম, রসের সাগর॥
আর কি বাসিতে বঁধু, লয় তব মন।
অই দেখ বাসি শশী, না দেয় কিরণ॥
কুসুমে হইলে বাসি, শুকাইয়া যায়।
বদন হইলে বাসি, দুর্গন্ধ যোগায়॥
যেখানেতে বাসি দেখ, সেখানে নৈরাশ।
বাসির মধ্যেতে ভাল, বাসিকরা বাস॥
আজ্ঞা দিল গোরাচাঁদ, কলিকাতা বাসী।
রচিল রসিক কাব্য, ভাল ভালবাসি॥

কৃষ্ণ ও দূতীর বাক্ছল।

পয়ার।

কেশব কহেন কথা, এসব কেমন।
যেমন আপন মন, কহিলে তেমন॥
মজিব অন্যেতে যদি, ত্যজিয়া রাধায়।
তবে কেন দাসখত, লিখেছিনু পায়॥

রাধার কারণ দেখ, কিছু নাহি ভুল।
তবে কিছু করে থাকি, তুমি তার মূল॥
বৃন্দা কয় মাধব, বলিলে বটে ভাল।
কোথায় ধরিয়া গীত, কোথা রাখ তাল॥
তোমার হইল সুখ, তার হৈল সুখ।
মধ্যে থেকে আমার, কপালে কেন দুঃখ॥
কোথায় খাইয়া অন্ন, কোথা তুল হেউ।
সাগরে বাতাস হৈলে, কূপে কেন ঢেউ॥
একে খায় লুটে পুটে, আরে বল মন্দ।
যার বোঝা তার ঘাড়ে, দিলেই আনন্দ॥
এ বড় বিচার দেখে, হইনু সন্তোষ।
কাকে খায় কাঁঠাল, বকের কেন দোষ॥
এমতি বৃন্দার বাক্য, শ্রবণ করিয়া।
কহিছে চতুর কৃষ্ণ, হাসিয়া হাসিয়া॥
কি বুঝিলে কি কহিলে, এত বড় দায়।
কোথায় জাগিতে নিশি, দেখিলে আমায়॥
কার সনে কোথায়, করিনু রঙ্গ রস।
কহিয়া অসত্য কথা, কিসের পৌরষ॥
যত পার তত বল, মন্দো বুঝি রাগে।
মিছা কথা বিছার, কামড় সম লাগে॥
বৃন্দা কহে এত ঠাট, শিখিলে কোথায়।
তোমারিত মিছা কথা, কথায় কথায়॥
রাধায় ত্যজিয়া যদি, অন্যে নাহি মন।
তবে কেন অঙ্গে পরা, নারীর বসন॥

নয়নে পানের পিক, দেখি বার বার।
অধরে দশন চিহ্ন, কেন হে তোমার ॥
কপালে সিন্দূর বিন্দু, রহিয়াছে অই।
কথায় ঢাকিলে লাজ, কাযে ঢাকে কই ॥
মন্ত্রণায় জড়ীভূত, অন্তর যাহার।
কখন কোথায় সুখ, নাহিক তাহার ॥
আজ্ঞা দিল গোরাচাঁদ, কলিকাতা বাসী।
রচিল রসিক কাব্য, ভাল ভালবাসি ॥

পয়ার।

হাসিয়া চতুর চূড়া, কহেন তখন।
রাধার প্রেমের চিহ্ন, রাধার বসন ॥
রাধার চন্দন এই, রাধার কজ্জল।
হয়েছে রাধার দাগে, বরণ উজ্জ্বল ॥
রাধা মোর গতি মতি, রাধা মোর প্রাণ।
কে আছে আমার প্রিয়, রাধার সমান ॥
রাধা সে আমার প্রাণ, আমি সে তাহার।
শুনেছ অমৃত পানে, অরুচি কাহার ॥
নূতন নূতন নিত্য, বাড়িতেছে রাগ।
পিটালীর অঙ্ক নয়, পাতরের দাগ ॥
মনে কর মুচে দিই, মোচা যায় কই।
মরিলে রাধার প্রেম, ভুলিবার নই ॥

বৃন্দা কহে এ ঠাট, শিখিলে কার কাছে।
না জানি তাহার মনে, আর কত আছে ॥
শিখায়েছে ভাল পাঠ, শিখিয়াছ শ্যাম।
এত দিনে রসিক, হইলে গুণধাম ॥
আমি যে দিয়াছি পাঠ, সে নয় এমন।
সে পাঠে কপাট নাই, খোলা থাকে মন ॥
এ নয় ন্যায়ের পাঠ, অন্যায়ের মূল।
টিপ্পনী শুনিয়া ভয়ে, পরাণ আকুল ॥
যে হকু সে হকু পারে, হইবেক কথা।
আজি তুমি ফিরে যাও, কালি ছিলে যথা ॥
যেওনা সখীর কুঞ্জে, একে হবে আর।
যামিনী জাগিয়া মান, হয়েছে রাধার ॥
পড়েছ অনেক পড়া, বুঝিলাম বটে।
দায়ে পড়া হয়ে পাছে, পায়ে পড়া ঘটে ॥
হয়েছে সকল পড়া, অই পড়া বাকি।
তবে কেন কালাচাঁদ, আর যাবে ফাঁকি ॥
পড় সে সকল পড়া, সুখে খাও মধু।
মুখে যেন ছাইপড়া, ঘটে না হে বঁধু ॥
কেশব বলেন বটে, অই কথা সার।
যেখানে আপনি দূতী, আটক কি তার ॥
দায় নাস্তি পায় পড়া, আর করি ভয়।
সাধের পিরিতি পাছে, গাঁটি পড়া হয় ॥
যে দেছ সরিষা পড়া, অন্য পড়া ছার।
পিরিতির কড়া পড়া, শরীর আমার ॥

পড়েছি অনেক পড়া, এ আর কেমন।
যে হকু তোমার বড়, জড়ি পড়া মন॥
এরূপে দুজনে রঙ্গ, কথায় কথায়।
রচিল রসিক গোরা,-চাঁদের আজ্ঞায়॥

কৃষ্ণের কুঞ্জে আগমন।

পয়ার।

না শুনিয়া বংশীধারী, বৃন্দার বচন।
উপনীত অধিনীর, কুঞ্জেতে তখন॥
যতনে বাজান বাঁশী, থাকিয়া থাকিয়া।
অলি যেন গুঞ্জে নব, কমলে দেখিয়া॥
বিশাখা কহিছে চিত্রে, হের দেখ আর।
আইল রাধার প্রেম, সুধার আধার॥
কুঞ্জের চৌদিক বেড়ি, ভ্রমে পায় পায়।
জুয়ারের তৃণ যেন, ভাসিয়া বেড়ায়॥
সার হৈল মান রঙ্গ, কার পানে চাই।
কি বলে প্রবোধ দিয়া, রাধারে বুঝাই॥
বুঝিয়া না বুঝে লোক, এত বড় দায়।
পাইতে অনেক কষ্ট, যাইতে হেলায়॥
সহিলে অনেক সুখ, দেন ভগবতী।
রাগেতে কেবল হয়, আপনার ক্ষতি॥

এ আর কেমন রাগ, বুঝে উঠা ভার।
অপরাধ হৈলে কি, মার্জ্জনা নাই তার।
যার ধন সেই যদি, হইল বিমুখ।
মধ্যে থাকি আমরা, কেন বা পাই দুঃখ
চল চল রাধারে, কহিয়া সমাচার।
বিদায় হইয়া যাই, গৃহেতে যে যার॥
থাকুক মানিনী মান, লইয়া এখন।
ঠেকিবে যখন দায়, জানিবে তখন॥
এই রূপে নানা কথা, কহিয়া সকলে।
আমার নিকটে আসি, কহে কত ছলে।
"হের গো হের গো রাই, বঁধু এলো তোর
দুয়ারে আসিয়া যেন, দাঁড়াইল চোর॥
কি কর বসিয়া রাধে, ধর ধর আসি।
মানের তরঙ্গে নীল,-পদ্ম যায় ভাসি॥
বিরহ বাতাস তাহে, ঘন ঘন পায়।
অধৈর্য্য তুফানে তোর, বঁধুরে ডুবায়॥
তবে যদি ধৈরজ,-তরণী লয়ে দাও।
ত্বরা করি নটবরে, ধরিবারে পাও॥
এতেক কহিল যদি, সখীরা তখন।
তথাপি আমার নহে, হেরিতে মনন॥
আজ্ঞা দিল গোরাচাঁদ, গুণের ঠাকুর।
রচিল রসিক চন্দ্র, সংগীত মধুর॥

কৃষ্ণের মিনতি।

একাবলী ছন্দ।

দেখিয়া আমার, দুর্জ্জয় মান।
কেশব উপায়, কিছু না পান॥
বিনয়ে কহেন, শুন হে রাই।
কি করি উপায়, কোথায় যাই॥
অপরাধী যদি, হয়েছি পায়।
তথাপি এ মান, শোভা কি পায়॥
অলী যদি বৈসে, অপর ফুলে।
পূর্ব্ব ভাব কোথা, পঙ্কজ ভুলে॥
তোমারি আশ্রিত, তোমারি দাস।
তবে কেন কর, দয়ার হ্রাস॥
যদিও না বুঝে, কুকায করে।
দাসের দোষ কি, সকলে ধরে॥
ক্ষমহ প্রিয়সি, ক্ষমহ দোষ।
দাসের উপর, কিসের রোষ॥
যদি অপরাধ, পায়েছ ছলে।
দণ্ড দেহ রাই, আপন বলে॥
মারিতে রাখিতে, ক্ষমতা আছে।
তবে কেন যাও, মানের কাছে॥
মানের ঈশ্বরী, হইয়া হেন।
মানের অধিনী, হইলে কেন॥

কেন হে হৃদয়ে, ধরিলে মান।
তোমার চায়ে কি, মানের মান॥
না হেরে রহিলে, মানের রঙ্গে।
পথে কি প্রণয়, তোমার সঙ্গে॥
তোমার পিরিতি, বুঝিনু স্থির।
যেমন কমল, পাতের নীর।
লূতাতন্তু মাঝে, তুষার মত॥
জানিলে ইহাতে, কে হয় রত।
জানিনু শুনিনু, বুঝিনু রাই।
তুমি থাক আমি, ফিরিয়া যাই॥
থাক থাক থাক, থাক হে মানে।
মানে কি শুনেছ, জগতে মানে॥
এ মান শুমান, যাইবে সব।
কেবল ঘোষণা, থাকিবে রব॥
এ সব কৈশব, কহেন যত।
আমার মানের, প্রবল তত॥
আজ্ঞা পায়ে গোরা,-চাঁদের স্থান।
রচিল রসিক, পরম গান॥

ভঙ্গ লঘু-ত্রিপদী ছন্দ।

এতই সাধিলে পরে, তথাপি মানের ভরে।
হয়ে মৌনবতী, না কহে ভারতী,
হরি কি উপায় করে॥

নাহিক প্রেমের জোর, নাগর যেমন চোর ;
চরণ ধরিয়া, কহে বিনাইয়া,
ক্ষম অপরাধ মোর ॥
মারিতে রাখিতে পার, তবে কেন পরিহার ;
কোন বাধা নাই, দণ্ড দিয়া রাই
এ ঘোর বিপদে তার ॥
তুমি কৈলে মনঃ ভার, কোথায় যাইব আর ;
বলিতে আপন, নাহি কোন জন,
ভরসা মাত্র তোমার ॥
বুঝে দেখ আমি ফণী, তোমার চরণ মণি,
এমন করিয়া, এ মণি হরিয়া,
লও না লও না ধনি ॥
হইয়া শরণাগত, যাতনা সহিব কত ;
পিরিতি নয়নে, হের নিজ জনে,
নিবেদন শত শত ॥
কখন পাপেতে নাই, তবে কেন তাপ পাই ;
যেই জন পাপী, সেই জন তাপী,
বিদিত সকল ঠাঁই ॥
কেমন কপাল মোর, সাধু হয়ে হই চোর ;
কপালের ফল, কি বিধির ছল,
রসিক না বুঝে ঘোর ॥

সখীগণের যুক্তি।

রসমালা ছন্দ।

হরি পড়ে রাঙ্গা পায়, কিশোরী না ফিরে চায়,
হাহাকার করে সখীগণ।
এ বলে উহারে সই, এ আর কেমন ॥
মাথার ঠাকুর যেই, চরণে পতিত সেই,
হায় হায় দেখ গো চাহিয়া।
পরাণ কান্দিয়া উঠে, রহিয়া রহিয়া ॥
নাগর সাগর তুল্য, রূপে গুণে মণি মূল্য,
শরীর সরোজ তুল্য যাঁর।
সেই যায় গড়াগড়ি, চরণে রাধার ॥
দেখিতে শুনিতে নারি, ভাল মন্দ আপনারি,
মনে মনে না বুঝিল যেই।
শিখাইলে বল কত, শিখিবেক সেই ॥
বলিলে ভালর তরে, ভাল কথা মন্দ ধরে,
তার ভাল কখন না হয়।
এইত শাস্ত্রের কথা, কে করিবে নয় ॥
কব এক হবে আর, এমন স্থানেতে কার,
থাকাত উচিত নয় তবে।
চল গো বিদায় হয়ে, ঘরে যাই সবে ॥
তখন ললিতা কয়, উতলার কর্ম্ম নয়,
দেখ মান কত দূর যায়।
শুনেছি উৎপত্তি যথা, নিবৃত্তি তথায় ॥

থাক থাক থাক সয়ে, যদি কোন কথা কয়ে,
এ দুঃখ সাগরে হই পার।
রসিক কহিছে দেখ, উপায় তাহার॥

শ্রীমতীর প্রতি সখীদের কৃত অনুযোগ।

ভঙ্গ পয়ার।

দেখে ঘোর অভিমান, দেখে ঘোর অভিমান।
ললিতা আমারে কয়, এ কোন বিধান॥
পদে পড়িয়া নাগর, পদে পড়িয়া নাগর।
রসিকের চূড়ামণি, গুণের সাগর॥
দেখ বারেক চাহিয়া, দেখ বারেক চাহিয়া।
কেমন করিয়া থাক, নয়ন মুদিয়া॥
মানে হইবে কি যশঃ, মানে হইবে কি যশঃ।
যেখানে পিরিতি দেখ, সেই খানে রস॥
যদি বুঝিবারে পার, যদি বুঝিবারে পার।
পড়েছে লজ্জার কায, চুপে চুপে সার॥
ঘরে করিয়া বিচ্ছেদ, ঘরে করিয়া বিচ্ছেদ।
পরেরে নাচাও কেন, এ যে বড় খেদ।
রহ যতই সহিয়া, রহ যতই সহিয়া।
তত হয় মান বৃদ্ধি রহিয়া রহিয়া॥

দেখ উদ্বেগ যথায়, দেখ উদ্বেগ যথায়।
মান ধন যশঃ রস, অনিষ্ট তথায়॥
মনে সব জান রাই, মনে সব জান রাই।
রাগ যাবে দুঃখ যাবে, কথা যাবে নাই॥
রাগে কর যেই কায, রাগে কর যেই কায।
অবশ্য জানিবে সেই, পরে দেয় লাজ॥
বুঝে দেখ মনে মন, বুঝে দেখ মনে মন।
মান কোথা হইয়াছে, মানের কারণ॥
দেখ আদরের ধন, দেখ আদরের ধন।
অনাদরে পড়ে আছে, ধরিয়া চরণ॥
বল ইথে কিবা সুখ, বল ইথে কিবা সুখ।
রসিক কহিছে রাগে, উভয়ের দুঃখ॥

লঘু-চৌপদী ছন্দ।

বিশাখা কহিছে, জীবন দহিছে, মোরে না সহিছে,
এ তোর মান।
যাঁর জোরে জোর, সে যেন গো চোর, ধিক্ধিক তোর,
প্রেম বিধান॥
মস্তকের মণি, পদে পড়ে ধনী, হইয়া রমণী,
কেমনে রহ।
হেন করিবারে, দেখিয়াছ কারে, যে জান আমারে,
বিশেষ কহ॥

হায় হায় হায়, চূড়া পড়ে পায়, গড়াগড়ি যায়,
না দেখ চায়ে।
মানের তরঙ্গ, দেখে কাঁপে অঙ্গ, এত কেন রঙ্গ,
হইয়া মায়ে॥
কি মান ধরিলি, কি রাগ করিলি, গৌরব লইলি,
হরির হরি।
ছার মানে ছাই, পড়ুক গো রাই, ছিছি আই আই,
সরমে মরি॥
ব্রজে যাঁর মানে, তোরে সবে মানে, সে ঠেকিয়া মানে,
পতিত পায়।
এ কেমন রীত, দেখি বিপরীত, অতি অনুচিত,
রসিক গায়॥

অন্ত্যযমক পয়ার।

চিত্রা বলে দেখ রাই, বারেক চাহিয়া।
কে আছে নিঠুরা আর, তোমার চাহিয়া॥
ভাবিয়া যাঁহার অন্ত, কেহ নাহি পায়।
এ ছার মানের দায়ে, সে পড়িয়া পায়॥
ব্রজের সকলে তোরে, যাঁর মানে মানে।
তুইত কাঁদালি তায়, ধিক্ তোর মানে॥
ঐ দেখ ভাসিছে বঁধু, নয়নের জলে।
দেখে তোর মান মোর, কলেবর জ্বলে॥

মান কি আপন হইল, শ্যাম হৈল পর।
ভাব দেখি কি হইবে, মান গেলে পর॥
গোকুলে করিস রাই, যাঁর বলে বল।
সে বল হারালি কেন, বল বল বল॥
যতনে যৌবন মন, সঁপিয়া যাঁয়।
হায় গো তাঁহার দুঃখ, দেখা নাহি যায়॥
কেন গো রসিকা হয়ে, ত্যজিবে রসিক।
এ নহে উচিত কভু, কহিছে রসিক॥

দীর্ঘ-চতুষ্পদী ছন্দ।

সুরেখা কহিছে কাতর হয়ে, রয়েছ শ্রীমতি কি মান লয়ে,
মাধব সদা রাধা রাধা কয়ে,
চরণে তব পতিত গো।
যে জন না রাখে মানীর মান, সে জন জানিবে তৃণ সমান,
উচিত ত্যজিতে তাহার স্থান,
জ্ঞানীর এই বিহিত গো॥
অতিরিক্ত মান যে দেখি তব, অতিরিক্ত আর কতই কব,
অতিরিক্ত কভু নহে সম্ভব,
মান দান কি পিরিতি গো।
গুণের সাগর নাগর মণি, ভূমে গড়াগড়ি যাইছে ধনি,
তথাপি না শুন ক্রন্দন ধ্বনি,
কিশোরি তব কি রীতি গো॥

বৃন্দার সহ কৃষ্ণের পুনঃ সাক্ষাৎ।

পয়ার।

এই রূপে সখীগণে, অনেক কহিল।
তথাপি আমার মান, ভঙ্গ না হইল॥
সাধিয়া পাড়িয়া যদি, না পাইল মান।
কুঞ্জ হৈতে গুণের, কুঞ্জর ফিরে যান॥
যাইতে যাইতে পথে, ভাবিছেন হরি।
কি হইবে কোথা যাব, কি উপায় করি॥
এমন সময় পথে, বৃন্দা আসি কয়।
বল বঁধু আজিকার, সুখ পরিচয়॥
গিয়াছিলে কি হইল, মানিনীর ঠাঁই।
কৃষ্ণ কন পূর্ব্বে যা, বলেছ তুমি তাই॥
হাসিয়া ভাসিয়া সুখে, বৃন্দা কয় তবে।
হয়েছে রয়েছে আর, ভাবিলে কি হবে॥
কি আর করিবে বল, পুরাতনে বঁধু।
পায়েছ নূতন ফুল, খাও গিয়া মধু॥
তোমার মিলিবে কত, নবীন নবীন।
মান লয়ে মানিনী, থাকুক কিছু দিন॥
কল্যাণে থাকুক বাঁশী, দাসী বই নয়।
এক যাবে আর হবে, নূতন প্রণয়॥
মাধব বলেন দূতি, ছাড় ফের ফার।
এখন উপায় বল, কি হবে আমার॥

বৃন্দা কহে উপায়, সে পায় রাধিকার।
আমি কি করিব বল, উপায় তোমার॥
হয়েছে বিষম জ্বরে, বিকার ঘটন।
ধর গিয়া ধন্বন্তরী, রাধার চরণ॥
একবার ফিরে এলে, আরবার যাও।
আনাড়ীর হাতে কেন, পরাণ হারাও॥
কেশব বলেন বৈদ্য, কি করিবে আর।
তুমি মোর দৈববল, যে কব এবার॥
ভাঙ্গিব রাধার মান, যদি ফিরে চাও।
মাখাইয়া ভস্ম যোগী, সাজাইয়া দাও॥
বৃন্দা কয় সর্ব্বনাশ, লাজে মরে যাই।
কেমনে তোমার মুখে, আমি দিব ছাই॥
প্রেমের কপালে ছাই, মোর মুখে ছাই।
মুখে ছাই মাখাইতে, আর বলো নাই॥
কেশব বলেন ছাড়, ছলনার ঘটা।
করে দেহ দণ্ড আর, মস্তকেতে জটা॥
যে ছিল মানের বৃদ্ধি, সব হৈল হত।
এখন দেখিব তার, অভিমান কত।
আজ্ঞা দিল গোরাচাঁদ, গুণের ঠাকুর।
রচিল রসিক চন্দ্র, সংগীত মধুর॥

কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার অনুযোগ।

পয়ার।

হাসিয়া চতুরা বৃন্দে, কহিছে তখন।
এ আর কেমন কথা, রসিক রতন॥
কহিলে এমন কথা, কেমন করিয়া।
কথা শুনে আমি যাই, সরমে মরিয়া॥
কে তোমারে সাজাইবে, সন্ন্যাসী গোসাঞি
যে বলিলে সে বলিলে, আর বলো নাই॥
একেত ধরিলে সেই, রমণীর পায়।
আবার হইবে যোগী, এত বড় দায়॥
মানে ছাই দিয়া ছাই, মাখিবারে মন।
মান হৈতে প্রেম বড়, নহেত কখন॥
মানের চাহিয়া বড়, কিছু নাহি জানি।
থাকু মান যাকু প্রাণ, সুজনের বাণী॥
এ মান ত্যজিয়া চাহ, মাখিবারে ছাই।
যে ইচ্ছা আপনি কর, আমি তাতে নাই॥
পায়ে ধরি পায়ে ধরা, পিরিতি ত্যজিয়া।
বরঞ্চ থাকহ ঘরে, বিচ্ছেদে মজিয়া॥
কি জান প্রেমের রীতি, বয়সে নবীন।
ঘরে বসি ভাব গিয়া, আর কিছু দিন॥
দেখে শুনে ঠেকে শিখে, আগে হও দড়।
তখন জানিবে তুমি, মান কত বড়॥

এতই উতলা কেন, হে চিকণকাল ।
রাখালীয় বুদ্ধি আর, কত হবে ভাল ॥
লোকে বলে মুখে ছাই, তাই যদি ঘটে ।
তবে কেন গিয়াছিলে, পরের নিকটে ॥
পড়িয়া ঘরের অন্ন, গড়াগড়ি যায় ।
পরের খাইতে রুচি, এত কেন তায় ॥
কার খাব কার লব, কারে দিব শূলে ।
অহরহঃ এই চিন্তা, পেটার্থীর কুলে ॥
পেটার্থী লোভার্থী হৈলে, নাহি থাকে লাজ ।
আর বা কতই কব, অহে রসরাজ ॥
জান না প্রেমের মর্ম্ম, এ বড় বালাই ।
তুমি হবে সন্ন্যাসী না, কাযে করে তাই ॥
সুখের লাগিয়া কর্ম্ম, করিলে যেমন ।
হাতে হাতে প্রতিফল, পাইলে তেমন ॥
কিবা ছিলে কি হইলে, কোথা গেল মান ।
সুখের পরেতে দুঃখ, মৃত্যুর সমান ॥
এরূপে বিস্তর কথা, বৃন্দা কহে তায় ।
রচিয়া রসিকচন্দ্র, সুললিত গায় ॥

তত্ত্বজ্ঞান।

পয়ার।

কেশব বলেন দূতি, কত বল আর।
যত বল সুখ দুঃখ, সমান আমার॥
সুখে সুখ যত তত, দুঃখে সুখ হয়।
এ বড় নিগূঢ় কথা, তত্ত্বজ্ঞানে কয়॥
সুখের কারণে আমি, নাহি করি দুঃখ।
কোথায় শুনেছ নিত্য, দুঃখ আর সুখ॥
প্রেমসুখ জলবিম্ব, লতার শিশির।
বালকের খেলাঘর, পদ্মপাতে নীর॥
শঠের সৌজন্য আর, সদালাপী পর।
ক্ষণেক সুখের জন্য, দেখিতে সুন্দর॥
যে জানে এ সব মর্ম্ম, সে কি চায় সুখ।
কে কোথা দেখেছে সুখ, ছাড়া আছে দুঃখ॥
যেই মত প্রদীপের, পশ্চাতেতে ছায়া।
যেই মত জ্ঞানের, পশ্চাতে রয় মায়া॥
যেইমত জীবনের, পশ্চাতে মরণ।
সুখের পশ্চাতে দুঃখ, জানিবে তেমন॥
দুঃখ সেই রাশি রাশি, সুখ নহে তত।
সে কথা কহিব কিছু, শাস্ত্রের সম্মত॥
এই যে দেখিছ ভব, নিবিড় কানন।
মায়ার পাদপে করে, অতি সুশোভন॥

সেই সে তরুর ছায়া, ঘোর অন্ধকার।
বিশেষ বুঝিয়া দেখ, দুঃখ নাম তার॥
তাহাতে জোনাক সম, ভ্রমিতেছে সুখ।
কে পারে ধরিতে তায়, না ভ্রমিয়া দুঃখ।
এত দুঃখে সুখ হয়, কি কহিব গাড়া।
উঁই সে মুকতি হৈল, সুখ দুঃখ ছাড়া॥
কহিলে সে সব কথা, বুঝে কোন জন।
তবে বুঝে যদি থাকে, দর্শন দর্শন॥
দর্শনে দর্শন যার, পাওয়া নাহি যায়।
সে ধনে দর্শন হয়, দর্শনে রাধায়॥
ভবের দর্শন জন্য, দরশন দিয়া।
করিলেন এই খেলা, গোকুলে আসিয়া॥
কহিনু দর্শন ছাড়া, দরশন যার।
আমার দর্শন মাত্র, দরশন তার॥
রাধা প্রাণ রাধা দেহ, রাধা মোর মন।
রাধার কারণে আইনু, এই বৃন্দাবন॥
যেই রাধা সেই কৃষ্ণ, সেই ব্রজভূমি।
এইত নিগূঢ় তত্ত্ব, কি না জান তুমি॥
আজ্ঞা দিল গোরাচাঁদ, গুণের ঠাকুর।
রচিল রসিকচন্দ্র, সংগীত মধুর॥

কৃষ্ণের যোগীর বেশ ধারণ।

পয়ার।

কথা শুনে রঙ্গদেবী, হাসিয়া হাসিয়া।
যোগীর ধনেরে যোগী, দিল সাজাইয়া॥
কিবা পরিপাটী ভস্ম, মাখা কলেবর।
মস্তকেতে জটাভার, দেখিতে সুন্দর॥
করে দণ্ড কমণ্ডলু, করে সুশোভন।
বিভূতির গোলা লয়ে, মদনমোহন॥
আসিয়া কুঞ্জের দ্বারে, শঙ্করের প্রায়।
ভিক্ষা দেহি ভিক্ষা দেহি, বলিয়া দাণ্ডায়॥
দেখিয়া আমার সখী, সকলে মিলিয়া।
হের দেখ কমলিনি, কহিল ডাকিয়া॥
নাহি জানি কোন তীর্থ, হইতে এখন।
আইল কুঞ্জের দ্বারে, যোগী এক জন॥
নয়নে গলিত ধারা, মুখে বলে রাই।
আহা মরি কোথাকার, সন্ন্যাসী গোসাঞি॥
এসো এসো জিজ্ঞাসিয়া, জানিব কারণ।
কোথায় গমন হবে, কোথায় আসন॥
কেন বা নয়নে ধারা, বহিছে উহার।
কেন বা সঘনে রাই, বলে বার বার॥
শুনিয়া সখীর কথা, ভিক্ষা লয়ে যাই।
ভৃগুর চরণ চিহ্ন, দেখিবারে পাই॥

দয়ার উদয় হৈল, মান গেল দূর।
বুঞ্জেতে আনিনু কৃষ্ণ, গুণের ঠাকুর॥
সংক্ষেপে হইল মান, ভঙ্গ সমাধান।
রচিল রসিকচন্দ্র, সুমধুর গান॥

এই রূপ পদাঙ্কেরে, বিস্তর কহিয়া।
তবেত শ্রীমতী কন, বাক্য বিনাইয়া॥
আমার দুর্গতি যত, শুনিলেত সব।
এখন মথুরা যাও, আনিতে কেশব॥
সহে না যাতনা আর, রহে না জীবন।
ত্বরায় আনিয়া দেহ, মদনমোহন॥
পর দুঃখে দুঃখী হও, আর লহ ভার।
সকল অনিত্য বিনা, পর উপকার॥
দেখ সংসারে সব, জলবিম্ব প্রায়।
কখন ভাঙ্গিয়া যাবে, হায় হায় হায়॥
যেই মত দেখ তুমি, নিশির স্বপন।
জীবন যৌবন ধন, জানিবে তেমন॥
যাবার সময় সঙ্গে, কিছু নাহি যাবে।
করিলে পরের ভাল, ভাল ফল পাবে॥
যার দেহ হয় পর, হিতের কারণ।
অবশ্য জানিবে তুমি, সাধু সেই জন॥
প্রাণ দিয়ে পরের, মঙ্গল যদি হয়।
কদাচিত সেই মৃত্যু, অপমৃত্যু নয়॥

ভারতে কেবল আসা, পর হিত তরে।
যেই করে অবশ্য, জানিবে সেই তরে ॥
বুঝিয়া শুঝিয়া কর, কুশল আমার।
অতিশয় গুমর, না কর তুমি আর ॥

অতিরিক্ত ভাল নয়।

পয়ার।

অতিশয় ভাল নয়, শুন পরিচয়।
অতিশয় দানে বলি, পাতালস্থ হয় ॥
অতিশয় লোভে হয়, দরিদ্র নৈরাশ।
অতিশয় দর্পে রাজা, রাবণ বিনাশ ॥
অতিশয় বেড়ে বিন্ধ্য,-গিরির পতন।
অতিশয় রূপে ভস্ম, হইল মদন ॥
অতিশয় প্রেমরসে, কলঙ্ক ঘটায়।
অতিশয় পাপে ধরা, রসাতল যায় ॥
অতিশয় স্থবরণে, দগ্ধ হয় সোণা।
অতিশয় গভীর, সিন্ধুর জল লোণা ॥
অতিশয় বিদ্যায়, পাগল হয় লোক।
অতিশয় সন্তান, বৃদ্ধিতে ঘটে শোক ॥
অতিশয় সুখে সুখ, অতিশয় হয়।
অতি ধনে অতি চিন্তা, সর্ব্ব লোকে কয় ॥
অতিশয় যুক্তি হৈতে, ভ্রষ্ট হয় নর।
অতএব অতিশয়, না কর গুমর ॥

ভালর ভাল সর্ব্ব কাল।

পয়ার।

চেষ্টা কর ভাল হৈতে, না কর অলস।
ভাল না হইলে কোথা, প্রাপ্তি হয় যশ॥
যে করে পরের ভাল, ভাল বলি তায়।
অবশ্য ভালর ভাল, বিধাতা ঘটায়॥
কে কোথা দেখেছ ভাল, জনে পায় দুঃখ।
ভালর এখানে ভাল, সেখানেও সুখ॥
ভাল কথা ভাল কায, ব্যবহারী যেই।
যেথা ধন সেথা মুক্তি, অধিকারী সেই॥
এখান শব্দেতে বুঝ, এ ভব সংসার।
এখানে সেখান শব্দ, স্বর্গ নাম যার॥
সেই সে স্বর্গের সুখ, লাভের কারণ।
সরল হইয়া কর, দয়ারে ধারণ॥
বিনয় প্রণয় ধর্ম্ম, মরম জানিয়া।
লহ রে আমার দুঃখ, হৃদয়ে টানিয়া॥
এ দুঃখের দুঃখী হয়ে, কর উপকার।
ভবেতে সুযশঃ রবে, ভুবনে তোমার॥
জন্মিয়া পরের ভাল, নাহি করে যেই।
এ ভবে আসিয়া বল, কি করিল সেই॥
বিশেষ বুঝিলে তার, নাহি কোন জ্ঞান।
গতায়াত সার মাত্র, পশুর সমান॥
অতএব বুঝিয়া, শুঝিয়া কর কায।
এখানে সেখানে যাতে, নাহি পাও লাজ॥

নিত্য সুখের বিবরণ।

পয়ার।

সম্পত্তি হইতে নিত্য, সুখ নাহি হয়।
রমণী হইতে বুঝ, তেমনি নিশ্চয়॥
ভাই বন্ধু তনয়, হইতে সেই মত।
আহারে বিহারে তাই, আর কব কত॥
গমনে রমণে সুখ, সুখ গণ্য নয়।
সেই নিত্য সুখ যদি, মনে সুখ হয়॥
ধনসুখে চিরসুখী, নাহি হয় মন।
নিত্য সুখ জানিবে সে, পুণ্যের কারণ॥
করিয়া পরের ভাল, যেবা সুখ হয়।
সেই সুখ নিত্যসুখ, শাস্ত্রমত কয়॥
সে বড় অতুল সুখ, শুন জ্ঞানবান।
সে সুখের ভোগ হয়, এখান সেখান॥
এমন সুখের লাভ, কর বার বার।
অসার সংসারে আর, কিছু নাই সার॥
ঈশ্বর সেবার সুখ, শুনেছ যেমন।
পর উপকারে সুখ, জানিবে তেমন॥
এ সুখ ত্যজিয়া যেবা, অন্য সুখ চায়।
উচিত পশুর সম, গণিতে তাহায়॥
আহার বিহার হৈতে, যে সুখ উদ্ভব।
সে সুখ পশুর আছে, নহে অসম্ভব॥
হেন সুখ সুখী হয়, জীবন যাহার।
কোথা রয় মনুষ্যত্ব, গৌরব তাহার॥

কহিতে বিস্তর হয়, কত কব আর
বুঝিয়া শুঝিয়া কর, পর উপকার ॥

উপদেশ।

পয়ার

যে কহিনু উপদেশ, বুঝে দেখ সার।
কি আছে ভুবনে বড়, অধিক ইহার ॥
এই যে দেহেতে আছে, অজ্ঞান অসুর।
তাহা হৈতে নিস্তারের, উপদেশ মূল ॥
আঁধার নাশক দীপ, দেখহ যেমন।
নীরদ নাশক দেখ, প্রচণ্ড পবন ॥
জীবন নাশক কাল, হয় অবিরত।
অজ্ঞান নাশিনী উপ,-দেশ সেই মত ॥
ক্ষণে হ্রাস ক্ষণে বৃদ্ধি, সকলের হয়।
কিন্তু নাহি কোন কালে, স্বভাবের ক্ষয় ॥
মরিলে স্বভাব যায়, শুনেছি বিশেষ।
এমন স্বভাবে নষ্ট, করে উপদেশ ॥
ভেবে দেখ উপদেশে, শত্রু বশ হয়।
দিতে পারে উপদেশ, রাজদণ্ডে জয় ॥
উপদেশে মোক্ষ দেন, গুরুর বদন।
উপদেশ হৈতে বড়, নহেত মদন ॥
উপদেশে দ্বেষ নষ্ট, দেশের সুযশ।
যে না জানে উপদেশ, সে না জানে রস ॥
অতএব উপদেশ, কহিলাম সার।
হইয়া সুজ্ঞানী কর, পর উপকার ॥

ভক্তি ।

পয়ার ।

কহিলাম উপদেশে, যে হয় প্রতুল ।
বিশেষ বুঝিয়া দেখ, ভক্তি তার মূল ॥
ভক্তি বই যুক্তি নাই, মুক্তি লাভ হেতু ।
ভবের সাগরে বান্ধ, ভক্তিরূপ সেতু ॥
ভকতি শকতি যার, আছয়ে প্রবল ।
সেই সে পাইতে পারে, সেই চারি ফল ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, শুনিয়াছ সারে ।
তারা না ছাড়িতে পারে, ভক্তির দুয়ার ।
আর আর দেখ যত, ডাল আর পাতা ।
ভক্তিকে সবার মূল, করেছেন ধাতা ॥
ভক্তিতে ঈশ্বর বলি, যেবা মানে যায় ।
তাহার নিকট সেই, মুক্তি ধন পায় ॥
ভক্তি হৈতে মুক্তি নয়, অতিশয় দূর ।
বুঝিয়া ভক্তির লাভ, করহ প্রচুর ॥
যে কাযে যেমন ভক্তি, হইবে যাহার ।
তেমনি সুফল তায়, ঘটিবে তাহার ॥
শুনেছি সকল শাস্ত্রে, এই মত গায় ।
ভক্তির সম্পত্তি আর, অভক্তির দায় ।
অতএব ভকতি, করিয়া কর সার ।
এখন যাহাতে হয়, মঙ্গল আমার ।

গৌরব।

পয়ার।

ভক্তি ··· উপদেশ, শুনে যেই জন।
অনায়াসে পাইতে পারে, জ্ঞান হেন ধন॥
জ্ঞানেরে পাইলে করে, পর উপকার।
তাহাতে বিস্তর বাড়ে, গৌরব তাহার॥
গৌরবের তুল্য ধন, কি আছে কোথায়।
যে জন গৌরবান্বিত, ধন্য বলি তায়॥
যদি সে গৌরব ছাড়া, কোন জন হয়।
কি করে ঐশ্বর্য্য আর, রমণী তনয়॥
ঐশ্বর্য্য-শয্যায় যদি, করয়ে শয়ন।
তথাপি গৌরব বিনা, বিফল সে ধন॥
ধন আছে জন আছে, না আছে গৌরব।
মরণ মঙ্গল তার, হয়ত সম্ভব॥
ধন নাই জন নাই, গৌরব বিস্তর।
সকল আছয়ে তার, ধন্য সেই নর॥
গৌরব-ভূষণে হয়, ভূষিত যে জন।
এখানে যেমন সুখী, সেখানে তেমন॥
এ কথা কয়েছে বেদ, পুরাণ কারক।
গৌরবে স্বর্গের ভোগ, অযশে নরক॥
অতএব আমার, করিলে উপকার।
ক্রমশঃ হইবে বৃদ্ধি, গৌরব তোমার॥

রাধাকৃষ্ণ মিলন।

পয়ার।

একপে কহিয়া কত, পদাঙ্কের ঠাঁই।
নিকুঞ্জে ভ্রমেণ কুঞ্জ,-বিহারিণী রাই॥
সঙ্গের সঙ্গিনী কাছে, কেহ নাই আর।
কেবল আছয়ে এক, ভ্রান্তি দূতী তার॥
কখন নিকুঞ্জ বনে, কখন ভাণ্ডীর।
কখন যমুনা কূলে, ধায় যেন তীর॥
কখন কদম্বমূলে, প্রবেশয় গিয়া।
কখন সে গোষ্ঠে যায়, কান্দিয়া কান্দিয়া॥
হায় কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ, কবে কৃষ্ণ পাব।
কহিছে কৃষ্ণের লাগি, কার কাছে যাব॥
গগণে মেঘের মালা, নিরখিয়া তায়।
ঐই কৃষ্ণ বলিয়া সে, ধরিবারে যায়॥
গর্জ্জনে বংশীর ধ্বনি, বলে বার বার।
সৌদামিনী বনমালা, ভাবনা রাধার॥
এই রূপে ভ্রমে ভ্রমে, কতই দিবস।
মনে নাই সুখবিন্দু, মুখে নাই রস॥
সেই সে দুঃখের কথা, কহিতে বিস্তর।
মানসে মিলন তবে, শুন অতঃপর॥
এক দিন নিশিযোগে, মদনমোহন।
আসিয়া হাসিয়া কুঞ্জে, দিল দরশন॥
হইল দুজনে দেখা, ঘুচিল সে দায়।
রচিল রসিক গোরা,-চাঁদের আজ্ঞায়॥

গ্রন্থ সমাপ্তঃ।